অনন্ত সন্তোষ প্রীতি,
সুখমাখা শুভ স্মৃতি,
রবে এই ছবি মাঝে হইয়া অমর !
এই দিন, মাস, সবে
কোন্ দূরে পড়ে রবে,
আমরা মিলিয়া র'ব অনন্ত বৎসর !—
তুই আমি র'ব অই ছবির ভিতর ! ১

সাধে কি এ ছবি দেখি অতৃপ্ত অন্তর ?—
তুই আমি একমনে,
আনন্দ ধরে না মনে,
তৃপ্তিহীন এ বাসনা, মরম ভিতর !
কি দেখে গিয়েছি ভুলে,
বলিতে পারিনে খুলে,
তুই এ রহস্য ভেঙে, বল্ অতঃপর—
দেখিলি তো দুটি ছবি, কে হেন সুন্দর ? ২

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
চাহিতে কাহার পানে,
উল্লাস উথলে প্রাণে,
কার মুখ শরতের রুচি শশধর ?
সংসারের শত জ্বালা,
শত কালকূট ঢালা,
ভুলি চেয়ে কার চোখে—নীল ইন্দীবর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৩

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?
কার মধুমাখা হাসে
প্রভাত কিরণ ভাসে,
বিরাজে বাসন্তী ঊষা সুমেরু উপর ?
কার তরে সন্ধ্যাকালে,
প্রকৃতি সোণার থালে,
আনে উপহার হীরা মাণিক নিকর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৪

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
সোণামুখী দিগঙ্গনা,
কারে করে অভ্যর্থনা,
কার মুখ চেয়ে হাসি হাসে সুধাকর ?
আনন্দ জাগা'তে কার
সুখময়ী বরিষার
প্রাণ গ'লে ঢেউ চলে, তর তর তর ?
বল্ দেখি দুজনের, কে হেন সুন্দর ? ৫

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
আজিও মরত-বায়
লাগেনি কাহার গা'য়
স্বরগ-সৌরভ ভরা কার কলেবর ?
জগতের পাপলেশ
পরশেনি কার কেশ,
কে সে দেবতার শিশু, কে সে মনোহর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৬

বল ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর,
সরলতা মধুরতা,
মিশিয়া রয়েছে কোথা ?
প্রীতি পবিত্রতা—যাহা ত্রিদিব উপর,
—মাখিয়া কাহার হিয়ে,
বিধি দেছে পাঠাইয়ে,
দেখা'তে এ মর পুরে দেবের আদর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৭

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
হেরি কার ক্ষুদ্র দেহ,
বুকে ওঠে প্রীতি স্নেহ,
মরমের তারে তারে বাজে সপ্ত স্বর !—
বল্ দেখি কার রূপ
প্রাণতোষ অপরূপ !
অনন্ত সন্তোষ লভে বিরক্ত অন্তর।
বল্ কে আমার চোখে এমন সুন্দর ? ৮

বল্—কে আমার চোখে এমন সুন্দর,
যদি তার ছবি নিয়ে
প্রাণে রাখি মিশাইয়ে,
পশিবে কি তার ছটা আমারো ভিতর ?
তারি মত নিরমল
হবে কি এ হৃদিতল,
পুনঃ কিরে ভেঙে চুরে গড়িবে ঈশ্বর ?—
এই আমি তারি মত হব কি সুন্দর ? ৯

লেখিকা—
"দিদি"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৫ সংখ্যা।	আশ্বিন ১৩০০—অক্টোবর ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন গবর্ণর জেনারেল—আগামী ডিসেম্বরে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় পূর্ণ হইতেছে। সার হেন্‌রী নরম্যান্ নূতন রাজপ্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, ইনি কুইন্সল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা। লর্ড লিটনের সময়ে ইনি সামরিক সেক্রেটরী ছিলেন।

মধ্যম রাজকুমারের রাজত্বলাভ—ইংলণ্ডেশ্বরীর ভাসুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়াতে মধ্যম রাজকুমার জর্ম্মণির অন্তঃপাতী স্যাক্সিকেবার্গ রাজ্য পাইয়াছেন। ইনি ইঁহার ভাগিনেয় জর্ম্মন সম্রাটের অধীনস্থ রাজা হইলেন।

হোমরুল—গ্ল্যাডষ্টোনের প্রিয় আইরিস্ আইন বিল কমন্স সভার অনুমোদিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড সভায় অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কোরিন্থ যোজকের বিয়োজন—১১ বৎসরের চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয়ে কোরিন্থ যোজক কাটিয়া প্রায় দুই ক্রোশ দীর্ঘ একটী খাল হইয়াছে। গ্রীসরাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মহা সমারোহে খাল খুলিয়াছেন।

রমণীর তিব্বত ভ্রমণ—কুমারী পেলার নাম্নী এক ইংরাজ রমণী তিব্বত দেশ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য রীতিনীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বৎ রমণীগণ সাহায্য না করিলে তাঁহার ঘোর বিপদ হইত।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সভা—চিকাগোতে একটী নূতন ব্যাপার হইয়াছে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহারা একত্র হইয়া সকল ধর্ম্মের সার কথা শ্রবণ

কীর্ত্তন করিবেন। ভারতবর্ষ হইতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বি বি নগরকার, জষ্টিস আমীর আলি ও সিংহলের ধর্ম্মপাল গমন করিয়াছেন। ১১ই হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার কার্য্য চলিবে এবং প্রতিদিন নিম্নলিখিত এক একটী বক্তৃতা হইবেঃ—

(১) অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা,(২) ঈশ্বর, (৩)মনুষ্য, (৪) ধর্ম্ম মানবজাতির বিশেষ লক্ষণ, (৫) ধর্ম্ম-প্রণালীসমুহ, (৬) পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমুহ, (৭) ধর্ম্ম ও পরিবার, (৮) ধর্ম্মের নেতা সকল, (৯) বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, (১০) ধর্ম্ম ও নীতি। (১১) ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রশ্নসকল, (১২) ধর্ম্ম ও সভ্যসমাজ, (১৩) ধর্ম্ম ও মানব প্রীতি, (১৪) খৃষ্ট জগতের ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, (১৫) খৃষ্টজগতের ধর্ম্মের পুনর্ম্মিলন, (১৬) সমুদায় মানব পরিবারের ধর্ম্মসম্মিলন, (১৭)ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্ম্মে পূর্ণ ধর্ম্মের মূলসূত্র যাহা স্বীকৃত ও বিবৃত হইয়াছে।

রচনা পারিতোষিক—আগামী ১লা মার্চ্চের মধ্যে "শিশুপালন বা পিতৃ-ভক্তি" দুইটীর অন্যতর বিষয়ে রচনা বঙ্গমহিলা মাত্রেই লিখিয়া প্রেসিডেন্সী সার্কেলের স্কুল ইনস্পেক্টরের আফিসে পাঠাইতে পারেন। ইহা ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা। এবার ৮০ টাকা করিয়া দুইটী পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

প্রহেলিকার উত্তর—শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনীতে যে প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণ তাহার উত্তর দিয়াছেনঃ—শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় বহরমপুর, শ্রীমতী সত্যবতী দেবী ফতেগড়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী নোয়াখালি, অবনীপ্রসাদ নিয়োগী ময়মনসিংহ ও শ্রীমতী অছি-মন্নেসা খাতুন ছিদ্দিকা হবিবগঞ্জ। মৃণা-লিনীর উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর।

বামাবোধিনীর মহোৎসব।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব উপ-লক্ষে গত ২০এ ভাদ্র সোমবার সিটী কলেজ গৃহে ইহার হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধুদিগের এক বৃহৎ সম্মিলন হয়। প্রায় সহস্র ব্যক্তির সমাগমে কলেজ হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয় চলৎ-শক্তিহীন হইয়াও উৎসাহভরে আসিয়া উপ-স্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ছিলেন। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম এ এবং আরও অনেকগুলি বিদুষী রমণী মহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী হারমো-নিয়ম সহকারে গীত হয়। বেথুন বিদ্যা-লয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ও ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অতি সুস্পষ্ট সুমধুর স্বরে গান করিয়া শ্রোতৃগণের

চিত্ত মোহিত করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী হারমোনিয়ম বাদন করেন।

সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গাও জয় জগদীশ জয়, জয় জগদীশ-জয়।
আজি আনন্দ উৎসবে,
ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
আনন্দে উৎফুল্লমন, প্রফুল্লহৃদয়।
অজ্ঞানা অবলা হীনা,
কারাবন্দী পরাধীনা,
কত দীনা বঙ্গাঙ্গনা বর্ণন না হয়;
দুর্ব্বলের যিনি বল,
দুঃখীর চিরসম্বল,
মুখ তুলে চেয়েছেন হইয়ে সদয়।
কে জানিত বল কবে,
অন্ধজনে চক্ষু পাবে,
মৃত দেহে জীবনের হইবে উদয়;
আজি নারী নরসাথে,
চলেছে উন্নতিপথে,
বাধা বিঘ্ন সব চূর্ণ আর কিবা ভয়?
পিতার প্রেমভাণ্ডার,
সদা অবারিতদ্বার,
সম-অধিকারী তাহে তনয়া তনয়;
এক পদে করি ভর,
কে হইবে অগ্রসর,
দুই পদে চল গতি হইবে নিশ্চয়।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
সুপুত্র সুকন্যা হয়ে,
জ্ঞান ধর্ম্মে নারীনর সাজাও হৃদয়;
যাবে দুঃখ যাবে পাপ,
দূর হবে মনস্তাপ,
মানবসমাজ হবে সুখ শান্তিময়।

তৎপরে সম্পাদক বামাবোধিনীর গত জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে বিধাতার আশ্চর্য্য অপার করুণার জন্য ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ইহার ভাবী জীবনের কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় ইংরাজীতে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং সকলে তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় * "স্ত্রীজাতি, ইহাদের বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য এবং আমাদের পরস্পরের দায়িত্ব।" স্ত্রীজাতি জনসমাজে হীন ও অজ্ঞান বলিয়া অনাদৃত, এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইতেছে না। গ্রীক, রোমান, হিন্দু সকল জাতির বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষ নহেন, কিন্তু স্ত্রীলোক। "সরস্বতীর বরপুত্র" বলিয়া মহাকবি কালিদাসের এত গৌরব। তবে স্ত্রীজাতি উচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী বলিয়া কেন না সম্মানিত হইবেন এবং তাঁহাদের পদতলে বসিয়া জ্ঞানশিক্ষা করিয়া পুরুষগণ কেন না ধন্য হইবেন? পরে তিনি দেখান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিনের এত

* Womanhood; Its Mission at the present day, and our Relative Responsibility.

উচ্চ শিক্ষা যে বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিতেছে না, ইহার প্রকৃত কারণ স্ত্রীলোকদিগের হীনাবস্থা ও শিক্ষাভাব। আমাদের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার প্রভাব আমাদিগের উপরে অসীম, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা নীচ হইয়া থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই নীচ হইয়া যাইব। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক শিক্ষয়িত্রী ও নেত্রী হইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা সুশিক্ষিত, উন্নত, ও মহচ্চরিত্র হইলে গৃহের ও সমাজের মহাশক্তি হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের চরণের দিকে লইয়া যাইবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীজাতি সমাজোদ্ধারে মহাশক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনি পরে বলেন জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই স্ত্রীপুরুষের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। পুরুষগণ ভক্তিহীন জ্ঞানী এবং স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানহীন ভক্তিমতী হইবেন ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে একথা বলিতে পারেন? আপনাদিগকে ও পুরুষজাতিকে উন্নত করা যেমন স্ত্রীলোকের কার্য্য, আপনাদিগকেও স্ত্রীজাতিকে উন্নত করা তেমনি পুরুষজাতিরও কর্ত্তব্য। পুরুষজাতি যে দয়া করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির সহায় হইবেন তাহা নহে, ইহা করিতে তাঁহারা ন্যায়তঃ বাধ্য। ইহা না করিলে তাঁহারা ঘোর অপরাধে অপরাধী ও সেই অপরাধের ফলভোগী হইবেন।

পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া প্রদর্শন করেন যে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ স্ত্রীশিক্ষার পথ একটু প্রসারিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কার্য্য এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। সুশিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যায়। অসংখ্য অসংখ্য রমণী এখনও প্রকৃত জ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত ও উন্নত করিতে না পারিলে আমাদের সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির আশা নাই। তিনি কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যে এখন ইংলণ্ডে যে কিছু সংস্কার ও জনহিতৈষণার কার্য্য হইতেছে, তত্রত্য সুশিক্ষিতা মহিলারা তাহার তলে তলে রহিয়াছেন এবং পার্লেমেণ্ট ও ইংরাজ সমাজকে তাঁহারাই চালাইতেছেন। আমাদের রমণীগণ শিক্ষিতা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ সমাজের মহাশক্তি হইবেন। বামাবোধিনীর তিনি একজন বহুদিনের লেখক এবং ইহার সঙ্গে একীভূত, এজন্য ইহার গুণের কথা না বলিয়া তিনি ইহার কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলেন। আজি কালি সভাসমিতি, স্ত্রীবিদ্যালয়, পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার যে সকল কার্য্য হইতেছে, এক সময় বামাবোধিনী একাকী সে সকল কার্য্য করিয়াছেন। বামাবোধিনী পয়ঃপ্রণালীর মত নানাবিধ

জ্ঞান অন্তঃপুরের অতি নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল ইনি এই কার্য্যে রত থাকিয়া ঈশ্বর কৃপায় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সামান্য আনন্দ ও গৌরবের বিষয় নহে।

ইহার পর বামাবোধিনী সম্পাদক বক্তাদ্বয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া সভাস্থ সকল বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের অধিষ্ঠানে সভার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করেন। লাহিড়ী মহাশয় বাক্য অপেক্ষা তাঁহার ভাব ভঙ্গীদ্বারা তাঁহার অন্তরের গভীর আনন্দের পরিচয় দেন এবং স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ দিয়া এক একটী করিয়া উপস্থিত সকল মহিলাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সভার কার্য্য অতি আনন্দের সহিত সমাহিত হয়। সভার আরম্ভে রঙ্গিন কাগজে মুদ্রিত সঙ্গীত সকলকে প্রদত্ত হয়, সভা ভঙ্গ সময়ে পুষ্পস্তবক বিতরণ করিয়া সভাস্থগণকে বিদায় দান করা হয়। জগদীশ্বর করুন্ বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপ সম্মিলন সুখ উপভোগপূর্ব্বক তাঁহার করুণা ও মহিমার যেন সাক্ষ্যদান করিতে পারেন।

বালক আকবর এবং গুলবিবি।

মোগল সম্রাট হুমায়ুন স্বজাতীয় বৈরিবর্গের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যখন করাচী হইতে আটকাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতী অমরকোট নগরে সেই সময়ে আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ুনের কনিষ্ঠ সহোদর এবং একজন বৃদ্ধাদাসী বালক আকবরের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এক বর্ষকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে, খুলতাতের মৃত্যু হওয়াতে আকবরের আহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ভার ঐ দাসীর হস্তে সম্যক্ প্রকারে ন্যস্ত হয়। বৃদ্ধাকে সকলে গুলবিবি বলিয়া সম্বোধন করিত। গুলবিবি মিসর দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত যবন বণিকের দ্বিতীয়া কন্যা; ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে আজি মোগল রাজপ্রাসাদে দাসীত্বে নিযুক্তা। হুমায়ুন ইহাকে প্রধানা দাসীপদে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দাসীর ন্যায় কখনই ব্যবহার করিতেন না। স্বভাব, সুশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য গুলবিবি মোগল সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দাসীর অধীনে পালিত হইয়া আকবরের বুদ্ধি ও শিক্ষায় এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল যে, আবুল ফজল গুলবিবিকে "আকবরের মাতা এবং শিক্ষা গুর্ব্বী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

গুলবিবির নিকটেই বালক আকবরের পারস্য ও আরব্য ভাষার শিক্ষা হয় এবং তাঁহারই যত্নে তাঁহার স্বভাবের সৌন্দর্য্যও বিকশিত হয়। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত মহামতি আকবর যে সকল অনন্যসাধারণ গুণ দ্বারা ভারতকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বৃদ্ধা গুলবিবিই তাহার মূল। স্ত্রীবুদ্ধি বিকৃত হইলে যেমন প্রলয়ঙ্করী, সুমার্জিত হইলে তেমনি শুভকরী। শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা রমণীর হস্তে বালকের ভার ন্যস্ত হইলে বালকের ভবিষ্য জীবনের এতদূর উন্নতি হয়, গুলবিবি ও আকবর তাহার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। অতি বাল্যাবস্থাতেই আকবর কিরূপ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা কোনও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পারস্য পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হুমায়ুন বাদসা আপন বৈরিবর্গকে পরাস্ত করিয়া যখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে আকবর এবং গুলবিবি উভয়েই দিল্লীতে আনীত হয়। হুমায়ুন আকবরকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন এবং সততই আপনার চক্ষুর সম্মুখে রাখিতেন। ক্রমে আকবরের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইলে, রাজবিধি, বিচার এবং ন্যায় শিক্ষা দিবার জন্য, হুমায়ুন কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগের বিচার ভার আকবরের হস্তে ন্যস্ত করিতেন।

এক দিবস হুমায়ুন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপরাহ্নে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্ষত্রিয়জাতীয় এক হিন্দু বণিক্ সসম্মান সেলাম করতঃ সম্রাট্ সমীপে এই বলিয়া নিবেদন করিল যে, "মহাত্মন্"! আপনার ধর্ম্মময়ী নগরী মধ্যে এ পর্য্যন্ত কাহারও একটি কপর্দ্দকও অপহৃত হয় নাই, কিন্তু পঞ্চসহস্র রৌপ্য মুদ্রা বঞ্চনা করিয়া একব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে; আমি তিন মাস কাল ব্যাপিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই আমার চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই। আপনি কৃপা না করিলে আমি ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যাইব।" সম্রাট হুমায়ুন এই অভিযোগের বিচারের ভার বালক আকবরের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

যথাসময়ে ক্ষত্রিয়জাতীয় বণিক্ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া অভিযোগমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বিষয় এইরূপে বর্ণন করিল :— "মহাত্মন্! আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মে হিন্দু এবং ব্যবসায়ে বণিক্। গত বৎসর কোনও দূরদেশে সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার অভিলাষে দিল্লী পরিত্যাগ করি। দিল্লী নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে আমার গৃহে ৫ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা ছিল, আমি ঐ মুদ্রা আমার স্বজাতীয় একজন মহাধনী এবং বিখ্যাত বণিকের বাটীতে জমা রাখিয়াছিলাম। একটি সুবৃহৎ কার্পেট বন্ধন (ব্যাগ) মধ্যে মুদ্রা

সমূহ রক্ষা করিয়া উহা দিল্লীর নির্ম্মিত কঠিন তালা দ্বারা বন্দ করা হইয়াছিল; তদনন্তর লোহিতবর্ণের স্থূল বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা গালিচা-বন্ধনটিকে সুন্দর ও কঠিন রূপে আবৃত করিয়া চারিদিকে সেলাই করিয়া দিয়াছিলাম, ঐ সেলাইয়ের উপরে পারস্য ভাষায় আমার নামের মোহরটিকে লাক্ষা সহযোগে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলাম। বহুদিন পরে আমরা তীর্থদর্শন করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয় বণিক্ মহাশয় সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং পরদিবসে তোমাদের গচ্ছিত দ্রব্য নিরাপদে পুনর্গ্রহণ কর" বলিয়া আমাদের হস্তে ঐ গালিচা-বন্ধনটিকে প্রত্যর্পণ করেন। ব্যাগ খুলিয়া বিস্ময় ও বিষাদের সহিত দেখিলাম, উহার সেলাই, লাক্ষামোহর প্রভৃতি সমুদায় ঠিক্ আছে, কিন্তু অভ্যন্তরে রৌপ্য মুদ্রা নাই, কেবল কতকগুলি যমুনানদীর তীরদেশসংগৃহীত শুভ্রবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড! ওজন করিয়া দেখিলাম, গচ্ছিত ব্যাগের ওজন এপর্য্যন্ত ঠিক্ আছে, রতি মাষা কম নাই!! মহাত্মন্! এই অপূর্ব্ব বঞ্চনা দ্বারা আমার আত্মীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিচারালয়ে অপরাধীর দণ্ড এবং আমার অপহৃত অর্থের পুনরুদ্ধার না হইলে আমার জীবন ধারণের ভরষা নাই।" বালক আকবর, অভিযোক্তার সমুদয় কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, "যত শীঘ্র পারি, তোমার অর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া প্রকৃত অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।" বণিক্ সন্তোষ সহকারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে, অন্যতম ক্ষত্রিয় বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই অভিযোগ সম্বন্ধে কি বলিতে ইচ্ছা কর?" বণিক্ বলিল, "মহাত্মন্! লাক্ষার মুদ্রাঙ্কন, ওজন, সেলাই, আবরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সুন্দররূপে সংরক্ষিত; ওজনের এক রতি মাষা ন্যূন নাই; বোধ হয় ঐ দুষ্ট ক্ষত্রিয় আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য প্রোক্ত কার্পেট বন্ধনে প্রস্তর স্থাপন করিয়া, পঞ্চ সহস্র মুদ্রার মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।" আকবর, ইহাকেও সান্ত্বনা করিয়া সহাস্যবদনে বিদায় দিলেন।

এইরূপে একপক্ষকাল অতিবাহিত হইলে, এক দিবস মধ্যাহ্নকালে বালক আকবর সম্রাট হুমায়ুনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক ক্ষুদ্র শাণিত ছুরিকা দ্বারা পিতার পরম রমণীয় বহুমূল্যবান্, পুরাতন অথচ সুবৃহৎ উপাধানটিকে (বালিস) স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ গোপনে তাহার মধ্যদেশের সামান্য অংশ কর্ত্তন করিয়া দিলেন। এই বালিসটি সম্রাট বাবরের সমসাময়িক; সম্রাট্ ভিন্ন কাহারও ইহাতে শরীর স্পর্শের অধিকার ছিল না। বালিসের সেলাই এমন চমৎকার ছিল যে, এত বর্ষ বিগত হইয়া গিয়াছে,

তবুও যেন ইহা সম্পূর্ণ নূতন। আকবর ইহা কর্ত্তন করিয়া, গুলবিবির নিকটে গমন করতঃ কহিলেন যে, আমি কোনও কারণে পিতা মহাশয়ের প্রিয় বালিসটি কাটিয়া ফেলিয়াছি; কল্য প্রাতে কাছারীর সময়ে সম্রাট শিরোধানের এরূপ অবস্থা দেখিলে আমার উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। মাতঃ! আমি এমন একজন কার্য্যকুশল চতুর দর্জী চাই, যে ব্যক্তি খুব কৌশল সহকারে সেলাই করতঃ এই বালিসকে পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিতে পারে।

গুলবিবি কেবল প্রাসাদের সমাচারে অভিজ্ঞ ছিলেন এমত নহে, দিল্লী নগরীর সমগ্র অংশ তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি আকবরকে বলিলেন "এই সহরে কেবল এইরূপ একজন মুসলমান দর্জ্জী আছে, যে ব্যক্তি তোমার অভিলাষ পরিপূরণ করিতে পারে।" গুলবিবি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দর্জ্জী আসিয়া শিরোধানের সেলাই ক্রিয়া এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলসহকারে সম্পন্ন করিল যে, বালিসের ছিন্নতা আর সহজে দেখা যায় না অথচ ওজনও পূর্ব্বের মত ঠিক্ রহিল।

বালক আকবর, দর্জ্জীকে গোপনে এক গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন এবং বহু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কার্পেটবন্ধনের সেলাই শিখাইতে পার কি?" দর্জ্জী দিল্লীর অধিবাসী, সুতরাং বণিকের অভিযোগ সম্বন্ধে সহরে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সম্রাটপুত্রের কথার মর্ম্মে দর্জ্জী তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। আকবর দোষী বণিকের যথাবিধি দণ্ড দিলেন এবং নির্দ্দোষী বণিকের হস্তে পঞ্চসহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে গুব্বী গুলবিবির গৃহে গমন করিলেন।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে একটি মহৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলে পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোক সমাজের অর্দ্ধাংশ এবং পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, স্ত্রীলোকের উন্নতি না হইলে পুরুষ এবং পুরুষ সমাজের উন্নতি অসম্ভব। সামান্যা দাসীকর্ত্তৃক লালিতা ও পালিতা হইয়া যদি আকবরের ন্যায় মহাপুরুষের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে না জানি হতভাগ্য ভারতের সমগ্র নারীসমাজ শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা হইতে পারিলে ভারতের ভাগ্যচক্র কি অসাধারণ সুন্দর শক্তি ধারণ করে!

বাঙ্গালা প্রবচন।

ল।

১। লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

২। লঙ্কাকাণ্ড।

৩। লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রি,
নিয়ে এলেন হরিদ্রি।

৪। লঙ্কায় রাবণ মলো,
বেউলো কেঁদে রাঁড় হলো।

৫। লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।

৬। লজ্জা নাহি যায়,
রাজা হারে তায়।

৭। লজ্জা নারীভূষণং।

৮। লম্বা কোঁচা ফতো জারি।

৯। ললাটের লেখা বল
কে খণ্ডিতে পারে?

১০। লক্ষ বাঁটুল পক্ষ তীর,
তবে হয় হাত স্থির।

১১। লক্ষ্মণের মত দেবর হোক্।

১২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

১৩। লক্ষ্মী আসতে কি দুওরে আগড়?

১৪। লক্ষ্মী চঞ্চলা।

১৫। লক্ষ্মীছাড়ার ঝক্কি বড়।

১৬। লক্ষ্মীর পো ভিক্ষে মাগেন।

১৭। লক্ষ্মীর বরযাত্র।

১৮। লক্ষ্মীর বেটী ফক্কী।

১৯। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

২০। লাউ শাকের বালি,
আর অন্তরের কালি।

২১। লাখ কথা না হলে বে হয় না।

২২। লাখ কথার এক কথা।

২৩। লাখ টাকা লাখ টাকা,
ছকুড়ী দশ টাকা।

২৪। লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।

২৫। লাগে তীর না লাগে তুক্ক।

২৬। লাজের মাথায় পড়ুক বাজ,
সার গিয়ে আপনার কাজ।

২৭। লাজে বৌ ভাত খান না,
চাল্‌তা হেন গ্রাস।

২৮। লাজ নাইকো যার,
রাজা হারে তার।

২৯। লাট সাহেব!

৩০। লাঠির আগে ভূত ভাগে।

৩১। লাড়ার মার ভাঁড়া।

৩২। লাথি মেরে পায়ে গড়।

৩৩। লাথি চড়ে নাহি লাজ,
আমার নাম কবিরাজ।

৩৪। লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

৩৫। লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে?

৩৬। লাফয়ে চাঁদ ধরা।

৩৭। লাভ লোকসান জেনে,
চাষ করে না সোনার বেণে।

৩৮। লাভের গুড় পিপড়ে খায়।

৩৯। লিখিলে পড়িলে মরিবে দুঃখে,
মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে।

৪০। লুকয়ে খেলে শুকয়ে যায়।

৪১। লুণ খাই যার, গুণ গাই তার।

৪২। লুণ আন্তে পান্তা ফুরাল।

৪৩। লেখা পড়া ঘণ্টা নাড়া।

৪৪ । লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই ।
৪৫ । লেখা পড়া যেমন তেমন
কপাল মাত্র গোড়া ;
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ান,
রামা চড়ে ঘোড়া ।
৪৬ । লেঙ্‌টার ঘরে চুরি ।
৪৭ । লেজ ধরে সিন্ধু পার ।
৪৮ । লেজে পা দেছে ।
৪৯ । লেবু টেবু সব আছে ।
৫০ । লেবু রগড়ালেই তিত ।
৫১ । লোক দেখানে ভালবাসা,
ভাদ্র মাসের কচি শশা ;
দেখলে তারে হয় লোভ,
খেলে পরে পিত্তের কোপ ।
৫২ । লোকে বলে আছ ভাল,
সালুক খেয়ে দাঁত কাল ।
৫৩ । লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ।
৫৪ । লোহা জব্দ কামার বাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুর বাড়ী ।
৫৫ । লোহার কার্ত্তিক ।
৫৬ । লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদি পুড়ে মরে ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আজি ভারতে ভালবাসার বড় "টানা টানি" পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহাই হউক, ভারতের পক্ষে ইহা হাসিয়া উড়াইবার কথা নহে। —সদ্ভাবের কীর্ত্তিমন্দির, অমায়িকতার শিক্ষাগৃহ, প্রেমের আনন্দমঠ ভারতভূমি আজি যে ভালবাসা হারা হইয়াছেন, ইহা হাসিবার কথা নহে ; প্রেমময়ী ভারত ভূমি আজি যে বিবাদের রাজ্য, ইহা বড় সর্ব্বনাশের কথা। যে দেশে ভ্রাতৃ-ভগীভাব শিখাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্ম হইয়াছিল, সে দেশে নানা রকমের বিবাদ! সে দেশে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ। সকলের ধর্ম্মেই বলিতেছে "দেবতায় ভক্তি কর, সংযতেন্দ্রিয় হও, সত্যপ্রিয় হও, পরোপকারে আত্মোৎসর্গ কর"—প্রভেদ নাই এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রধান নীতি গুলির যখন সামঞ্জস্য আছে, তখন বিবাদ "অপরিহার্য্য" নহে। ভারতে পরস্পরের সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়াও বিবাদ ; সকলেরই কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলিতেছে "যাহা সত্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, যাহা জনসমাজের হিতকর, তাহাই গ্রহণীয়" তথাপি দারুণ বিবাদ। আজি ভারতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রুটি ধরিয়াও পরস্পরে বিবাদ। পারিবারিক ঘটনা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক সময়ে তুচ্ছ বিষয়—যাহা এক কথায় মীমাংসা হইতে পারে, এ রকম তুচ্ছ বিষয় লইয়াও গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান ভারতবাসীর সামাজিক বিবাদ বা জাতীয় বিবাদের মূলেও অনেক সময়ে

সেইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা পরিলক্ষিত হয়! জগতের নরনারী সকলেই এক বিশ্বমাতার সন্তান, মা'কে যিনি যেমন করিয়া ডাকিতেছেন, তাঁহার সেই ডাকই মা'র চরণে পৌছিতেছে, তথাপি ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে দারুণ বিবাদ। এ-বিবাদ স্নেহভাবে ত্রুটি বুঝাইয়া দেওয়া নহে, এ বিবাদ ভাল বাসিয়া দোষ সমালোচনা নহে, এবিবাদ কোনও মঙ্গলের আশয়ে নহে, কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া বিবাদ!—তীব্র গালি, মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ, নিদারুণ বিবাদ! কোথায় বা সেই ভ্রাতৃভগ্নীভাব আর কোথায় বা এই সাপত্ন্য ঈর্ষ্যা! কোথায় বা সেই সদ্ভাব আর কোথায় এই শত্রুতা! লিখিতে লজ্জা করিতেছে কত জ্ঞানী ব্যক্তি—লোকে যাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি, এই বিবাদের পক্ষসমর্থক, পৃষ্ঠপোষক অথবা স্বয়ং প্রবর্ত্তকরূপে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন!! জ্ঞান যদি সুনীতির পোষক না হইল, তবে সে জ্ঞান "ভারবহন" মাত্র; বিশেষতঃ অজ্ঞান মূর্খের অপরাধ অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির দোষই অধিকতর গ্রহণীয়।

এই সকল শোচনীয় ঘটনার আনুষঙ্গিক কারণ যতই থাকুক না, প্রধানতঃ পরস্পরের ভালবাসার অভাবেই এ সকল বৈষম্য। কেহ যে কাহারও হৃদয় বোঝেন না, কেহ যে কাহারও অবস্থা ও উপযোগিতা বিবেচনা করেন না, কেহ যে কাহাকে সহানুভূতি দিতে পারেন না, সে কেবল ভালবাসা নাই বলিয়া। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ভ্রম কি ত্রুটি দূরে যাউক, সে যদি প্রকৃত দোষী হয়; তথাপি সে ক্ষমা পাইয়া থাকে—এ ক্ষমা পক্ষপাতিতা নহে; দোষীকে ভাল বাসিলেই দোষের "ইতিবৃত্ত" বুঝিতে পারা যায়, দোষীর হৃদয়ে ও ঘটনাবলীতে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়, "তাহার অবস্থায় পড়িলে এরকম দোষ অনিবার্য্য" একথা স্বতঃই মনে আসিবে। তখন ক্ষমা করা অতি সহজ। শুধু ক্ষমা নহে, দয়া, বিনয়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ এ গুলিতো ভালবাসা হইতে জন্মে; নচেৎ এ জগতে কে কার? সকলেই স্বার্থপরতায় অন্ধ, হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারের ফলে কেবলই বিবাদ, কেবলই শত্রুতা। তাই বলিতেছি সকলেই যদি সকলকে ভাল বাসেন, সকলেই যদি সকলকে বিশ্বজননীর সন্তান বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এ সকল শোচনীয় ঘটনার পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন সদ্ভাব সকলের আয়ত্ত হয়, এই মানবরাজ্য দেবরাজ্য বলিয়া অনুভূত হয়।

একথা তুমি আমি বুঝিতেছি, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, সিসিরোর বাগ্মিতা, কোমতের দর্শন, মিলের যুক্তি যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লীন ছিল, তাঁহাদের জাতিদের অস্তিত্ব যখন জগতের সভ্য জগতের অজ্ঞাত ছিল, তখন ভারতীয় আর্য্যগণ এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়া সর্ব্ব

সাধারণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট করিতে, তাহাদিগকে বিশ্বজনীন সদ্ভাবে অভ্যস্ত করাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাই এক একবার ভরসা হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলে বুঝি বা ভারতের লুপ্ত প্রায় সদ্ভাব আবার ফিরিয়া আসিবে! তাই ভরসা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলে বুঝি বা সকলেই ভাই, সকলেই ভগিনী হইবে! বুঝি প্রেমসাধক আর্য্যগণের মহামন্ত্র ব্যর্থ হইবে না। বুঝি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্ম নিষ্ফল হইবে না!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সদ্ভাবের পরিণতির অবস্থাকে প্রেম বলে। বলিয়াছি যেমন কলিকা ও ফুল, সেইরূপ সদ্ভাব ও প্রেম। সদ্ভাব হইতে পর আপনার জন হয়, প্রেম হইতে পর প্রেমিক নিজেই! সদ্ভাব বলেন "এই জগতে যত নর নারী সকলেই এক মায়ের সন্তান;" প্রেম মানবকে বলেন "এ যত মানব দেখিতেছ, এ সব তুমিই"! "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই হইল সদ্ভাবের কথা, আর "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই হইল প্রেমের কথা! হৃদয়ে হৃদয়ে যে একটুকু ব্যবধান, প্রেম তাহা সহিতে পারে না, প্রাণে প্রাণে যে একটুকু প্রভেদ, প্রেম তাহা সহিতে পারে না। সদ্ভাব সকলের মুখে হাসি দেখিতে চায়, সকলের বুকে সুখ দেখিতে চায়! প্রেমিক নিজে সন্ন্যাসী ভিখারী হইয়া পরের সুখ বাড়াইতে চায়! প্রেমিক বুদ্ধ—প্রেমিক চৈতন্য কিসের জন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন? প্রেমময়ী মীরা বাই—করমেতো বাই কিসের জন্য পথের ভিখারিণী হইয়াছিলেন? কেবল প্রেমের জন্য। প্রেমিক বিশ্বেশ্বরকে—এই অনন্ত বিশ্বের সম্রাটকে আপনার বুকের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিক পঞ্চভূতের সমষ্টিও নহে, ইন্দ্রিয়ের—একাদশ ইন্দ্রিয় অধিকারীও নহে; প্রেম, কায়মনোবাক্যে প্রেমিককে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছে, প্রেমিক সেই ঈশ্বরের। প্রেমের সহিত ধর্ম্মের মিলন অপরিহার্য্য। ধার্ম্মিক বলিতে প্রেমিক বুঝায়, প্রেমিক বলিতে ধার্ম্মিক বুঝায় একথা তুমিই বুঝিয়াছিলে, হিন্দু আর্য্য তুমিই বলিয়া গিয়াছ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

অর্থাৎ "ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখেন" ইহাই প্রেমের চরমোৎকর্ষ! এমন স্বর্গীয় কথা যে জাতি বলিয়াছেন, সে জাতি মানব কি দেবতা, পাঠক পাঠিকা স্বয়ং তাহার বিচার করুন।

প্রকৃত পতিপ্রাণা রমণী সপত্নী-সন্তানকে "পর" ভাবিতে পারেন না, স্বামীর সন্তান বলিয়া, স্বামীর ধন বলিয়া তাহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন; সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক কোনও ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া, কোনও সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলিয়া,

ঘৃণা বা অবহেলা করিতে পারেন না!— সকল মানব ঈশ্বরের সৃজিত বলিয়াই তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন; শত্রুতা কি বিদ্বেষ বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, প্রেমিক তাহার অস্তিত্ব অবগত নহেন। বিশ্বপ্রেমিক দেবতা যীশুখৃষ্ট মৃত্যু কালে প্রাণহন্তাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, বিশ্বপ্রেমিক দেবতাগণেরই এ কার্য্য সম্ভবে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের কথা অনেকেই জানেন; প্রহ্লাদ হরিভক্ত ছিলেন বলিয়া অধার্ম্মিক পিতা হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের প্রতি পাশব অত্যাচার করেন; কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় প্রহ্লাদের কোনও অনিষ্ট হইল না; হরিভক্ত প্রহ্লাদ, পিতৃরূপী অসুরের সহস্র চেষ্টাতেও মরিল না। মরিল না কেন?—যিনি তোমার আমার মত অভক্ত অকৃতজ্ঞ মানুষগুলাকে আপনা দিয়া সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষার্থে তিনিই সহায় হইলেন, তাই প্রহ্লাদ মরিল না। ইহাতে হিরণ্যকশিপু অধিকতর কুপিত হইয়া পুরোহিতদিগকে আদেশ দিলেন প্রহ্লাদকে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে। পুরোহিতেরা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, সেই পাঠ্য মন্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নি হইয়া প্রহ্লাদের পরিবর্ত্তে দুরাশয় পুরোহিতগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদতো হিংসাপরায়ণ মানব নহেন যে শত্রুর বিপদে আনন্দ উপভোগ করিবেন। প্রহ্লাদ মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন কিনা, জগদীশ্বরের চরণে আপনা উৎসর্গ করিয়া প্রহ্লাদ "আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে" দেখিতেছেন কিনা, তাই এ "শোচনীয়" দৃশ্য দেখিয়া প্রহ্লাদের বুক ফাটিয়া গেল, প্রহ্লাদ কাতর কণ্ঠে তাঁহার প্রাণের হরিকে, ডাকিতে লাগিলেন।—

"সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্রূপ! জগৎস্রষ্টঃ! জনার্দ্দন!
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্ মন্ত্রপাবকাৎ॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষো হপি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ॥"

কি অমৃতময় কথা! যে কেহ প্রহ্লাদের জীবন বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, প্রহ্লাদ তাহাদের কাহাকেও শত্রু জ্ঞান করেন নাই। প্রহ্লাদের জীবনবিনাশে সঙ্কল্পকারী পুরোহিতগণের জীবন ভিক্ষার্থে প্রহ্লাদের এত দীনতা। প্রহ্লাদ প্রেমিক বলিয়াই এ সব কথা বলিতে পারিয়াছেন, প্রেমে মানুষের "মনুষ্যত্ব" ঘুচিয়া যায়, মানুষ দেবতা হয়!

কিন্তু আগে সদ্ভাব চাই। কলিকা না হইলে ফুলের বিকাশ হয় না; সদ্ভাব অভাবে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ হইবেই হইবে। সদ্ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হইতে না পারিলে প্রেম-সাধক হওয়া যায় না।

প্রেমে সাধারণের অধিকার নাই—সদ্ভাবেই সাধারণের অধিকার। সদ্ভাবের অনুশীলনে সাধারণের সাধারণত্ব ঘুচিয়া যখন বিশেষত্ব জন্মে, তখন তাঁহারা প্রেমের সাধক হইতে পারেন। প্রেম সাধারণের ধারণার অতীত। মহাপ্রাণ দূরদর্শী আর্য্যগণ এই কারণেই ব্রত প্রথা প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্রত প্রথা, অন্ধভাবে গ্রহণ করিলে কোনও ফল হয় না—যদি আমরা চক্ষুষ্মান্ কি চক্ষুষ্মতী হইয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহাতেই কতক দূর "মনুষ্যত্ব" শিক্ষা পাইতে পারি। এজগতে প্রহ্লাদ দধিচ ক্বচিৎ জন্মগ্রহণ করেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বা বিদ্যাসাগর মহাশয় দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তোমার আমার মত "হরে, পুঁটীর" মত অসঙ্খ্য মানব নিত্যই জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমরা—সাধারণ নর নারীগণ যাহাতে "হৃদয়" লাভ করিতে পারি—এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ হৃদয়ে যাহাতে "সমগ্র জগৎ এক পরিবার" এই বিশ্বজনীন সদ্ভাব ধারণা করিতে পারি সেই অভিপ্রায়ে আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও কি সুরুচিপ্রাপ্ত দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তক আর্য্যগণকে "কুসংস্কার প্রবর্ত্তক" বলিয়া মনে করেন? এখনও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব—নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলন করিতে বিরত থাকেন? এখনও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে "কুসংস্কার" মনে করিয়া ভাই ভগিনী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে পর হইয়া রহিবেন? প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! এমন কাজ তুমি কখনই করিও না, এমন অমূল্যনিধি হেলায় হারাইলে আমাদেরই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, আমাদেরই মনুষ্যত্ব লাভ হইবে না। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় য়িহুদী।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বোগদাদ, বুশায়ার এবং অন্যান্য কয়েকটী আরবীয় প্রদেশ হইতে বিংশতি জন য়িহুদী সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করে। এক্ষণে ভারতে যে সকল য়িহুদী দেখা যায়, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহাদিগেরই বংশ। পৃথিবীর অনেক দেশে য়িহুদীরা রাজা ও দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকে, এই জন্ত অনেক য়িহুদী এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। অপর রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিষ শাসনাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীনতা ও শান্তি উপভোগ করিতে পারিবে এই বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া উক্ত বিংশতি জন য়িহুদী এদেশে আগমন করে। বোম্বাই নগর ভারতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী নগর নগরীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান

এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়াতে ঐ নগর হইতে বিভিন্ন দেশ প্রদেশের সহিত আমদানী রপ্তানি করিবার বিশেষ সুবিধা, এইজন্য উহারা ঐ নগরেই প্রথমে বসতি করে। য়িহুদী জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য কার্য্যে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, সুতরাং এই ভারতপ্রবাসী য়িহুদীগণ অচিরাৎ বাণিজ্যকার্য্যে যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ক্রমে ইহারা একদিকে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ এবং অপর দিকে মিসর, ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ভারতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি এবং তত্তৎদেশ হইতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে আরম্ভ করিলেন। চীনদেশে অহিফেন রপ্তানি করার কার্য্য ক্রমে ইহাদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিল। অহিফেন ব্যবসায়ে ইহাদিগের উদ্যম, কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতার প্রমাণ পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইহাদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে এই য়িহুদীদিগের বংশ ভারতের অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আজকাল ভারতের অনেক প্রধান নগরে প্রায়ই দু চারি জন য়িহুদী দেখা যায়, কিন্তু বোম্বাই ও কলিকাতাই ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান।

ভারতবাসী য়িহুদীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী প্রাচ্য য়িহুদী, দ্বিতীয় শ্রেণী বেনি-ইজ্‌রেল, এবং তৃতীয় শ্রেণী কোচিন্‌ য়িহুদী নামে খ্যাত। প্রাচ্য য়িহুদীগণই উচ্চশ্রেণীর য়িহুদী বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা য়িহুদী জাতির ব্রাহ্মণ। ধনে, মানে, বিদ্যায় য়িহুদী সমাজে ইহাঁরাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রায়ই ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। বেনি-ইজ্‌রেল্‌ য়িহুদীগণ মধ্যশ্রেণীভুক্ত। ইহারা খুব পরিশ্রমী ও কার্য্যপটু। এই শ্রেণীর অনেক য়িহুদী হিন্দুর পরিচ্ছদ ও বেশভূষার অনুকরণ করিয়া থাকেন। নিম্নতম শ্রেণীর য়িহুদীগণই কোচিন্‌ য়িহুদী নামে খ্যাত। ইহারা অশিক্ষিত এবং অপর দুইশ্রেণী য়িহুদীদিগের ভৃত্য ও পাচকের কার্য্য করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভারতীয় য়িহুদীগণ ইয়োরোপীয় য়িহুদীগণের ন্যায় ইয়োরোপীয়দিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার অনুসরণ করে না। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার যে আতিশয্য দেখা যায়, তাহা ইহাদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। অবিবাহিত যুবক ও অবিবাহিতা যুবতী বিবাহার্থী হইয়া আলাপ পরিচয় করিবার রীতি য়িহুদীগণের মধ্যে প্রচলিত নাই। হিন্দুদিগের ন্যায় পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরাই পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। পূর্ব্বানুরাগ (কোর্টসিপ্‌) প্রথা ইহারা ঘৃণাকর বিবেচনা করে।

যৌবন বিবাহ প্রচলিত থাকাতে পাত্র ও পাত্রী উভয়েই সম্মতি দান না করিলে ইহাঁদিগের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। য়িহুদী দিগের বিবাহপদ্ধতি খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহ পদ্ধতির অনুরূপ, তবে কোন কোন বিশেষ বিশেষ পার্থক্যও আছে। য়িহুদী বিবাহপদ্ধতির একটী নিয়ম এই যে বর ও কন্যা উপাসনালয়ে আচার্য্যের সম্মুখে নীত হইলে বর কন্যাকে একটী স্বর্ণ, একটী রৌপ্য ও একটী তাম্র মুদ্রা উপহার দিয়া বলেন, "মূসা ও ইজরেল প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তুমি আমার সহিত আজ পবিত্র উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে।" যে তিনটী মুদ্রা উপহার প্রদত্ত হয়, তাহা বিশ্বাস, প্রেম ও আশার চিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হয়। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বাস, প্রেম ও আশাপুর্ণ হৃদয়ে দম্পতি কালযাপন করিতে সমর্থ হইবে, এই বাসনার নিদর্শন স্বরূপ উপরোক্ত তিনটী মুদ্রা বিবাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

য়িহুদী মহিলা গৃহকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন। স্নেহ, প্রেম, স্বামিভক্তি এই সকল স্ত্রীজনোচিত গুণে তাঁহারা বিভূষিতা। অশিক্ষিতা হইয়াও তাঁহারা বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন। অশিক্ষিতা হইলে স্ত্রীলোকগণ প্রায় কুসংস্কারের বশীভূত হয়েন, কিন্তু য়িহুদী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কুসংস্কারের আধিক্য দেখা যায় না। বেশভূষা ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্বন্ধে য়িহুদী রমণীগণ যত্নশীলা, কিন্তু অনেকানেক ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা ফ্যাসন লইয়া উন্মত্তা হয়েন না। ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা ও সাদাসিদে ভাব এই দুইটী লক্ষণ দেখা যায়। অতি ধনাঢ্যা য়িহুদী রমণীও পোষাক সম্বন্ধে জাঁকজমক ভাল বাসেন না। ভারতীয় য়িহুদী রমণী গণের মধ্যে একটী কুপ্রথা প্রচলিত দেখা যায়—ইহাঁরা অত্যন্ত ধূমপানপ্রিয়। হুঁকা বা গুড়গুড়ির সহযোগে ধূমপান উভয় য়িহুদী পুরুষ ও রমণী বড়ই ভাল বাসিয়া থাকেন। ইহাঁরা এদেশীয়দিগের ন্যায় তাম্বূলও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাটীতে কোন আত্মীয় বা বন্ধু উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগের ন্যায় পান তামাক না দিয়া ইহাঁরা তাঁহাকে এক পাত্র কাফি পান করিতে দিয়া অভ্যর্থনা করেন। য়িহুদীরমণীগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। য়িহুদী পুরুষগণ যে দেশে বাস করেন, প্রায়ই সেই দেশের লোকদিগের পরিচ্ছদ অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় য়িহুদী পুরুষগণ ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। ভারতীয় য়িহুদী পুরুষ গণ এতদিন মুসলমানদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। য়িহুদী রমণীগণের পোষাক ইয়োরোপীয় ও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদের

সংমিশ্রণ—গাউন, আঙিয়া, জুতা, মোজা ইত্যাদি। অলঙ্কারের মধ্যে হার, বালা, ইয়ারিং ও ক্রচ এই কয়টী য়িহুদী রমণী-গণের অতি প্রিয়। ভারতীয় য়িহুদীগণের মধ্যে একটী অতি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এই যে পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে পুত্রের পিতা তাহাকে দুইমাস কাল পরে প্রথম দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ সময়ের পূর্ব্বে পুত্রমুখ দর্শন করা য়িহুদীগণের মধ্যে অশুভকর বিবেচিত হইয়া থাকে।

য়িহুদীগণের ধর্ম্মজুডাইসম্ (Judaism) নামে খ্যাত। উহা অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। উহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব অনেক পাওয়া যায়। য়িহুদীগণ অতিশয় স্বধর্ম্ম-নিরত। অতি প্রাচীন কাল হইতে য়িহুদী জাতি ঈশ্বরপরায়ণতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম বিশুদ্ধতর, কারণ ইহাতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য দেবতা ও মুক্তিদাতা।

পঞ্চযজ্ঞ।

"পঞ্চযজ্ঞ" নাম শুনিয়া আমার পাঠিকা ভগিনীরা কি ভাবিতেছেন জানি না, আমি কিন্তু যে দিন প্রথম উহা শুনিয়া-ছিলাম সে দিন ভাবিয়াছিলাম, সে কালে যেমন রাজসূয়, অশ্বমেধ, প্রভৃতি যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, পঞ্চযজ্ঞও হয় তো সেই রকম কোনও একটী ক্রিয়া! তার পরে হিন্দুশাস্ত্রের প্রসাদে ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, পঞ্চযজ্ঞের বিষয়ে যাহা ভাবিয়া-ছিলাম, বাস্তবিক তাহা নহে। পঞ্চযজ্ঞ মানবের জীবনের শিক্ষা; এ কালে মা বাপ যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে পাঠাইয়া থাকেন, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ সেই উদ্দেশ্যেই "পঞ্চযজ্ঞ" প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—ইহা হইতে মানবের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে। "পঞ্চযজ্ঞ" কি তাহা পরে বলিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠতম আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমে, আত্ম-সংযম, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি মহদ্গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন ব্যতীত মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুটিত হইতে পারে না। ভগবান্ মানবজাতির শরীর, মন ও হৃদয়ে যে সকল শক্তি ও ভাব দিয়াছেন, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেই যে সমুদয় বিকসিত ও চরিতার্থ হইতে পারে; ভগবান্ মানবজাতির জন্য যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেই সে সমুদয় পালিত হইতে পারে। অতএব মানবজীবনের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনেই তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ

গার্হস্থ্যাশ্রমকেই "জ্যেষ্ঠাশ্রম" বলিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও প্রতীত হয় যে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বর্গের সোপান।

কিন্তু সকল কথা সকলের পক্ষে ঠিক খাটে না। যদি গার্হস্থ্যাশ্রম সকলের পক্ষেই "স্বর্গের সোপান" হইত, তাহা হইলে রামায়ণে রাবণের চিত্র থাকিত না, মহাভারতে দুর্য্যোধনের চিত্র থাকিত না, আমাদের দেশে ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর গৃহস্থগণের চিত্র সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না। অতএব ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে বলা যায় যে, ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বহিতৈষণা উদ্দেশ্যে যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁহারই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করা সফল হয়। সেই গৃহস্থই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার পক্ষে সংসারাশ্রম যথার্থই স্বর্গের সোপান হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতায় অন্ধ, আত্মসংযমে অক্ষম, গার্হস্থ্যাশ্রম তাহার পক্ষে অধঃপতনের পিচ্ছিল পথ, নরকের প্রশস্ত দ্বার*। সে মানব গৃহধর্ম্মের অযোগ্য।

অতএব সাধারণ মানবকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ ও বিশ্বহিতৈষণা ব্রতে দীক্ষিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সনাতন ধর্ম্মবেত্তা সর্ব্বতত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াই গৃহস্থের সুশিক্ষার জন্য বহুবিধ উপায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সকল মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে না; প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে সদা সাধুভাবে উত্তেজিত ও সাধু কার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত জীবনের জন্য জ্ঞান চাই, কর্ম্ম চাই, ভক্তি চাই। এই তিনের সমবায়ে মনুষ্যত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য আর্য্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ কেবল বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবতে শিক্ষা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জ্ঞান যাহাতে কর্ম্ম ও ভক্তির সহিত মিলিত হয়, তাহার জন্য বহুবিধ ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়াদির অনেক গুলিই মানব জগতে চিরস্থায়ী হইতে পারে; কারণ মানব জগৎ চিরদিন যে উন্নতির পিপাসু, আর্য্য ঋষিদিগের অনেকগুলি ব্রত নিয়ম মানব জগৎকে সেই উন্নতিপথেই লইয়া যায়—মানবের মনুষ্যত্ব লাভের সহায়তা করে। আমাদিগের আলোচ্য "পঞ্চযজ্ঞ"ও আর্য্যগণের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, মহাপ্রাণতা ও বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইতে হয়, আর আর্য্যভারত যে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল কিসের জন্য, তাহাও কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়

* হিন্দুশাস্ত্রেও এই কথা বলে; ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখংচেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥

মনুসংহিতা ৩।৭৯।

পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থগণের দৈনিক পাঁচ প্রকার কার্য্য। এই পঞ্চযজ্ঞের নাম, ১ম, ব্রহ্মযজ্ঞ। ২য়, পিতৃযজ্ঞ। ৩য়, নৃযজ্ঞ। ৪র্থ, ভূতযজ্ঞ। ৫ম, দেবযজ্ঞ। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মযজ্ঞং দৈবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাবিধি ন হাপয়েৎ॥"

অর্থাৎ মানব ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ যথাবিধি পালন করিবে—কখনই পরিত্যাগ করিবে না। ইহার পরে পঞ্চযজ্ঞ-ত্যাগী গৃহীকে আর্য্য ঋষিগণ "নরাধম"ও বলিয়াছেন, "নরপিশাচ"ও বলিয়াছেন।

পঞ্চযজ্ঞের কোন্‌টী কি প্রকারে আচরিত হইবে তদ্বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"
মনু, ৩।৭০

অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ *, পিতৃলোকের তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দৈবযজ্ঞ, বলি অর্থাৎ সকল জীবকে আহারদান করাকে ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবাকে নৃযজ্ঞ কহে। এই সকল কার্য্যের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ আচরিত হইয়া থাকে। পঞ্চযজ্ঞের আচরণে গৃহী ও গৃহিণীগণ কি পুণ্য লাভ করিবার যোগ্য হন, আমরা তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম যজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন্। গৃহস্থগণ নিজে নিরেট মূর্খ অথবা লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হইলে পারিবারিক বা সামাজিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা; অন্ততঃ মানবের গার্হস্থ্য জীবন যেরূপ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত, মূর্খ গৃহস্থগণের সেরূপ হইতে পারে না; এই অনিষ্ট নিবারণের আশয়ে আর্য্য ঋষিগণ অধ্যয়নকে দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিয়াছেন (১)। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। নিজের অধীত উপদেশে অন্যের মূর্খতা দূর করাইতেই শিক্ষার সার্থকতা। আর্য্য ঋষিগণের অনেকেই জানিতেন, যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সুশিক্ষিত, সেই সমাজেরই প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে (২)। কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুশিক্ষা, বড় সহজ কথা নহে। সে কাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রম, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। আমরা অগ্রে বলিয়াছি, অধ্যয়ন গৃহস্থগণের অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং গৃহস্থেরা অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের

* মূলে ব্রহ্মযজ্ঞের কার্য্য "অধ্যাপন"ই লিখিত আছে। কিন্তু টীকায় কুল্লূকভট্ট "অধ্যাপনশব্দেনাধ্যয়নমপি গৃহ্যতে" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অধ্যয়ন ব্যতীত অধ্যাপন যে অসম্ভব, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রঃ লেঃ

(১) শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে কি দারুণ পার্থক্য তাহা অনেকেই বোঝেন। তথাপি কেহ কেহ বুঝিয়াও অবুঝ হন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

(২) যে সকল আর্য্য বেদাদি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য বলিতেছি না।

উপরে লোকশিক্ষার ভার অর্পিত হওয়াতে সমাজের বহু ব্যক্তিই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিত। এইরূপ কৌশলেই সমাজে ছোট, বড়, দরিদ্র, ধনী, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সুশিক্ষা লাভ করিত। লোকশিক্ষার এই প্রকার বহুল প্রচারে ভারতীয় আর্য্যসমাজ প্রকৃত পক্ষে উন্নততর উন্নততম হইয়াছিল। এই আত্মশিক্ষা ও লোকশিক্ষা হিন্দু আর্য্য-গণের "ব্রহ্মযজ্ঞ" রূপে প্রতিদিন আচরিত হইত। ব্রহ্মযজ্ঞের আচরণে মানব কি পুণ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, ভরসা করি আমাদের দেশের ভাই ভগিনীরা সে কথা বুঝিয়াছেন।

২য় পিতৃযজ্ঞ—পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। পরলোকগত পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আর্য্য ঋষিগণ গৃহস্থের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন, এ কথা এখনকার কালে অনেকেই বুঝিতে চাহেন না।—তবে ইহলোকবাসী পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদিগের প্রদত্ত জলপিণ্ড যে পরলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমরা কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অবশ্য দিতে পারি না; কিন্তু যে দুইটী কারণে আর্য্যগণ ইহা মানবের "কর্ত্তব্য-কার্য্য" বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা শ্রমসাধ্য নহে। প্রথমতঃ যে সকল ভক্তিমান্ সন্তান পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের জন্য শোকাকুল হন, পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁহারা বিশেষ শান্তিলাভ করিতে পারেন। পিতৃযজ্ঞের আচরণে একদিকে আত্মার অমরত্ব যেমন অনুভূত হয়, অপর দিকে ইহলোকবাসী আত্মীয়ের সহিত পরলোকবাসী আত্মীয়ের সম্বন্ধের দৃঢ়তাও সেইরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। শোকাকুল মানবের পক্ষে এরূপ ঘটনা যে কতদূর শান্তিপ্রদ, ভুক্তভোগিগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কিন্তু পিতৃযজ্ঞের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই হইলে "পিতৃযজ্ঞ" সর্ব্বসাধারণের "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিতে পারিতাম না। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই মানবজগতের অধিকতর কল্যাণ সাধন করে; সেই জন্য ইহা মানবমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলা যায়। সে উদ্দেশ্য এই যে, ভরসা করি সকলেই বুঝিতে পারেন যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অভাবে মানব-হৃদয় মরুভূমিবৎ নীরস হইয়া পড়ে।—কেবল তাহাই নহে, ভক্তিহীন ও কৃতজ্ঞতাবিহীন হৃদয়ে কোনও সদ্গুণও উপযুক্তরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না, মানবপ্রকৃতিও কাজে কাজে গর্ব্ব ও কঠোরতার প্রতিকৃতি স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মানবহৃদয়ের অন্যান্য সাধুভাবের ন্যায় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাও অনুশীলন দ্বারা ক্রমবিকাশ লাভ করে। পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি হইতে মানবহৃদয়ে সেই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদি মানবের ভক্তি-উদ্দীপক ক্রিয়া; মাতা পিতা প্রভৃতি পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে২ মানবের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা

তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ ছুটাইয়া যে সহস্র স্রোতে উথলিয়া উঠে, মানবের অহঙ্কারাদি সকল প্রকার কঠোরতা চূর্ণ হইয়া যায়, এ সকল বিষয় "পিতৃযজ্ঞ"-কারী মানবগণ অবশ্যই বুঝিতে পারেন। আবার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতৃগণের নিকটে গৃহস্থকে যে বর যাচ্ঞা করিতে হয়, তাহাতে প্রকৃত নিঃস্বার্থতা ও পরার্থপরতার অভ্যাস হয়, আমরা দেশীয় ভাই ভগিনীদিগের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচীষ্ম কাঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাম্ নিত্যং দাতা শতং জীবতু॥"

অর্থাৎ পিতৃগণ আমাদিগের নিকটে সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন; আমাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তীর্ণ হউক; দাতাদিগের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হউক; শ্রদ্ধা হইতে আমরা যেন কদাচ বিচলিত না হই; দানের বস্তু আমরা যেন প্রচুর লাভ করি। আমরা যেন প্রচুর অন্ন ও বহু অতিথি লাভ করি। আমরা যেন বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা-পূর্ণ করি; যেন কাহারও নিকটে আমরা কিছু ভিক্ষা না করি; গৃহে অন্ন নিত্যই বর্দ্ধিত হউক; এবং দাতারা চিরজীবী হউন।

ভগবদ্গীতায় যে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রকাশিত, যে ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম অদ্যাপি মানবজগতে প্রচারিত হয় নাই, এই প্রার্থনার ছত্রে ছত্রে সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রতিভাত হইয়া আছে। এই অপূর্ব্ব পিতৃযজ্ঞ মানবের শান্তিবিধান করে, ভক্তি কৃতজ্ঞতার উদ্দীপন করে, মানবকে স্বার্থত্যাগী ও পরার্থপর করে। এতগুলি সুশিক্ষা হয় বলিয়াই আর্য্যগণ পিতৃযজ্ঞকে মানবের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

সতী ও শান্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটী মহদ্দোষ এই, ছেলে যখনই কাঁদিয়া উঠে, তখনই তাহাকে স্তনপান করান। ছেলে কাঁদিলেই কি জানিতে হইবে যে তাহার ক্ষুধা হইয়াছে? এ ছাড়া কি তাহার কাঁদিবার আর অন্য কোন কারণ নাই? ছেলে দুধ খাইয়া ঘুমাইল, হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, অমনি মুখে স্তন না দিয়া দেখা উচিত কেন সে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। মশা কামড়াইল, ছারপোকা কামড়াইল, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। ভারি গরম হইয়াছে অথবা ভারি শীত লাগিয়াছে, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। অতিরিক্ত দুধ খাওয়াতে ঘুমাইতে পারিতেছে না, ছেলে

কাঁদিয়া উঠিল। এ ছাড়া কাঁদিয়া উঠিবার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে। অতএব ছেলে কাঁদিয়া উঠিল বলিয়া যে অমনি তাহাকে স্তনপান করাইতে হইবে এরূপ মনে করা ভারি ভুল। মাতার এ বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ যে কত হাজার হাজার শিশু মাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার খবর কে রাখে? আমাদের দেশের অনেক মেয়ে মনে করেন যে, ছেলেকে যত বেশী খাওয়াইবে, তত সে বেশী হৃষ্ট পুষ্ট হইবে। এই ভ্রমে পড়িয়া আমাদের দেশের মেয়েরা যে সন্তানের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা মনে করিলে কান্না আসে। ইহাতে সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক, বরং রোগে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অজীর্ণতা প্রভৃতি পীড়ায় অশেষ কষ্ট পাইয়া মায়ের কোল ছাড়িয়া অবশেষে মৃত্যুর কোলে শান্তি লাভ করে। যত দিন আমাদের দেশের মেয়েরা এ বিষয়ে সতর্ক না হইবেন, ততদিন সন্তানের এই অকালমৃত্যু কখনই ঘুচিবে না। ছেলে স্তনপান করিতে করিতে যখনই দেখিবে আর স্তনপান করিতেছে না, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে স্তন দিতে বিরত হওয়া উচিত। যখনই স্তন ছাড়িল, তখনই জানিতে হইবে যে, তাহার স্তনপান করা শেষ হইয়াছে—তাহার পেট ভরিয়াছে। স্তন পান করাইবার একটা ঠিক্ সময় থাকা ভারি দরকার। দিনের বেলা দুই ঘণ্টা অন্তর, এবং রাত্রিতে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তনপান করান উচিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তনপান করাইবার সময়ও বৃদ্ধি করা উচিত। যদি মাতার স্তনে দুধ না থাকে, তাহা হইলে গাই দুধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই গাইদুধ খাওয়াইবার প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত :-প্রসবের পর প্রথম মাসে এক ভাগ খাঁটী গাই দুধের সহিত দুই ভাগ জল মিশাইয়া ছেলেকে দিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে যতটুকু দুধ তত টুকু জল, চতুর্থ মাসে দুই ভাগ দুধ এবং এক ভাগ জল মিশাইয়া ছেলেকে খাওয়ান উচিত। চতুর্থ মাসের পর খাঁটি দুধ ছেলেকে দেওয়া যাইতে পারে। ছেলেকে "বাসী দুধ" খাওয়ান কখনও উচিত নয়। বাসী দুধ যত রোগের মূল। এদিকে যেমন বাসী দুধ খাওয়ান একেবারে নিষিদ্ধ, ওদিকে আবার যেন কখন ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ান না হয়; কারণ ঠাণ্ডা দুধ হজম করিতে অনেক দেরি হয়, এবং ইহাতে অনেক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। আর যে গাভীর দুধ পান করান হয়, দেখা উচিত, সে গাভীর কোন রোগ আছে কিনা? যদি কোন রোগ থাকে, তাহাহইলে তাহার দুধ কখনও ছেলেকে খাওয়াইবে না। দুধের সঙ্গে যে জল মিশাইয়া দেওয়া হয়, সে জল পরিপাক হওয়া উচিত; কারণ জলের গুণাগুণের উপর দুধের গুণাগুণ অনেক নির্ভর করে। দুধ ফুটাইয়া লইলে আর কোন রকম দোষ থাকিবার সম্ভাবনা

থাকে না। কিন্তু দুধ ফুটাইবার সময় ইহাও মনে রাখা উচিত যে "এক বলগ" দুধ ছেলের পক্ষে উপকারী।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে যত ছেলের অকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই দেখা গিয়াছে যে মাতার স্তনদুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান অপেক্ষা গো-দুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান অধিক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্তনদুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান সকল অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ট হইতে দেখা যায় এবং তাহারা দীর্ঘজীবী হয়। অতএব আমাদের এদেশের মেয়েদের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। কি করিলে মাতার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধ হয়, তাহা আগে বলা হইয়াছে। অতএব সেই সকল নিয়ম মত কাজ করিলে আর দুধের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সন্তানের পক্ষে গাই দুধ অপেক্ষা যে স্তনের দুধ শতগুণ উপকারী, ইহা সর্ব্বদা সকলের মনে রাখা উচিত। এই স্তনদুগ্ধের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য, এমন কি, তাহার দীর্ঘজীবন নির্ভর করিতেছে। অতএব সন্তান যাহাতে ঐ স্তনদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে যত্ন রাখা সকলের উচিত।

মন! তুমি হওনা রাজা।

১

মন! তুমি হওনা রাজা
কেন বও ভূতের বোঝা!
ছ'জন রাজার অধীন হয়ে *
কাল কাটাবে আদেশ ব'য়ে?
একটুও জ্ঞান নাই তব কি,
তাই হতে চাওনা সুখী?
মন! তুমি হওনা রাজা,
রাজা হওয়া বড় মজা।

২

হাট, কোট, গাউন, বডি,
সেমিজ কামিজ লাখ কি কোটী,
চেন আংটী চিক বালা,
রূপার গেলাস রূপার থালা,
আতর গোলাপ ল্যাবেণ্ডার,
অডিকলোন, ম্যাকেসার,
লুচি মণ্ডা, মুরগি মটন
দধি দুগ্ধ ঘৃত ওদন,
দোতালা তেতালার ভিতর
কোমল শয্যা খাটের উপর,
স্বার্থে যাহা খেটে মর
ও গুলি ছয় রাজার কর,
কর দেওয়া নয়ত সোজা,
তাই বলি মন! হওনা রাজা।

৩

বাহিরেতে খণ্ড সক,
অন্তঃপুরে কল্পতরু,
আর কত দিন এমনি ভাবে
বল দেখি কাল কাটাবে?

* ছজন রাজা ষড়্‌রিপু।

হয়ে দেহ রাজ্যের রাজা
আর কত কি ভুগ্‌বে সাজা ?
ভূতের বোঝা ল'য়ে মাথায়
পড়িতেছ প্রতি পায়,
আর কেন ভুগ্‌বে সাজা ?
তাই বলি মন! হওনা রাজা।

৪

যখন রে মন! রাজা হবে,
দুর্জয় ইন্দ্রিয় সবে—
বশীভূত হয়ে র'বে
আদেশ তব মাথায় ব'বে।
এক বার ভেবে দেখ্ দেখি মন!
জোর দাপটে রাজা দু'জন
সুখ শান্তি কেড়ে নিয়ে
পথের ফকীর করে দিয়ে
তব দেহ রাজ্যের রাজা—
হয়ে ব'সে করছে মজা,
একটুও বল নাই তব কি,
দিলে সব দিয়ে ফাঁকী!
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, দম,
শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম,
অচৌর্য্য, অক্রোধ মনে
ধী বিদ্যাকে পাঠাও রণে,
বেঁধে তারা দুষ্ট দলে
দিবে তব চরণতলে,
কিম্বা স্বীয় বশ করে,
দশটী অস্ত্র* দৃঢ় ধ'রে
যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর
ছয় রাজাকে দূর কর,
সুখ, শান্তি ধর্ম্ম সনে
বসি দেহ-রাজাসনে,
পা'য়ের উপর পা দিয়ে,
যাও ওরে মন! কাল কাটিয়ে,
হওরে নিজে রাজার যোগ্য,
দেহ রাজ্য তোবি ভোগ্য,
বিশ্ব রাজ্যের রাজা যিনি,
দিয়াছেন এ আদেশ তিনি,
লঙ্ঘিলে তাঁর আদেশ ভবে
দু'জন রাজার অধীন হবে।
রাজা হওয়া বড় মজা,
তাই বলি মন হওনা রাজা।

কু, রা।

* ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।
উপরিউক্ত 'দশটী অস্ত্র' এই দশ ধর্ম্মকে বলা হইল।

পশুহত্যা।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

সভ্য ফরাসিরা ভেকজাতির দক্ষিণ পদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ছুঁচা অতি দুর্গন্ধময় জন্তু; কিন্তু জনৈক ফরাসিস্ পণ্ডিত আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন যে, ইহাদের দেহের মধ্যে একটী শিরা আছে, কেবল তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ঐ শিরা পরিত্যাগ করিলেই ছুঁচার মাংস উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য হইবে। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা ঐ পণ্ডিত মহাশয় মনুষ্য

জাতীর অনেকের পরম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের অনেক জাতি, মৃগমাংস ও গণ্ডারের মাংস পবিত্র বলিয়া ভোজন করে। আসাম দেশবাসীরা হস্তিমাংস ভক্ষণ করে। কাফরিজাতি জলহস্তীর মাংস এবং আফরিকার অন্যান্য অসভ্য লোক সিংহের মাংস, আসিয়ার তুরাণ প্রদেশবাসীরা ঘোটকের মাংস, গ্রীক ও রোমকেরা কুকুর, কুক্কুট, বিরাল ও গাধার মাংস, চিনেরা ইন্দুর মাংস, ভারতবর্ষের পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতিরা সাপ, গোসাপ, টিকটিকী প্রভৃতি সরীসৃপগণের মাংস ভক্ষণ করে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রাণীই মানব জাতির করাল গ্রাস হইলে নিস্তার পায় নাই।

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্তও অনেক ব্যক্তি অনেক প্রকারে প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে। অজ্ঞান বালকেরা যেমন আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভেকাদি নিরীহ জন্তুকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে; তাহারা যেমন পক্ষী, পতঙ্গ, কীট প্রভৃতি কোন একটী জন্তু দেখিলেই তাহাকে বন্ধন করে, কাহারও পদ, কাহারও ডানা কাটিয়া দেয়, উহারা যাতনায় যত ধড় ফড় করে, বালকেরা ততই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে; সেইরূপ এতদ্দেশীয় অধিকবয়স্ক অনেক ব্যক্তিও বিষয় কর্ম্ম হইতে অবকাশের দিবস প্রাপ্ত হইলেই নিদারুণ ব্যাধগণের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরপরাধ মৎস্যকে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া যেরূপ কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দয়ার লেশ আছে, এরূপ বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণবধ করা ভিন্ন মানবজাতি কত শত প্রকারে জন্তুগণের প্রতি নৃশংসাচরণ করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কৃষক ও বণিকেরা যখন গবাদি পশু-দ্বারা কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্য করে, রজকেরা যখন গর্দ্দভগণের দ্বারা আপনাদিগের গুরুতর বস্ত্রভার বহন করায়, তখন তাহারা ঐ মহোপকারক জন্তুর প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তাহারা ঐ নিরীহ জন্তুগণের উপর অপরিমিত ভার প্রদান করে, অল্পপরিমাণে ও অতি জঘন্য আহার প্রদান করে, যথার্থ পিপাসা বুঝিয়া বারি পান করিতে দেয় না, নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখে, কোনরূপ রোগ উপস্থিত হইলে ব্যয়ের আশঙ্কায় চিকিৎসা করায় না, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও শীর্ণকলেবর হইলেও তাহাকে বিলক্ষণ বলিষ্ঠের ন্যায় পরিশ্রম করাইবার চেষ্টা পায়। অধিক কি, দিবারাত্র অবিচ্ছেদ ভার বহন করাতে শরীরের চর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া শোণিতপাত হইতেছে,

তথাপি ঐ পাষণ্ডেরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র অবকাশ বা কিঞ্চিন্মাত্র তাহাদিগের ভার লাঘব করিয়া দেয় না বরং তাহারই উপর কশাঘাত করে। ছাগ গবাদি পশুরা খোঁয়াড়ে যেরূপ ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা কাহার না বিদিত আছে?

হস্তিপকেরা আপনাদিগের অভিলাষানুরূপ দ্রুতগমনের ত্রুটী দেখিলেই হস্তিগণের মস্তকে এরূপ ভীষণতর অঙ্কুশের আঘাত করে যে এতাদৃশ পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড জন্তুও একবারে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; তাহাদিগের লৌহতুল্য মস্তকও বিদীর্ণ হইয়া শোণিত বর্ষণ করিতে থাকে।

শকটবানেরা যে সকল ঘোটক, গরু ও মহিষ দ্বারা শকট চালন করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, প্রতিদিন যাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের সংসার নির্ব্বাহের কিছুমাত্র উপায় নাই, তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার বা পানীয় প্রদান করে না; অতীব দুর্গম পথে দ্রুতগমনের কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য দেখিলেই আপনার যত শক্তি ততই কশাঘাত করিতে থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া যাইতেছে, গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে অনবরত ফেনোদ্গার করিতেছে, তথাপি মৃদু গমন দ্বারা পাছে সেই স্বার্থপরগণের নিতান্ত অন্যায় লাভের অণুমাত্র হানি হয়, এই ভয়ে ঐ হতভাগ্য নিরুপায় প্রাণীকে যথার্থই প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে, কিছুতেই ঐ নিষ্ঠুরদিগের লৌহময় অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইবে না! এক কলিকাতা নগরীতে প্রতিদিন এ বিষয়ের শত সহস্র দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে।

হা নির্দ্দয় মানব! হতভাগ্য পশ্বাদি জন্তুগণ আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়াই কি তোমরা দস্যুর ন্যায় তাহাদিগের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে? যদি আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উহাদিগের বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহাহইলে বোধ হয় উহারা এরূপ কাতর ও করুণস্বরে বিলাপ ও অনুযোগ করিত যে, তদ্দ্বারা তোমাদিগের পাষাণময় হৃদয়ও এককালে দ্রবীভূত হইয়া যাইত।

প্রহেলিকা।

চারি বৃদ্ধ প্রবাসে করেন অবস্থান,
পেলে পথপ্রদর্শক দেশে চলে যান।
চারি যুগের বৃদ্ধ তারা জানে সর্ব্বজন,
তাহাদের বাল্য কেহ দেখেনি কখন।
সংসারের কাজে বহু উপকার করে,
ভেবে দেখ, বিনা ক্লেশে পাইবে তাহারে।১

প্রভাতের নব কলি ঝরে পড়ে যায়,
মধ্যাহ্নের খর তাপে উজলে শোভায়।

সায়াহ্নের সুশীতল মৃদুল অনিলে,
"ঝঞ্ঝাবাতে তরুসম" পড়ে, হেলে, দুলে।
নব কলি ঝ'রে গেলে,
শোভে পুনঃ নব সাজে ;
যায় সে জনম মত যে কুসুম ঝরে সাঁজে।
কভু সে প্রসূন মাঝে বজ্রের নিঃস্বন,
কি আশ্চর্য্য! নাম তার বল ভগ্নীগণ। ২

প্রথমেতে কাঁধে তুলে করয়ে সম্মান,
শেষে কান ধরে তার করে অপমান।
নহে কোন দোষে দোষী কভু সেই জন,
কশাঘাতে জর জর করে নরগণ।
প্রতিশোধ দিতে সেই না জানে কখন,
আকুলি ব্যাকুলি শুধু করয়ে রোদন।
তাহার রোদনে সবে হরষিত মন,
কেবা সে, কোথায় থাকে বল সর্ব্বজন।৩

কমলেতে বাস মম নহি ত ভ্রমর,
কিন্তু মধুকর সহ রহি নিরন্তর।
কোমল কলিকা পরে বসি অনুক্ষণ,
কুসুম কেশরে সদা কাটাই জীবন।
ভক্ষ্য মধ্যে ডুবে থাকি কেহ নাহি দেখে,
ব্যঞ্জনের গোড়া কিন্তু সবে জানে মোকে।
কালিয়ে কাবাব হতে শাক কচু কলা,
তরকারী সকলেতে করি লীলা খেলা।
কি অকাল কি দুর্ভিক্ষ কভু ছাড়া নই,
কাংশ পাত্রে কলাপাতে সুশোভিত হই।
পাচক পাচিকা সহ সদা বাস করি,
কি নাম আমার ভাই বলহ বিচারি। ৪

সুবর্ণের বর্ণক্ষয় করিয়া যতনে,
সংসারের সার ত্যাজ অতি হৃষ্ট মনে ;
সুবাদে সু বাদ দিবে, সঙ্কোচ না হবে,
পরে যাহা পাবে তাই ত্বরিতে পাঠাবে।৫

তিন বর্ণে নাম তার জানে সর্ব্বজন,
প্রথম অক্ষর ছাড়ি পাঠে দাও মন।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি করগে লুণ্ঠন,
শেষাক্ষর ছাড়ি দিলে বুঝায় ছলন।
তিনাক্ষর যোগে হয় লজ্জা নিবারণ।
কোন্ বস্তু হয় তাহা বল ভগ্নীগণ। ৬

ক্রোধেতে জনম তার ক্রোধেই জীবন,
কিন্তু ক্রোধজয়ী সেই জানে সর্ব্বজন।
নানা ক্রোধে মণ্ডিত তাহার তনুখানি,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকাল কিন্তু আদরিণী।
কি আশ্চর্য্য কেহ তারে দেখেনি নয়নে,
কিন্তু সদা লীলা তার বদনে বদনে।
আকর্ষণী শক্তি বহু ধরে সেই জন,
কিন্তু পরপ্রত্যাশী সে সদা সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বকাল মানবের বন্ধু সেই হয়,
যতনে সেবিলে তার যাতনা পলায়।
শোকে দুঃখে শান্ত করে যেন গো জননী,
কেবা সেই শান্তিময়ী বলগো ভগিনী।৭

আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে ক্ষুদ্রশাখা হয়,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে সবে তুষ্ট হ'য়ে খায়।
শেষ বর্ণ বাদ দিয়ে কর্ম্মে দাও মন,
তিন বর্ণ যোগে রেঁধে খায় সর্ব্বজন। ৮

নহে তরু, নহে লতা নহে সে উদ্ভিদ,
আছে তার পত্র পুষ্প আছে তার বীজ।
কুসুমেতে বীজ তার আশ্চর্য্য ঘটন,
কি পদার্থ হয় সেই বল ভগ্নীগণ। ৯

একটী বিদুষী নারীর মৃত্যু সৌভাগ্য।

(প্রাপ্ত)

পঞ্চবৎসর অতীত হইল এক দিন একটী তীর্থময় প্রদেশে দেখিয়াছিলাম, ভাগ্যবতী মুক্তকেশী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। শিরোদেশে তুলসী, গঙ্গাজল এবং আদরাতিশয়ে স্থাপিত গীতা, রামায়ণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রাশীকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। চতুর্দ্দিকে জ্ঞানবান্পতি এবং পিত্রাদি গুরুমণ্ডলী সমাসীন। অশ্রুমুখী মাতা শিরঃসন্নিধানে বসিয়া পবিত্র হস্তে তুলসী মিশ্রিত গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু করিয়া মুখে প্রদান করিতেছেন। পিতা শিরে হরিনাম, কণ্ঠে নারায়ণ নাম ও বাহুতে পতি নাম লিখিয়া কর্ণে অজস্র নামপীযূষ সিঞ্চন করিতেছেন। আর পতি পার্শ্বদেশে বসিয়া একান্তমনে জীবের পরমগতি ও চরমসহায় ভবকাণ্ডারীকে স্মরণ করিতেছেন। এইরূপ নামধ্বনি, হৃদিস্থ নারায়ণ ও গুরুমণ্ডলীর মধ্যে তনুত্যাগ করিয়া দিব্যধাম প্রয়াণ অবশ্যই সুকৃতির ফল বলিতে হইবে। মৃত্যুদ্বারে ইহাই দেবীর প্রথম দৃশ্য ও অতি প্রশংসনীয় মৃত্যু সৌভাগ্য।

ইহার দ্বিতীয় দৃশ্য বিপ্রগণ বাহিতপুষ্পরথে ঐ পবিত্র দেহ যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইবার কালে ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার গমন।

তৃতীয় দৃশ্য—একটী দেবনদীর তীরে কদম্বমূলে ভাব সহকারে গয়া গঙ্গাদি বিবিধ তীর্থ আহ্বান করিয়া ঐ পূত সলিলে দেহের অভিষেক এবং পতিকর্ত্তৃক মন্ত্রপূত অগ্নিতে সেই পাঞ্চভৌতিক সতীদেহের আহুতি।

তৎপর চতুর্থ দৃশ্য—পিতৃকৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধ অশ্বক্রান্ত নামক এক প্রাচীন তীর্থে ঐ ভাগ্যবতীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও তত্তীর্থবাসী বিপ্রবর্গের সেবা।

এর চেয়েও অধিকতর ভাগ্যের কথা দেবীর ভস্মাবশিষ্ট অস্থিনিচয়ে বিরচিত জপমালা। জানি না ইহা হইতে আর অধিকতর প্রেমের নিদর্শন জগতে কি আছে! কবিত্ব নয়, কল্পনাও নয়, একমাত্র প্রাণের প্রবর্ত্তনাতেই এই এক নূতন প্রেম-ক্রিয়া মহাত্মা মুক্তকেশী-পতি আমাদিগকে প্রদর্শন করিলেন। অহো! ভাগ্যবতীর অস্থি নির্ম্মিত প্রত্যেক মালাবীজই প্রত্যেক অভিনিবেশে পতির হৃদয়ে ভগবান্কে আনিয়া উপস্থিত করে। অহো! কি ভাগ্য কি ভাগ্য!!

তাহার পর মনস্বিনী সাধ্বী রমণীকুলের দর্শনযোগ্য ৬ষ্ঠ দৃশ্য—মুক্তকেশী-পতির তীব্র বৈরাগ্য। প্রেমাস্পদ পত্নীর মৃত্যু হইতে ইহার মুনিব্রত, মুনিবেশ ও যত্যাচার আরম্ভ। ভারতের পূজনীয়া

সতীকুল অবগত হউন, পুরুষের মধ্যে ও এমন জনৈক সৎপুরুষ আছেন, যিনি বৈধব্যের ন্যায় কঠোর এক পত্নীব্রত লইয়া প্রীতির সহিত সময় যাপন করিতে পারেন।

দেবীর সপ্তম দৃশ্য—পিতার কাছে একটী ক্ষুদ্র উদ্যানস্থিত একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মালয়ে স্বর্গীয়া দেবীর অস্থি ও চিতাভস্ম প্রোথিত ধর্ম্মবেদী। এই সতীক্ষেত্রে আবার একটী পঞ্চবটী স্থাপন করাতে স্থানটী যেন তীর্থময় হইয়াছে। এই পাঁচটী বৃক্ষ পাঁচটী সতীমাতার নামে রোপিত। গাছ একটী উপলক্ষ্য মাত্র, নানাপ্রকার ভাব ঘনীভূত করিয়া আনন্দের উপচয় করাই এই সমস্ত দৃশ্যের উদ্দেশ্য। ভাবের চক্ষে চাহিলে এই সকল তরুলতাও অনেক সময়ে ঈশ্বর দর্শনেরই যন্ত্র হইয়া থাকে।

দেবালয়ের দক্ষিণে পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত আমলকী-রোপিত স্থানটী নারায়ণীক্ষেত্র বলিয়া চিহ্নিত ও আদৃত। নারায়ণী মুক্তকেশীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নাম। পূর্ব্বদিকে পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত অশ্বত্থ রোপিত স্থানটী ভাগীরথী ক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত। ভাগীরথী দেবী মুক্তকেশীর পিতামহী। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের অশোক তরুটী উমাতারা সেনগুপ্তার নামে আদৃত। কথিত আছে এই অশোক তরুতলেই তপস্যা করিয়া নগনন্দিনী উমা বীতশোক হইয়াছিলেন।

বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না, কিন্তু পঞ্চবটীর প্রত্যেক বৃক্ষেরই সঙ্গে এক একটী ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে। উত্তরে মুক্তকেশীর মাতামহী দিনময়ী দেবীর নামে একটী বিল্বতরু রোপিত। কি গূঢ় বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে জানি না, কিন্তু পুরাণে উল্লেখ আছে বিল্বতরুতলে মৃত্যু অক্ষয় স্বর্গোৎপাদক। আর পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত পশ্চিমের ছায়াপ্রধান বটতরু রোপিত স্থানটী সাবিত্রীক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত। সাবিত্রী ভদ্রজায়া, ঐ ভূ-স্বামী রমেশ বাবুর স্বর্গীয়া মাতা।

এই সতীক্ষেত্রে এইবার মুক্তকেশীর ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক কৃত্য তিন দিবসে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৯ শে শ্রাবণ দেবালয়ে একটী ধর্ম্মসভা হয়, তাহাতে একজন সর্ব্ব প্রথম হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তৎপর যথাক্রমে এক একজন সভ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা যথারীতি বর্ণন করেন। সর্ব্বশেষে পাদ্রি জোন্স সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাস মতে পরলোক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন।

তৎপর ৩০শে তারিখ মাতৃপূজা। মাতা দেবালয়ে উপস্থিত হইলে স্বর্গীয়া দেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ প্রথমতঃ সেই দেবীমাতার চরণ ধৌত করিয়া দেন। তৎপরে তিনি আসনস্থা হইলে তাঁর চরণ সন্নিধানে সবস্ত্র একটী ফলপুষ্পের ডালা স্বর্গীয় মুক্তকেশীর নামে উপহার স্থাপন করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। তাহার

পর শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদনদ্বারা আনন্দ প্রকাশ ও শাস্ত্র পাঠ দ্বারা রোরুদ্যমানা দেবী মাতার আত্মাতে শান্তিজল সেচন করা হয়।

৩১ শে তারিখ সংক্রান্তি দিবস অক্ষয়া-তৃতীয়া বলিয়া মাতার খুব আনন্দ। আর পিতা মুক্তকেশীর স্বর্গারোহণের দিন বলিয়াই অতিশয় অনুরাগের সহিত পূর্ব্বাহ্নে সবান্ধবে ভগবদুপাসনা, অপরাহ্নে সতীমাহাত্ম্য পাঠ ও সায়াহ্নে বিশ্বরাজের আরতি করিয়া অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি অনুভব করেন। এই সকল পূর্ব্বাপর ঘটনা একত্রিত করিয়া মুক্তকেশীর মৃত্যু সৌভাগ্য বা মৃত্যুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে নিশ্চয়ই অস্মদেশীয় রমণীকুল আপ্যায়িতা হইবেন। শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে,—শিলচার।

নূতন সংবাদ।

১। বামাবোধিনীর ৩০ জন্মোৎসব উপলক্ষে বিজ্ঞাপিত পারিতোষিক রচনায় নিম্নলিখিত মহিলাগণ প্রতিযোগিনী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ সকল বিচারিত হইলে যাঁহারা পারিতোষিকযোগ্যা, তাঁহাদিগের নাম পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। (১) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা—শ্রীমতী মানকুমারী বসু, বসন্তকুমারী দাসী ও প্রভাবতী দেবী। (২) স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সুশীলা সিংহ ও মানকুমারী বসু। (৩) রোগীর শুশ্রূষা—শ্রীমতী কুমুদিনী রায়, বরদা সুন্দরী দেবী ও নিস্তারিণী দেবী। (৪) পঙ্কজ—শ্রীমতী মানকুমারী বসু। (৫) বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীমতী প্রভাবতী চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাবতী দেবী। (৬) একালের শাশুড়ী ও বধূ—শ্রীমতী শারদা সুন্দরী দেবী ও সত্যবতী দেবী।

২। গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সাংবৎসরিক মহাসভা হয় তাহাতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যে উপরের হলে ও নীচের উঠানে এককালে বক্তৃতা হয়। উপরে জষ্টীস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীচে বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। রাজা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করেন। ৬০ বৎসর হইল রাম মোহন রায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার জন্য অদ্যাপি কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল না। তিনি ভারতের গৌরবরবি রূপে উদিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

৩। স্বর্গীয় জষ্টীস তেলাঙ্গের স্থানে

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলার হইয়াছেন।

৪। সার হেনরি নর্ম্মাণ ইতিমধ্যে গভর্ণর জেনারলের পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কে বড়লাট হইবেন এখনও স্থির হইতেছে না।

বামারচনা।

পদাঙ্কে চন্দ্রের ছায়া।

পদাঙ্ক সলিলে আজি কি মাণিক জ্বলে,
গগন হইতে শশি!
হেথায় পড়েছ খসি,
অন্য ঠাঁই তোমার কি ছিলনা ভূতলে?
মর্ম্মর প্রস্তরে মোড়া ধনীদের গেহ,
মণি মুক্তা তায় কত
শোভা পায় শত শত
তথা কেন না ঢালিলে এ সুন্দর দেহ? ১

হীরা ও স্বর্ণের খনি আছেত ভূতলে,
ও মোহন রূপ চাঁদ!
ভূগর্ভে রাখিতে সাধ
হয় যদি, তবে কেন এই ক্ষুদ্র জলে?
সরসী, সরিৎ, সিন্ধু বক্ষস্থল ছাড়ি,
একাঞ্জলি মাত্রবারি
পদাঙ্কে রয়েছে ভরি
তার সহ কেন এত প্রেম বাড়াবাড়ি? ২

যদিও এ ধরাধাম হীন স্বর্গ চেয়ে,
রহিয়াছে তবুও তো
রমণীয় স্থান কত
তাহাও কি একবার দেখ নাই চেয়ে?
বাবুর বৈঠকখানা অট্টালিকা পরে,
নাট্যালয়ে পুষ্পোদ্যানে,
শুভ বিবাহের স্থানে
বৌ ঠাকুরাণীদের শয়নের ঘরে—৩

পাইলে না স্থান? চোখে লাগিল না শশি?
তাই কি রজনীকান্ত
হইয়া এমন শান্ত
কর্দ্দম পদাঙ্ক নীরে পড়িয়াছ খসি?
ভাস্করের প্রিয় কাকা, অত্রির নন্দন,
কমলালয়ার ভাই
রাজা দক্ষের জামাই
কেন তুমি ক্ষুদ্র প্রতি সদয় এমন? ৪

বড় লোক হ'য়ে কর ক্ষুদ্রের সম্মান,
ক্ষুদ্র সহ আলাপনে
ঘৃণা কিছু নাহি মনে
সর্ব্বদা তুষিছ ক্ষুদ্রে তুমি মতিমান।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুপত্রে শতধা হইয়া,
শিশিরের স্বচ্ছ জলে
ক্রীড়াকর কুতূহলে
বায়ু সঙ্গে পাতা সঙ্গে রহিয়া রহিয়া। ৫

নৃত্যকর শশধর নয়ন রঞ্জন।
নবদূর্ব্বাদল শিরে
ক্ষুদ্র শিশিরের নীরে
কেমন ক্ষুদ্রটী হও জগৎ মোহন!
হৃদয় খুলিয়া ক্ষুদ্র চকোরের তরে
কর সুধা বিতরণ
ধরাধামে কয়জন
বড় হ'য়ে ক্ষুদ্রজনে এত সমাদরে? ৬

কি বলিলে শশধর? ক্ষুদ্রের উপর
তোমার বড়ই স্নেহ,
ক্ষুদ্রে না আদরে কেহ
বড় ত্যজি ক্ষুদ্রে তাই এমন আদর?
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য মহাশয়!
যেমন মোহন রূপ
গুণ তার অনুরূপ
যেমন উচ্চেতে থাক তেমনি হৃদয়। ৭

কিন্তু শশধর! যবে মানব সকল
কি জানি কি গুরুদোষে
কলঙ্কী বলিয়া ঘোষে

শুনিয়া হৃদয় হয় বড়ই চঞ্চল,
তুমি কিন্তু ধীর ভাবে সহিয়া এসব
নিজের কর্ত্তব্যে রত
রহিয়াছ অবিরত
শত ধন্যবাদ তোমা কুমুদ-বান্ধব ৮
ভৃগুপদ চিহ্ন যথা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে
তব পরে হে শশাঙ্ক!
কর্দ্দমেতে এ পদাঙ্ক
সেই মত শোভা পায় ভাবুকের চক্ষে,
সাধারণে ধনীদের বড়লোক কহে;
দয়া, ধর্ম্ম আর আর
বড় গুণ আছে যার
সেই বড়, শুধু ধনী বড়লোক নহে। ৯

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বঙ্গমহিলাদিগের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

বিগত ১৮৮৯-৯০, ১৮৯০-৯১ ও ১৮৯১-৯২ অব্দে কোন রচনা পারিতোষিকের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়াতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ১৮৯২-৯৩ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ৪০৲ চল্লিশটাকা করিয়া চারিটির পরিবর্ত্তে ৮০৲ আশী টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে, এবং "শিশুপালন" বা "পিতৃভক্তি" এই দুইটী বিষয়ের অন্যতরটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিক দানের নিয়ম :—

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিক প্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলিকে বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবককে এরূপ অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে তাঁহার বিশ্বাসমতে রচয়িত্রী ঐ প্রবন্ধ রচনা কালে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৪ অব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

সি, এ, মার্টিন্
বাঙ্গালা দেশের বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৬ সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩০০—নবেম্বর ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

নূতন রাজ-প্রতিনিধি—ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড এলগিনের পুত্র লর্ড এলগিন ভারতের নূতন রাজ-প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

দৈবযোগ বড়ই অনুকুল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড ওয়েনলক্ ও লর্ড হারিস লর্ড এলগিনের সহাধ্যায়ী। তিন জনেই এক সময়ে এক গুরু-গৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন করেন। দেখা যাউক তিন জনে মিলিয়া ভারত শাসনে কিরূপ শিক্ষার পরিচয় দেন।

পারসীদিগের দান—গত বর্ষে পারসী সম্প্রদায়ের দয়ার কার্য্যে ৮০০০০০ আট লক্ষের অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। পারসীদিগের ধন ও দানশক্তি আরও বর্দ্ধিত হউক।

শোচনীয় মৃত্যু—ভারতের প্রথম পার্লামেণ্ট সভ্য দাদাভাই নৌরজীর এক মাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কচ্ছে ডাক্তারি করিতেছিলেন, নৌরজীর শোকে ভারতবাসী মাত্রেই শোকার্ত্ত।

রমাবাই ও তাঁহার প্রতিবাদিগণ—রমাবাই সারদাসদনে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করাতে অনেক হিন্দু তাঁহাদিগের আত্মীয় বিধবা দিগকে সারদানদন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া এক নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে ভর্ত্তি করিয়াছেন। হিন্দুগণ রমাবাইয়ের কার্য্যের ব্যাঘাত না করিয়া যদি স্বতন্ত্র একটী স্ত্রী বিদ্যালয় চালাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিকেই ভাল হয়।

ভারতের লোক গণনা—১৮৯১ সালের সেন্সাস বিবরণ পার্লামেণ্টে

অর্পিত হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ লোক সংখ্যা ২৮,৭২,২৩,৪৩১ জন। ইহাদের মধ্যে শতকরা ছয়জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ২২কোটী। নগর সকলের মধ্যে বোম্বাই প্রথম ও কলিকাতা দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছে; কারণ বোম্বাইয়ের লোক সংখ্যা ৮,২১,৭৬৪ এবং কলিকাতার লোকসংখ্যা ৭,৪১,১৪৪। ভারতবর্ষে ২০,৭০,০০,০০০ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, ২০,০০,০০০ শিখ, ১৫,০০,০০০ জৈন, ৭০,০০,০০০ বৌদ্ধ, ২০,০০,০০০ খ্রীষ্টান ও ৫,৭০,০০,০০০ মুসলমান।

কাবুলে দৌত্যকার্য্য—ডুরন্দ সাহেব কয়েকটী সহচর হইয়া কাবুলের আমীরের নিকট গমন করিয়াছেন। আমীর সদল ব্রিটিষ দূতকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আমীরের মহিষী ইংরাজী সভ্যতায় দীক্ষিতা, তিনি ইংরাজ অতিথিদিগকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বালিকা ব্যবসায়—কুলটাগণ মন্দ অভিপ্রায়ে অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে ক্রয় করে ও পরে তাহাদিগকে কুপথগামিনী করিয়া থাকে। সম্প্রতি বিখ্যাত পাদরী ডাক্তার খোবরণ ইহার প্রতিবিধানার্থ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করেন। দুঃখের বিষয় হাইকোর্টের বিচারপতি পিগট সাহেব আইনে এ দুষ্কার্য্যের দণ্ডবিধানের কোন ব্যবস্থা দেখিতে পান নাই এবং আসামীদিগকে খালাস দিয়াছেন। এ দুর্নীতি নিবারণার্থ দেশবাসীদিগের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের জন সংখ্যা—হিন্দু ১,৮০,৪৮,৬৫৫ ও মুসলমান ১,৯৫,৮২,৩৪৯; গত ১০ বৎসরে মুসলমান সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশ ত মুসলমান-প্রধান হইয়াছে, দুই এক শত বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা হিন্দুস্থান না হইয়া যবনস্থান বলিয়া গণ্য হইবে। বঙ্গদেশে হাজার করা ৮৯৪ জন পুরুষ এবং ৯৯৬ জন স্ত্রীলোক মূর্খ, বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের কত প্রয়োজন!

কুমারী নাইটেঙ্গেলের প্রস্তাব—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কয়েকটী গ্রাম মনোনীত করিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা করা হউক; সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে এমন ভাষায় বক্তৃতা হইবে এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান নামক সভা সকল এই ভার গ্রহণ করিবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারিলে দেশের অনেক উপকার হয়।

জাপানের সমৃদ্ধি—রেভারেণ্ড বারনেড সাহেব জাপানে বহুদিন বাস করিয়া লিখিয়াছেন তথায় দরিদ্রতা নাই। তাহার চারিটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—(১) জাপানের প্রত্যেক লোকের কিছু না কিছু ভূমি সম্পত্তি আছে; (২) জাপানের লোকে প্রাণ গেলেও অপরের গলগ্রহ হয় না, প্রত্যেকে প্রাণপণে খাটিয়া

আপনার জীবিকা অর্জ্জন করে; (৩) জাপানীরা পল্লিগ্রামে থাকিতে ভালবাসে; এজন্ত অল্পব্যয়ে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়; (৪) জাপানীরা বিলাসিতা ও আড়ম্বর ভালবাসে না, ধনী, দরিদ্র সকলেরই চালচলন প্রায় এক প্রকার।

আশ্চর্য্য চিত্রকরী — স্বইজারল্যাণ্ডে কুমারী রেপিন চিত্রকার্য্যে সুবিখ্যাত; আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইহাঁর হাত নাই, পা দিয়া সুন্দর পট অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

শরীর পরিস্কার করিবার উপায় —এক পেয়ালা সামুদ্রিক লবণে এক কাচ্চা কর্পূর ও এক কাচ্চা এমোনিয়া মিশাইয়া একটী সওয়া সেরী বোতলে রাখ, তৎপরে বোতলে গরম জল পুরিয়া ২৪ঘণ্টা রাখিয়া দাও। স্নানের জলে ইহার এক চামচা মিশাইয়া স্নান কর, শরীর মর্দ্দন করিবা মাত্র সমুদায় মলা উঠিয়া যাইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৫ সংখ্যা ১৭৪ পৃষ্ঠার পর)

আমরা বাল্যকালে কৃষক ও কৃষক পুত্রদিগের গল্পে পড়িয়াছিলাম "কৃষিকার্য্যে রত্ন লাভ হইবে" পিতা এই লোভ দিয়া পুত্রদিগকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। পুত্রেরা কৃষিকার্য্যে বাস্তবিক রত্ন না পাইলেও শ্রমলব্ধ ধনে রত্নলাভের ন্যায় সুখী হইল এবং জীবনোপায়রূপ কৃষিবিদ্যা শিখিতে পারিল। আর্য্যগণের অনেক বিধি আমাদিগের পক্ষে সেই কৃষকপুত্রদিগের রত্নলোভ স্বরূপ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতেও আমরা ইহা দেখিতেছি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরিত না হইলে ভ্রাতার আয়ুক্ষয় হইবে, কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরিত হইলে ভ্রাতার আয়ুবৃদ্ধি হইবে, এগুলি কেবল প্রবর্ত্তনা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য কেবল ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাবের অনুশীলন, কেবল সদ্ভাবের পরিবর্দ্ধন। সহোদর সহোদরার সদ্ভাব অনুশীলিত হইয়া পারিবারিক ভ্রাতৃভগিনী ভাব, তাহার বিস্তারে সামাজিক ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব, তাহার পরিণামে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব—এই চতুর্বিধ ভ্রাতা ভগিনীভাব, এই বিশ্বজনীন সদ্ভাব শিক্ষা দেওয়াই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য। যেমন ভূচিত্র দেখিয়া পৃথিবীর আকার বোঝা যায়, ফটোগ্রাফ দেখিয়া মানবের আকৃতি অনুভব করা যায়, সেই রকম ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেই আর্য্যগণের বিশ্বজনীন সদ্ভাব অনুভূত হয়। সেই দিনই যেন আমরা ভ্রাতা ভগিনীর মূল্য বুঝিতে পারি, সেই দিনই মনে হয় সকলেই সকলের মঙ্গলের জন্যে খাটিতে আসি-

য়াছি! এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া সকল জাতির, সকল সাম্প্রদায়িকেরই গ্রহণীয়। এ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বিশ্বজনীন প্রেমের সঙ্কেত।

এই খানে একটী কথা আছে, কথাটী এই, অনেকে যম যমুনার উপাখ্যান হইতে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াকে কুসংস্কার মনে করেন, —"যমের দুয়ারে কাঁটা" পড়িবার কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐ উপাখ্যানের ভিতর যে কি জীবন্ত সহৃদয়তা রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না। নিষ্কাম ভালবাসা আর্য্যগণের বড় গৌরবের জিনিস ছিল; তাঁহারা নিষ্কাম ভালবাসার সাধক ছিলেন। যাহাতে নিষ্কাম ভালবাসা, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা দেখিয়াছেন, তাঁহারা—গুণগ্রাহী আর্য্যগণ তাহারই পূজা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন ভগিনী-হৃদয় নিস্বার্থ ভালবাসার মন্দির, ভগিনী আত্মবিস্মৃত হইয়া ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে পারেন, তাই ভগিনীর গৌরবার্থে যম যমুনার উপন্যাস ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যমুনা যমের ভগিনী; যাঁহার ভগিনী আছে, তিনিই ভগিনী হৃদয়ের মমতা বোঝেন। তাই যখন স্বার্থ-ত্যাগিনী শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনী, বৎসরান্তে ভ্রাতৃস্নেহোদ্বেলিতা হইয়া "ভাই ফোঁটা" দেন, তখন যমের হস্ত হইতে—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, সর্ব্বসংহারক যমের হস্ত হইতে, যমদণ্ড খসিয়া পড়ে! তাঁহার দুয়ারে কাঁটা পড়ে! যাহার ভগিনী আছে, সে ভগিনী-প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না—ভগিনীর প্রাণের ভাইকে কাড়িয়া লইতে পারে না! এই কথা টুকু বুঝাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যম যমুনার অবতারণা! আর কোন্ জাতি ভগিনীর এমন গৌরব করিতে পারে, বলতো?

প্রাচীন ভারতে "ভগিনী" বড় গৌরবের জিনিস ছিল। এক সময়ে একবার নহে, অনেক সময়ে অনেকবার ভারতীয় ভগিনীকুল গৌরবান্বিতা হইয়াছেন। যখন বৈদিক সময়ে, পণিগণ ইন্দ্রের দূতী সরমার সহিত ভ্রাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল, তখন ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল। যখন উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে ভাই ভগিনী পূজা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখন ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল; যখন আর্য্যগণ "স্নেহেচ ভ্রাতা ভগিনীচ ষষ্ঠে" বলিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল। সে দিনকার কথা—যখন রাজস্থানে "রাখিবন্ধন" প্রথা প্রচলিত ছিল, যখন হিন্দু মহিলাপ্রদত্ত "রাখি-বলয়" গ্রহণ করিয়া মুসলমানেরাও তাহাদিগের "ধর্ম্মভ্রাতা" হইতেন, সহোদরের মত প্রাণপণে ধর্ম্মভগিনীর ধর্ম্ম, পবিত্রতা, সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থ প্রস্তুত থাকিতেন, তখনও ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল*। সকলের উপরে যে দিন ভগিনীকুলের গৌরব রক্ষার্থ হিন্দু আর্য্যগণ ভ্রাতৃ-

* রাখিবন্ধন প্রথার বিষয় ভবিষ্যতে বলিতে ইচ্ছা করিলাম।

পু, লে,

দ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভাই ভগিনী পরস্পরকে পূজা করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেদিন ভগিনীকুলের স্বর্গীয় গৌরব শতগুণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলনই যদি ভগ্নীর ভগ্নীত্ব হয়, তাহা হইলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তাঁহাদিগের শিক্ষয়িত্রী।

বোধ হয় অনেকেই জানেন আজিও ভারতে ভগিনীর ভগিনীত্ব লুপ্ত হয় নাই; আজিও ভারতীয় ভগিনীতে ভগিনীর হৃদয় বিদ্যমান। দেখিতে চাও?—বাঙ্গালীর ঘরে খুঁজিয়া দেখ, ভ্রাতার নিকটে গ্রাসাচ্ছাদনের আশা নাই, ভ্রাতৃগৃহে স্থান নাই, ভ্রাতার হৃদয়েও বড় মমতা নাই, তবু ভগিনীর স্নেহ অটল রহিয়াছে। দেখিতে চাও? বাঙ্গালির ঘরে খুজিয়া দেখ, ভ্রাতার নিকটে তিরস্কৃতা, অপমানিতা, বাক্যবাণে জীবন্মৃতা, তবু ভগিনীর স্নেহ অটল রহিয়াছে। দেখিতে চাও তো খুঁজিয়া দেখ—ভাই লক্ষাধিপতি, ভগিনী পথের ভিখারিণী," তবু ভগিনীর স্নেহ অটল রহিয়াছে। ইহা ভগিনী জাতির দুঃখের কথা হইলেও বড়ই সৌভাগ্যের কথা। মাতার স্নেহ, ভার্য্যার প্রেম, কন্যার ভক্তি, এ সকল স্বর্গীয় জিনিস সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সকল জিনিস অল্পাধিক পরিমাণে বিনিময় হয়, কমই হউক আর বেশি হউক, কিছু না কিছু ফিরাইয়া পাইতে হয়; ভগিনীর—যে ভগিনীর ভালবাসার দান আছে প্রতিদান নাই, তাঁহার বড় জিত হইয়াছে। এ সংসারে যে ভালবাসা বিলাইতে পারিয়াছে, স্বর্গেই তাহার জন্য ভালবাসা সঞ্চিত রহিয়াছে। ভাল বাসিয়া যত সুখ, ভাল বাসা পাইয়া তত নহে। যিনি ভাল বাসিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয় স্বর্গ হইয়াছে; যিনি ভালবাসা পাইয়াছেন, তিনি যে মানুষ সেই মানুষই রহিয়াছেন। ভাল না বাসিতে পারা রমণীজাতির বড় কলঙ্ক। এ কথা আমি আজি বলিতেছি না; রমণী জাতিকে ভগিনীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা শিখাইবার জন্যই ভারতীয় আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি ভগিনী-জীবনে (দুঃখের কথা থাকিলেও) বড় সৌভাগ্য! —আর্য্যগণই এ বিষয় স্বীকার করিয়াছেন।

আর্য্যগণ ভগিনী জাতিকে স্নেহাশীষ রূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিয়াছেন। ভগিনি! যদি বৎসরান্তে স্নেহের ভ্রাতাকে দেখিতে চাও, যদি স্বহস্তে ভ্রাতাকে সেবা ও যত্ন করিয়া সুখী হইতে চাও, তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ্রহণ করিও। যদি ভ্রাতা ভগিনী জীবনের মূল্য বুঝিতে চাও, যদি ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকে সহোদরের মত ভালবাসিতে ইচ্ছা কর, তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ্রহণ করিও। যদি সামাজিক ভ্রাতৃভগ্নীভাবে আবদ্ধ হইতে চাও, যদি ভালবাসিয়াই সুখী হইতে চাও, তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ্রহণ করিও। যদি বিশ্বজননীর পুত্র কন্যাদিগকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া প্রীতি দিতে চাও, যদি নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলন করিতে চাও, তবে

আগে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অভ্যাস কর। প্রেমিক আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র সঙ্কেতানুসারে পাদক্ষেপ কর, তুমি সহজে তোমার গম্য স্থানে পৌছিবে। আর্য্যগণের স্নেহাশীষ সফল হইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগিনীগণের জগৎ ভ্রাতৃময়। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় ভ্রাতার মধ্যে কেহই পর নাই, সবই সহোদর। ভাই ভাই "ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া থাকে, ভাই ভাই দলাদলি হইয়া থাকে, ভাই ভাই গালাগালি দিয়া থাকে, ভগিনীর সঙ্গে কিন্তু সে সব গোলমাল নাই, ভগিনী সকল ভ্রাতারই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। ভগিনীর গোত্রও দেখিতে হয় না, জাতিও দেখিতে হয় না, কেবল অনুগ্রহ করিয়া ভালবাসা চন্দনের "ভাই ফোঁটা" লইতে হয়, কেবল বিশ্বজননীর স্নেহামৃত—আত্মার পুষ্টিবর্দ্ধক "খাদ্য" গ্রহণ করিতে হয়—না করিলে ভ্রাতার "অকল্যাণ" হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পরকে আপনার করিতে হয়; ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভগিনীর নিকটে জেঠ্‌তুত, খুড়তুত, মাসতুত পিসতুত ভ্রাতা বলিয়া উপেক্ষা নাই; ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সকলেই সহোদর। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগিনীর নিকটে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান বলিয়া প্রভেদ জ্ঞান করিতে নাই, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সকলেই এক মায়ের সন্তান। ইহাই ভগিনীর শিক্ষনীয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতা মাত্রেই ভাই ফোঁটা গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি ভগিনী হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি ভ্রাতা হইতে জানেন, ভ্রাতার কর্ত্তব্য বোঝেন, তিনিই "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি ভগিনীর ভাই, যাঁহার সহোদরা আছেন, যিনি সহোদরার মুখ একদিনও দেখিয়াছেন, তিনি সেই ভ্রাতৃত্বে প্রণোদিত হইয়া সকল ভগিনীর নিকট হইতে ভাইফোঁটা লইতে পারেন। যাঁহার সহোদরার অভাব, সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, তিনি আজি ভাইফোঁটা লইতে পারেন। যিনি (বিশ্বজননীর) মাতৃভক্ত পুত্র, যিনি সম্পূর্ণ রূপে মায়ের হইতে পারিয়াছেন, তিনি যে দেশের লোকই হউন, যে জাতিতেই জন্মিয়া থাকুন, বঙ্গবাসিনীর "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে তাঁহার অধিকার আছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, মায়ের মাতৃভক্ত পুত্রগণ সারিদিয়া দাঁড়াইয়া "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে পারেন। হিন্দু আর্য্যগণের গার্হস্থাশ্রম নিজের জন্য নহে—সমস্ত জগতের জন্য। হিন্দু আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নহে—সকল সাম্প্রদায়িকগণের জন্য। যদি সকল সম্প্রদায়েই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেই জগতে প্রকৃত সদ্ভাব স্থাপিত হইতে পারে।

ইহাই মহাপ্রাণ হিন্দু আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া "বিশ্বজনীন প্রেমের

সঙ্কেত" সেই কথা লিখিতে গিয়া আমার ক্ষুদ্রতম শক্তি-অনুযায়ী জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে যাহা "সত্য ও কর্ত্তব্য" বুঝিলাম, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহাই লিখিলাম। ইহাতে যাহা ত্রুটি বিবেচিত হইবে, যাহা ভ্রম বা অন্যায় বিচারিত হইবে, সে আমারই অক্ষমতা—মহাপ্রাণ আর্য্যগণের নহে। যাঁহারা আমার পিতৃ মাতৃ স্থানীয়, যাঁহারা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারা জানিবেন, আমার মত অযোগ্য ও অক্ষম ব্যক্তি এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে পদে পদে পদচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কথা ভাবিয়াই তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর যাঁহারা আমার ভ্রাতা ভগিনী, আজি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় তাঁহারা তো আমাকে ক্ষমা করিবেনই; তবে সকলেই জানিবেন আমি যাহা কিছু লিখিলাম, সে কেবল সত্য ও কর্ত্তব্যের উত্তেজনায়—বিদ্বেষবশতঃ কি উপদেশ দিবার জন্য নহে। আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সকল ভ্রাতা ভগিনীরই "অনুজা"।

এখন মা আমার বিশ্বজননি! একবার তোমার পদ-ধূলি দিয়া এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্পূর্ণ কর। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যাহা উদ্দেশ্য, সেই বিশ্বজনীন সদ্ভাব তুমিই শিখাইয়া দাও। আমি যে নিত্য নিত্য জাগিয়া স্বপ্ন দেখি, তোমাতে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে, মাটীর জগৎ প্রেমের জগৎ হইয়াছে, আমরা—তোমার সকল ছেলে মেয়েরা, রাগারাগি ভুলিয়া, গালাগালি ভুলিয়া, সকল রকম দুষ্টামি ভুলিয়া, সকলেই ভাই—সকলেই ভগিনী হইয়াছি। আমি যে নিত্য নিত্য জাগিয়া স্বপ্ন দেখি, আমরা তোমার প্রেমার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছি, তোমার ছেলে গুলি সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের আদর্শ হইয়া তোমার মেয়েগুলির ধর্ম্ম জ্ঞান পবিত্রতা সম্ভ্রম প্রভৃতি শিক্ষা ও রক্ষার সহায় হইয়াছেন; তোমার "মেয়ে গুলি—তোমার ধর্ম্মপরায়ণা, বিদ্যাবতী, সতীও লক্ষ্মীরূপা মেয়েগুলি—তোমার ছেলেদের শরীর মন ও আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে পরিচর্য্যা করিতেছেন, সকলেই প্রকৃত ভাই ভগিনী হইয়া পশু, পক্ষী, কীট, কীটাণু প্রতিও সদয় ব্যবহার করিতেছেন, তোমার জগতের মঙ্গলে সকলেই মঙ্গল অনুভব করিতেছেন, আমরা তোমার প্রেমোচ্ছ্বাসে আপনা ভাসাইয়া দিয়াছি। আমি যে নিত্য নিত্য স্বপ্ন দেখি, আমার এ স্বপ্ন সফল করিবে কবে মা? তোমার জগতে আমি অণু বা পরমাণুর তুল্য নগণ্য, কিন্তু তোমার কাছে আমিও স্নেহের, আমিও আদরের, তুমি আমার জন্যেও খাটিতেছ, তোমার স্নেহের বুক আমাকেও পাতিয়া দিয়াছ, তাই মা তোমাতেই আমার অধিকার আছে। তোমাতে অধিকার আছে বলিয়া মা, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি, তোমার ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, নানক, তোমার গৌতমী মৈত্রেয়ী, তোমার মীরাবাই, করমেতো বাই প্রভৃতি দেব দেবীগণ তোমার যে প্রেমরাশি পাইয়া ধন্য

হইয়াছিলেন, তাহারই এক কণা দিয়া এ পতিত জাতিকে উদ্ধার কর; তোমার প্রেমে এ জগৎ ডুবাইয়া দাও। ও মা! তুমিই আর্য্যঋষিগণের প্রবর্ত্তিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল কর! আমার এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তোমারই চরণে সমর্পণ করিলাম, ইহা অসম্পূর্ণ হউক, অকিঞ্চিৎকরই হউক, নগণ্যই হউক, তোমার আশীর্ব্বাদে যেন তোমার মঙ্গলেচ্ছার বিরোধী না হয়। তোমার অধমা সন্তানের ইহাই প্রার্থনা।

"প্রতীচ্ছ হে স্বস্য ধনং স্বয়ং ত্বং"

"নমো নমস্তেঽস্ত সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

চীন কাহিনী।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর)

(২)

চীনবাসীদিগের বিবাহপদ্ধতি অনেক পরিমাণে হিন্দুদিগের অনুরূপ। বিংশ বৎসরের পূর্ব্বেই অধিকাংশ চীন যুবকের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। চীনবাসীদিগের বিশ্বাস—মৃত ব্যক্তি স্বীয় পুত্র কর্ত্তৃক যথাবিধি সমাহিত না হইলে প্রেতাত্মা প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; যে ব্যক্তি নিঃসন্তান হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা অপেক্ষা হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। পরজীবনের ভাবী দুঃখযন্ত্রণা নিরাকরণ করিবার আশায় চীনবাসিগণ যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। একের অধিক স্ত্রীগ্রহণ করা ইহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু যদি প্রথম পরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে চীনযুবক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। পোষ্য পুত্র গ্রহণ ভারতবর্ষের ন্যায় চীন দেশেও প্রচলিত আছে।

বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যায় সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পায় না। হিন্দুদিগের ন্যায় চীনবাসীদিগের বিবাহের সম্বন্ধ ঘটকদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কন্যার পিতা ঘটকের প্রস্তাবিত বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ না করে, তাহা হইলে বিবাহপ্রার্থী কন্যার পিতার বাটীতে যথাসাধ্য উপঢৌকন প্রেরণ করে। ইহার পর দৈবজ্ঞদ্বারা বর ও কন্যার জন্মপত্রিকা বিচার করান হয় এবং মঙ্গল

সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে শুভদিন দেখিয়া বিবাহ স্থির করা হইয়া থাকে। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিনদিনের মধ্যে কন্যা বা বরের গৃহে কোনও মূল্যবান্ দ্রব্য ভগ্ন বা অপহৃত হইলে ইহারা ভয়াবহ অমঙ্গলের নিদর্শন মনে করে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কখনও পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। বিবাহ স্থির হইবার পর হইতে বিবাহের পূর্ব্ব পর্যান্ত কন্যাকে সর্ব্বদাই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে হয়। পাত্রের অবস্থানুসারে কন্যার পিতা তাহার নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যার পিতা অর্থ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ বিবাহ স্থির হয় না।

ঋণ করিয়াও চীনবাসীরা পুত্র কন্যার বিবাহে উৎসবাদি করিয়াথাকে। বর বন্ধু বান্ধব ও অনুচরদিগের সহিত বহু আড়ম্বরে কন্যা আনয়ন করিতে গমন করে। পাছে বর কোন প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে তাহার অগ্রে একব্যক্তি একখণ্ড শূকর মাংস লইয়া গমন করে। চীনবাসীদিগের বিশ্বাস প্রেতাত্মা শূকরের মাংসে সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং বরের আর কোন অনিষ্ট করে না।

কন্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষা ও হীরকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এবং আলুলায়িত কেশপাশ বেণীবদ্ধ করিয়া লোহিতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হয়। বর কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া বাহক চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রস্তরনির্ম্মিত আসনসহ কন্যাকে নিজ বাটীতে বহন করাইয়া আনে। বরের বাটীতে আসিয়া কন্যা আসন হইতে অবতরণ করতঃ সধবা পুত্রবতী রমণীদ্বয়-সাহায্যে দেহলী উপরিস্থ অগ্নিকটাহ উল্লঙ্ঘন করে। ইহার পর বর অভ্যর্থনা গৃহের উন্নত স্থানে উপবিষ্ট হয়। কন্যা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে বরের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করে। বর কন্যাকে প্রণত দেখিয়া স্বীয় আসন হইতে অবতরণ করিয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হয় এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া একদৃষ্টে তাহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করে। অনন্তর বরকন্যা নীরবে পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া উপবেশন করে। কিন্তু বিবাহকালে বরকন্যার মধ্যে যে যাহার পরিচ্ছদের উপর উপবেশন করিতে পারিবে, গার্হস্থ্য জীবনে সে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হইবে, এই বিশ্বাস বশতঃ প্রত্যেকেই অপরের পরিচ্ছদ প্রান্তে বসিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এইস্থানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর বর কন্যা গৃহ-দেব-মণ্ডপে গমন করিয়া স্বর্গ, পৃথিবী এবং পিতৃপুরুষদিগকে পূজা করে। এখান হইতে বর কন্যা ভোজনাগারে গমন করে। কন্যার আচার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গী দেখিবার জন্য আগন্তুকগণ গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ উন্মুক্ত রাখে। বর ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু কন্যা ভোজ্য স্পর্শ না করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। আগন্তুকগন চা পান করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এইরূপে চীনদেশে বিবাহ সম্পন্ন হয়। (ক্রমশঃ)

আকর পরম্।

দেখিতে দেখিতে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় প্রধান, পুরাতন এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যা (science) গুলি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। চিকিৎসাতত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন হিন্দুজাতি বিশেষরূপে বুঝিতেন, এই জন্য তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারকে ভৈষজ্যতত্বের অগণ্য গ্রন্থাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। মহাবিশাল ক্রমবর হইতে ক্ষুদ্রাদ্পিক্ষুদ্র তৃণটির গুণ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্লেষণ করিতে বিমুখ হয়েন নাই; অভ্রভেদী গিরিরাজের মহোচ্চ শিখরে উঠিয়া—তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে চড়িয়া——বিশাল বিজনে প্রবেশ করিয়া, প্রাচীন হিন্দু ভৈষজ্য বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মহাযোগী মহাদেব শ্মশানে মশানে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা তত্ত্বের নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন। ব্রহ্মবাদিনী রমণীপুঞ্জ দ্রব্যগুণ শিক্ষা করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতেন এবং প্রাচীনা গৃহস্থ স্ত্রীলোকগণও আপনাদের অবসরকালটি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করিতেন। এখন সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ ভৈষজ্যতত্বের আলোচনা করিতেন; এখন সেই গ্রামে দেশীয় চিকিৎসার নাম পর্য্যন্তও নাই। স্ত্রীলোকেরা যেন কোনও নূতন পরিবর্ত্তন-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নূতন জীব হইয়া যাইতেছে; এই জন্য একটি শিশু সন্তানের একটু সামান্য জ্বর বা সর্দ্দি হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হয়; একটু নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে ইউরোপীয় (অর্থাৎ বিদেশীয়) ঔষধের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। প্রাচীনাগণ তাহা করিতেন না; তাঁহাদের অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণ জানা ছিল, তাঁহারা একটি তৃণ তুলিয়া অথবা একটি পত্রের রস দ্বারা কিম্বা একটি যৎসামান্য "টোটকা" ঔষধ দ্বারা শিশুকে সুস্থ করিয়া দিতেন। ইহাতে ব্যয়ও নাই, অধিক চিন্তাও নাই, সময় ক্ষয় নাই, অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা এবং স্বাধীনতা আছে। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশের নব্য "সৌখীন দল" বিলাসের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এত দূরে যাইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকটে পুরাতন তত্ত্ব গুলি এখন অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়; ভাল বিষয় গুলি মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্য ক্রমে ক্রমে আমরা "মন্দ" গুলি গ্রহণ করিয়া "ভাল" গুলি পরিত্যাগ করিতেছি। ইহাতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই দোষ। ফলতঃ, সমাজকে স্ত্রীলোক যতদূর রক্ষা করে, পুরুষ ততদূর

রক্ষা করে না। এই জন্য, আমাদের প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলির পুনরুদ্ধারের ভার আমাদের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ গ্রহণ করিলে, দেশের এক নূতন অবস্থা উপস্থিত হয়; সমাজ এক অপূর্ব্ব ও অভিনব মনোহারিত্বে বিভূষিত হইয়া যায়।

ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতিরও যথেষ্ট অধঃপতন হইয়াছে। এই বিষাদের দিনে নারীজাতির পুনরুন্নতি সাধন প্রথমেই কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশে নারীজাতির অবনতি সংঘটিত হইলেও, সমগ্র ভারতের নারী জাতির এখনও অবনতি ঘটে নাই। পঞ্জাব, মধ্যদেশ, রাজপুতানার রমণীবর্গ এখনও সাহস, দয়া, সরলতা এবং নানা সদ্গুণে জগতের অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বর্ত্তমান। মান্দ্রাজী ও মহারাষ্ট্রী রমনীগণ এখনও আদর্শ রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। মান্দ্রাজের স্ত্রী লোকেরা অন্যপ্রকার শিক্ষায় অবশ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে সমর্থা হয় নাই, কিন্তু হিন্দুচিকিৎসা শাস্ত্রে ইহারা প্রকৃত রূপে পারদর্শিনী। প্রবাদ আছে "চিকিৎসক না হইলে মান্দ্রাজী রমণী 'রমণী' বলিয়াই গণ্য হয় না।" একথা ঠিক। মান্দ্রাজে যত নারী, তত চিকিৎসক; এক গৃহে যত স্ত্রীলোক ততই ভিসক। আমাদের দেশে কি কখনও এই অপূর্ব্বভাব দেখিতে পাইব না? অন্য শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যায় কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করাও আবশ্যক।

মান্দ্রাজের "তৈলঙ্গী" ও "মালয়ী" রমণীগণ অগণ্য প্রকার দ্রব্যের গুণ জানেন। ধাতু, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি তাঁহারা সততই পরীক্ষা করেন; ধাতু সকলেরও আলোচনা হইয়া থাকে। তৈলঙ্গী রমণী হইতে মালয়ী রমণী এ বিষয়ে আরও পারদর্শিনী। ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন এবং সমগ্র মালাবার উপকূলের রমণীগণ "মালয়ী" রমণী নামে প্রসিদ্ধা। ইঁহারা আকর পরম্ নামে এক অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভিদ প্রায় সততই ব্যবহার করেন এবং এই চমৎকার উদ্ভিদের দ্বারা এই স্ত্রী লোকগণ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই অদ্ভুত "আকর পরমের" একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। মালাবারের নিকটে মহিশূর রাজ্যে এক বিদুষী বঙ্গরমণী রহিয়াছেন; ভরসা করি তিনি এ বিষয়ের আরও আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীর রমণী সমাজ মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের জ্ঞান প্রচার করতঃ সুকীর্ত্তি স্থাপন করিতে কুণ্ঠিতা হইবেন না।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সর্ব্বশেষ সীমায় ত্রিনেবেল্লী নগরী, ইহা হইতে শকটে নাগরকোয়েল যাইতে হয়। এই নাগর কোয়েল হইতেই প্রকৃত মালাবার আরম্ভ হইয়াছে। (মালাবারের রমণী সমাজের বিবরণ প্রস্তাবান্তরে বর্ণন করিব।) নাগরকোয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মালাবার উপকূলে আকর পরম্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কন্যাকুমারীতে

(কুমারী অন্তরীপে) ইহা প্রভূত পরিমাণে জন্মে। দূর হইতে দেখিলে, ইহাকে "অমৃত বল্লী" বা "নীলী অনন্তমূল" বলিয়া ভ্রম জন্মে। আকর পরমের এক লাটিন নাম রাখিতে ইংরেজ ডাক্তার সাহেবগণ ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার তাহা স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত জানি, এই বিদেশীয় নামটি উচ্চারণ করিলে মান্দ্রাজ বা মালাবার অঞ্চলে "আকর পরম্" কেহই বুঝিতে পারে না। যাহাহউক, আকর পরম্ এক বিশাল লতা; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জঙ্গলে এবং তরু তলাদির নিকটে ইহা জন্মিলেও ইহা অপরাপর লতার ন্যায় কখনও কোন তরুকে আশ্রয় করে না, এই জন্য ইহার অন্য নাম "সতী সুন্দরী"। এক আশ্চর্য্য নৈসর্গিক শিক্ষা !! প্রথমেই এই লতা আমাদের রমণীগণকে সতীত্বের উচ্চশিক্ষা দিতেছেন। এই লতা, উদ্ভিদের ন্যায় ভূমিতে জন্মিয়া ক্রমশঃ ভূমির উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কখনও উর্দ্ধে উঠে না; বাড়িতে বাড়িতে ত্রিশ চল্লিশ হস্ত দূর পর্য্যন্ত যাইয়া পড়ে। ইহার স্বভাব এই যে, যতই বিস্তৃত হউক না, উর্দ্ধে উঠে না। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা !! ইহাতে আমরা মাতৃভক্তি এবং বিনয় উভয়ই শিক্ষা পাইতেছি। এখন রূপকের কথা যাউক, প্রকৃত ভাবে ইহার চমৎকার গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রথমে ইহার আকৃতি এবং প্রকৃতি কিছু বর্ণনা করিতেছি। ইহার গ্রন্থিসমূহ স্থূল, কিন্তু ডাঁটা কোমল এবং পাতলা; ফুল বারমাস থাকে। ফুলের বর্ণ গাঢ় লোহিত, সিন্দুরের মত, সৌগন্ধ কিছুই নাই। * তীব্র কটুগন্ধ ফুলে পাওয়া যায়; অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘ্রাণ লইলে মাথা ধরিয়া থাকে এবং গরম বোধ হয়। অত্যন্ত বর্ষা হইলে ফুল পচিয়া যায়, কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই আবার নূতন ভাবে জন্মে। ফুল কখনও শুকাইতে দেখা যায় না; খসিয়া পড়ে, না হয় পচিয়া যায়। বিকৃত হইলেও রং ঠিক্ থাকে। মূলের আকার প্রায় "শতমূলী" লতা সদৃশ; পাতা খুব বড় বড়; পাতার উপরে সবুজ রং, অভ্যন্তরেও সবুজ রং, কিন্তু শ্বেত রঙ্গের কিছু আভা দেখা যায়। প্রতি পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী দ্বারা পাঁচ সমভাগে বিভক্ত। লতা বা পাতা প্রায়ই শুকায় না, এই জন্য ডাক্তারেরা ইহাকে (এভারগ্রীণ) চির-হরিৎ বলিয়া কখনও কখনও সম্বোধন করেন। পাতার বা ডাঁটার কোনও বিশেষ গন্ধ নাই। পাতা

* আমরা প্রথমে আমেরিকার এক মাসিক পত্রে এই লতার বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। তদনন্তর ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত নাগোরকোয়েলের সেসনজজ মিষ্টর পিলে মহাশয়কে পত্র লিখিয়া এই লতা ডাকযোগে আনাইয়াছিলাম। এস্থলে স্বীকার করা আবশ্যক যে, বঙ্গ সাহিত্যের সুপরিচিত কোন্ মহোদয় সর্ব্ব প্রথমে এই লতার গুণ ইংলণ্ডের এক সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন; আমেরিকার কোনও সম্বাদ পত্রে উহা উদ্ধৃত হয়। এই প্রস্তাব লিখিতে লিখিতে তাঁহার প্রস্তাব হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

হইতে অন্ধকার রাত্রে কখনও কখনও "অতি সামান্য" জ্যোতিঃ দেখা গিয়াছে; ইহার কারণ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। একণে ইহার গুণ লিখিতেছি। ইহার গুণগুলি বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইয়া পড়ে, এজন্য সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি। এই লতাকে এক প্রকার "মকরধ্বজ" বলিলেও বলা যায়। মকরধ্বজ অনুপান ভেদে যেমন নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, এই লতাও নানা রোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মকরধ্বজে অনুপান অপেক্ষা করে, ইহার অনুপান কেবল জল অথবা নারিকেল তৈল। আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্য অনুপান, শীতল জল; বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য অনুপান, নারিকেল তৈল। শরীরের বহির্দ্দেশে বেদনা, যন্ত্রণা, ফোলা, চর্ম্মরোগ, প্রভৃতি দেখা গেলে, পত্রের রস নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ উহা গরম করিয়া ব্যবহার করা যায়। ইহাতে অসংখ্য লোকের যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু একথা বলা আবশ্যক, বাহ্যিক প্রয়োগে ইহার ফল যত শীঘ্র পাওয়া যায়, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তত শীঘ্র পাওয়া যায় না, একটু বিলম্বে ফল হয়। আমি আমার নিজের পরীক্ষায় প্লীহা, জর এবং চর্ম্মরোগ এই তিনটি ব্যাধি ইহার সাহায্যে দূরীকৃত করিয়াছি। পেটের বেদনার ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোনও প্রকার শিরোরোগে ইহা ব্যবহৃত হয় না। ইহার ফুল বা মূল কোনও রোগের ঔষধ নহে; ফল হয় না; কেবল পত্রের রসই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রসে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায়; ইংরেজেরা স্পীরীট দিয়া যে সকল দ্রব্য (প্রিজার্ভ) "রক্ষা" করেন, আকর পরমের রসে তাহা সুন্দররূপে রক্ষিত হয়। মালাবারের ইহাই "দেশী স্পীরীট"। রসকে জমাইতে পারিলে, বিশুদ্ধ শর্করা পাওয়া যায়। রসের আস্বাদন চিনির মত নহে, কিন্তু সুস্বাদু। বঙ্গদেশে ইহার আলোচনা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে; অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে।

তোরা দুটী।

জীবন আকাশ হ'তে
খসে গেছে দুটী তারা।
পুনঃ কিগো নব বেশে
ফিরিয়া আসিল তারা?

সেই হাসি সে চাহনি—
সেই মধুমাখা বাণি।
সেই যেন নিশি শেষে
আসিয়াছে ঊষা রাণী॥

জীবন মধ্যাহ্ন মাঝে
কত যে দেখিনু খেলা।
কত কি দেখিতে হবে
না জানি সাঁঝের বেলা!

ফুটেছিস্ তোরা ছুটী
থাক্ হৃদি আলো করে;
দেখিস্ তাদের মত
তোরাও যাস্ না ঝ'রে॥

জীবন উৎসাহহীন
করিয়া গিয়াছে তারা।
এখন কেমন যেন
পড়ে আছি আত্মহারা।

এসেছিস্ তোরা ছুটী
জাগাতে পারিস্ যদি
তোদের ও হাসি দিয়ে
সে মোর প্রসন্ন হৃদি।

জানিনা যেখানে থাকি
কেন মন যায় ছুটি—
দেখিতে কেমন আছ
প্রাণের আরাম ছুটী।

তোরা ছুটী যাস্ নাকো
আমাকে দিয়ে গো ফাঁকি!
তোদের দেখে গো যেন
অন্তিমে স্তিমিত আঁখি॥

আঁধার জীবনে মোর
তোদের বিমল হাসি।
যেন চির দিন তরে
বিতরয় আলো রাশি!

হৃদয় উদ্যানে মোর
চিরদিন থাক্ ফুটি,
যেন ঝরে' যাস্ নাকো
থাক্ ফুটে তোরা ছুটী॥

প্রবাদ বিচার।

সুসভ্য জাতিমাত্রেই স্বদেশীয় প্রবাদের আদর করিয়া থাকেন, কেননা প্রবাদ দেশের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। উহা দ্বারা কোন জাতির আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা, ধর্ম্মানুরাগ, স্বভাব চরিত্র, সভ্যতা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এমন কি উহাকে জাতীয় দর্পণ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। প্রবাদের আর একটী মহৎ গুণ এই যে, উহাদ্বারা জাতীয় সাধারণ শিক্ষার স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহবৎ নীরবে ও গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ সকল এমন সুন্দর ও সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে রচিত হইয়া থাকে যে, উহা দ্বারা যে শিক্ষা প্রচারিত হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পরমাদরে পরিগৃহীত হয়। গুরুমুখে বা পুস্তক বিশেষের শিক্ষা পরিগ্রহে লোকের মনে ইতস্ততঃ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রবাদের শিক্ষা গ্রহণে কাহারও কিছুমাত্র

সঙ্কোচ হয় না, বরং প্রয়োজন কালে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া প্রবাদ-রচয়িতার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন। এতাদৃশ মহোপকারী প্রবাদ সকলের সৃষ্টি, পুষ্টি, রক্ষা, প্রচার, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সাধারণের আলোচনার বিষয় তাহার সন্দেহ নাই।

প্রবাদ সকলের সৃষ্টি অতি আশ্চর্য্যরূপে হইয়া থাকে। সম্রাট, রাজা, সামন্ত, জমীদার, নবাব প্রভৃতির স্বেচ্ছাচারিতা, চালচলন ও অপব্যয়, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রসিদ্ধ ঘটনা, সুন্দর গ্রন্থাদির উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী, চিরপ্রচলিত উপকথা বা আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গায়কগণের কাব্য ও গানের অংশ ইত্যাদি বহু বিষয় আশ্রয় করিয়া প্রবাদ নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। যাঁহারা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, সুক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল, কবি ও রসিক, তাঁহারাই প্রবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। সম্প্রতি আমাদের চক্ষের উপর ধীরে ধীরে একটী প্রবাদের সৃষ্টি হইতেছে, আমি যদি তাহার বিবরণটী বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে ভরসা হয়, পাঠক পাঠিকাগণ প্রবাদ সৃষ্টির কতক আভাস পাইবেন।

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় একজন পণ্ডিত, কবি ও সঙ্গীতাচার্য্য। তাঁহার স্বরচিত উত্তম সঙ্গীত অনেক আছে। তাঁহার একটী গান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিব্যঞ্জক। উক্তির মর্ম্ম এই, "যখন আমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া হইবে, ভগবানের নাম শ্রবণ মাত্র অশ্রু-পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক পরিস্ফুট হইবে এবং নিমেষ কালও সেই নাম ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইব, ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনমাত্র আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিব ও তাঁহাদের পরিচর্য্যায় প্রাণপণ করিতে পারিব, ভগবানের লীলাস্থল সকলে অবস্থান পূর্ব্বক তন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ভিন্ন অন্যাভিলাষ রহিবে না, আপনি তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু ও অভিমানশূন্য হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের সমান বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইব—আমার চরিত্র যখন ইত্যাদ ইত্যাদি প্রকার হইবে, আমি তখনই গৌর হইতে পারিব। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইতে আমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।" গানটীর শেষ পদ এই,—

"—গৌর হতে বাকী অনেক দিন।"

সম্প্রতি কোন আধুনিক গ্রন্থকার স্বরচিত কোন পুস্তক, বঙ্গীয় লেখকগণের অগ্রগণ্য পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন পুস্তকের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করায় কোন বিচক্ষণ রসিক ব্যক্তি কহিলেন

"—গৌর হতে বাকী অনেক দিন।" অর্থাৎ আধুনিক গ্রন্থকার মহাশয়ের গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছে,

আমরা শুনিয়াছি। উহার পর যখন যখন সেই স্থলে ক্ষুদ্র বস্তু বা ক্ষুদ্র ঘটনা, মহৎ বস্তু বা মহৎ ঘটনাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন তখনই কোন ২ ব্যক্তির মুখ হইতে ঐ কথা স্বতঃই বহির্গত হইয়াছে। অতএব

"—গৌর হতে বাঁকী অনেক দিন।"

একটী প্রবাদ হইয়া পড়িল। কাল সহকারে হয়ত এ বিবরণ লোকের স্মৃতি হইতে অন্তরিত হইবে, কিন্তু প্রবাদটী লোকের মুখে২ এবং গ্রন্থাদিতে বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল রহিয়া যাইবে। যদিও আমরা সকল প্রবাদের উৎপত্তির বিবরণ জ্ঞাত নহি এবং জ্ঞাত হইবার কোনও উপায়ও নাই; কিন্তু ঐরূপে যে সমুদায় প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিগত দুইশত বর্ষের মধ্যে যে সকল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, অভিনিবেশ সহকারে নির্ব্বাচন করিলে বোধ হয়, তাহাদের নির্ণয় না হইতে পারে এমন নহে। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি তাহার অন্তর্গত।

১। নবাব্ সিরাজ উদ্দৌলা আর কি?

২। রাজা নব কৃষ্ণ।

৩। সীতারামী সুখ।

৪। কালে বাপুও পণ্ডিত হবে।

৫। ঘটিরাম ডিপুটী।

৬। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাই চৈত্রমাসে রাস।

৭। মাচ মরেছে বিরাল কাঁদে
শান্ত কোলে বুকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতারপানি
হেরি সাপের চোকে॥

৮। লোহার কার্ত্তিক।

নদীয়া জিলার কোন পল্লীগ্রামে কার্ত্তিকেয় ছলে নামে একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল। কোন সময়ে সে দস্যুতার অপরাধে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তৎকালে, যে গ্রামে যে অপরাধীর বাস, সেই গ্রামে বা তাহার নিকটে তাহাকে ফাঁসী দেওয়ার নিয়ম ছিল। আমরা বালককালে কার্ত্তিকেয় ছুলের ফাঁসী কাষ্ট দেখিয়াছি। কার্ত্তিকেয়ের ফাঁসী হওয়ার পর তাহার মা "আমার লোহার কার্ত্তিক কোথা গেল" বলিয়া কাঁদিয়া ছিল। তদবধি ঐ কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলেই লোকে "লোহার কার্ত্তিক" বলিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

শ।

১। শক্তমাটিতে বিড়াল আচড়ায় না।

২। শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।

৩। শক্তের তিন কুল মুক্ত।

৪। শজনে শাকে নুন জোটেনা, মুসুর ডালে ঘি!

৫। শজিনে শাক বলে-আমি

সকল শাকের হেলা,
আমারে খোজ করে
কেবল টানাটানির বেলা।
৬। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
৭। শঠের মায়া, তালের ছায়া।
৮। শতং বদ মা লিখ।
৯। শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।
সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।
১০। শত্রুপুরীর মাঝে বাস।
১১। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।
১২। শনির দৃষ্টি।
১৩। শনিবারের মড়া দোষর চায়।
১৪। শমন-দমন রাবণ রাজা,
রাবণ-দমন রাম।
১৫। শয়তানের মায়া বোঝা ভার।
১৬। শয়নে পদ্মনাভ।
১৭। শয্যাকণ্টক।
১৮। শয্যাগুরু।
১৯। শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ,
প্রভাতদীপকঃ রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকোধর্ম্মঃ,
সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ।
২০। শরশয্যা।
২১। শরাটাও টা, ঘোড়াটাও টা।
২২। শরীরং পাতয়েৎ বাপি
কার্য্যং বা সাধয়েদ্ বুধঃ।
২৩। শরীরপাতন কিম্বা
কার্য্যের সাধন।
২৪। শরীরের নাম মহাশয়,
যা সয়াও তাই সয়।
২৫। শ ষ স হয়েছে,
হ ক্ষ দেখিব।
২৬। শসা খেয়ে জলকে টান,
তেমনি ভেয়ের বোনকে টান;
চিনি খেয়ে জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।
২৭। শসে মিরা।
২৮। শস্তার তিন অবস্থা।
২৯। শাক, অম্বল পান্তা,
তিন অবুদ্ধের হন্তা।
৩০। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
৩১। শাককে শাক, মূলকে মূল,
পেঁয়াজ পয়জার দুই হলো।
৩২। শাঁকের করাত,
যেতে কাটে, আসতে কাটে।
৩৩। শাপাদপি শরাদপি।
৩৪। শামুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচা।
৩৫। শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা।
৩৬। শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে,
নোড়া দেখে ভয়।
৩৭। শালগ্রামের শোওয়া বসা।
৩৮। শাস্ত্র ছেড়ে মাঙ্‌টামি।

প্রহেলিকা।

(গত প্রকাশিতের পর)

ফল মধ্যে বীজ থাকে জানে সর্ব্বজন,
মূল মাঝে বীজ হেরি অদ্ভুত রচন।
গরবে মানবে তার দেয় নব নাম,
কোন্ দ্রব্য হয় বল বুধ গুণধাম। ১

সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণে পটু খনক সে নয়,
বাঁকা পথে চলে, কভু সোজা নাহি ধায়!
মস্তক নাহিক তার উদরে বদন,
কঠিন বর্ম্মেতে সদা শরীরাবরণ।
সমরেতে পটু সদা অস্ত্র ধরে হাতে,
কাট, বিঁধ—দৃঢ় অঙ্গ রক্ত নাহি তাতে।
হাড়েতে লুকান মাংস কঠিন নয়ন,
অষ্টরথ সজ্জা তার যুদ্ধের কারণ।
যুদ্ধ কালে দেখি তারে শঙ্কা পাই মনে,
কোন্ মহাবীর সেই বল ভগ্নীগণে। ২

শয়নে নিষেধ তারে করে সর্ব্বজন,
কিন্তু সন্ধ্যা পূর্ব্বে সেই ঘুমে অচেতন।
বহু জাতি গোত্র তার অধিপতি বঙ্গে,
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তার বাঙ্গালির সঙ্গে।
পূর্ব্বাবধি আর্য্যকুলে আছিল সম্মানে,
এবে নব্য সভ্যে দেখে ঘৃণিত নয়নে।
নাহিক তাহার কাছে অপর আপন,
যায় তার ঘরে, যেবা করয়ে যতন।
দোষে গুণে জড়িত সে সদা সর্ব্বক্ষণ,
তারে বধি খায় নর সুনিদ্রা কারণ।
জলে স্থলে রয় সদা, উভচর নয়,
বিচার করিয়া দেখ কেবা সেই হয়। ৩

তিন বর্ণে নাম তার জানে সর্ব্বজন,
পরার্থে জীবন দান করে সেইজন।
মাথা কাটি রাঁধ, খাও, যাহা ইচ্ছা কর,
এ বড় আশ্চর্য্য তাহে হবে গোলাকার।
মাঝখান বিধিমতে যদি কাটা যায়,
তবে তাহা ছাড়াইতে হবে বড় দায়,
অন্তিম বিচ্ছিন্নে পুনঃ জীবিত সে হয়,
বল দেখি হেন জীব কি আছে ধরায়? ৪

সুন্দর সরস ফল ধরি দুই হাতে,
মাঝামাঝি কেটে দেখি অসম্ভব তার।
রসনা-রোচক পঞ্চ জাম এক হাতে,
অন্য হাতে দেখি দণ্ড রেখা টানিবার।
কোন্ দেশী ফল সেই কি নাম তাহার,
বল বল ভগ্নীগণ করিয়ে বিচার। ৫

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো;
জ্বলিলে আঁধার, নিবিল আলো। ৬

এ জগতে ফল বল কি আছে এমন,
চির কাল খায় সবে হয়ে হৃষ্টমন।
দেখাইতে গেলে কিন্তু হবে বড় দায়,
ভাবিতে হবে না তারে পাইবে ত্বরায়। ৭

পঞ্চ যজ্ঞ।

(৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

৩য় নৃযজ্ঞ—অতিথি সেবা। অতিথি সেবা আর্য্যগণের দৈনিক কর্ত্তব্য। অতিথি অর্থে হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে,

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রং নচ স্থিতিঃ।
অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ"।

অর্থাৎ যে অপরিচিত ব্যক্তি সহসা গৃহে উপস্থিত হয়, তাহাকে জ্ঞানিগণ "অতিথি" বলেন। এতদ্ভিন্ন আত্মীয় কুটুম্ব ব্যতীত কোনও পরিচিত ব্যক্তি আহারাদির জন্য গৃহে আগমন করিলে তাহাকেও অতিথি বলা হয়।

এইরূপ অপরিচিত বা অল্প পরিচিত ব্যক্তিগণ গৃহস্থের নিকটে কিরূপ সমাদৃত ও সম্মানিত হইবেন, নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকে তাহা বুঝিতে পারা যায় ;

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্॥

অতিথি গৃহে আগমন করিলে জল, আসন দিবে ; যথাশক্তি আহার্য্য দান করিয়া বিধিমত সৎকার করিবে।

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথি॥

শ্রেষ্ঠতম জাতির গৃহে যদি নীচ জাতিও আগমন করে, তথাপি তাহাকে যথাযোগ্য পূজা করিবে ; কারণ অতিথি সকল দেবতারই স্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন পরম শত্রুও অতিথি হইলে তাহাকে যথাবিধি আদর ও সম্মাননা করিতে হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ। *

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ রকম অতিথিসেবার কথা কাহার মনে কি রকম লাগিতেছে জানি না ; কিন্তু আর্য্যগণ যে উদ্দেশ্যে নৃযজ্ঞরূপ অতিথিসেবা প্রবর্ত্তন করেন, তাহা সফল হইলে মানবজন্ম সার্থক হয়। এই অতিথিসেবা হইতে মানবের যাহা শিক্ষা হয়, তাহার নাম সর্ব্বজনীন প্রীতি। মানুষ মানুষকে ভাল বাসিবে, সকলেই এক বিশ্বজননীর সন্তান ; সকলে একই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, একই জগতের সেবা করিতে জগতে আসিয়াছেন। তাই সহোদর সহোদরার মত সকল মানব সকল মানবকে প্রীতি করিবে ; এইরূপ করাই মানবের উচিত। কিন্তু "উচিত" বুঝিয়াও অনেকে কাজে করিতে পারে না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে "ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব, সর্ব্বজনীন প্রীতির আবশ্যকতা" অনেকেই বুঝেন, অনেকেই বলেন, আরও অনেকে প্রবন্ধে লেখেন ; কিন্তু সে কাজে অভ্যস্ত অতি অল্প লোকে। ইহার জন্য আমরা মানবসমাজকে নিন্দিত বলি না—মানব নীতিশিক্ষা পাইলেই সুনীতিজ্ঞ—সুনীতিপরায়ণ হইতে পারে না। ব্যাকরণের সূত্রের মত অথবা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত, সাধুতা (কেবল মুখস্থ করিয়া বা আঁকে কসিয়া) আয়ত্ত করিবার জিনিস নহে ; সাধুভাবে প্রণোদিত হইয়া সাধুতা অভ্যাস না করিলে সাধু বা সাধ্বী হওয়া যায় না। এইজন্য আর্য্যগণ, সর্ব্বজনীন প্রীতি কেবল বাক্যে বলিতে না দিয়া, কায়মনোবাক্যে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতিথিসেবা সেই সর্ব্বজনীন প্রীতি অনুশীলনের এক প্রধান উপায়। হিন্দুশাস্ত্রে অতিথি ও অতিথিসৎকারের যে প্রকার ব্যবস্থা আছে, তাহা উপযুক্তরূপে আচরিত হইলে মানবের স্বার্থপরতা, অভিমান, হিংসা, বিবাদ প্রভৃতি কুবৃত্তি ও কুকার্য্য দূর হয় ; পরসেবা, সহানুভূতি, দয়া, উপচিকীর্ষা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি সাধুবৃত্তি ও সাধুকার্য্য সকল

* অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

অভ্যস্ত হয়, হিংসা ভালবাসায়, শত্রুতা-বন্ধুত্বে ও আত্মাভিমান বিনয়ে পরিণত হইয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। যে সমাজে এমন আতিথেয়তা, সে সমাজে কে কাহাকে পর ভাবিতে পারে? একজন লোক ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর অথবা নিদ্রাতুর হইয়া যে কোনও গৃহস্থের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন, তিনি অপরিচিতই হউন, শত্রুই হউন গৃহস্থ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিবেন, গুরুর মত সেবা করিবেন, পরম শত্রু হইলেও তাঁহার আজ্ঞা পালনে কৃতার্থ হইবেন। এই রকম আতিথেয়তার জন্যই রাণা ভীমসিংহ, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী সূর্য্যমল্লের সহিত একত্রে পান ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন; এই রকম আতিথেয়তার জন্যই ভারতীয় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জাতীয় অতিথির সমুচিত শুশ্রূষা করিতে বিমুখ হন নাই! আর কোন্ দেশে এমন সুশিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা আমরা জানি না। সহস্র সভাসমিতিতে যে কাজ সাধিত না হয়, এক নৃযজ্ঞরূপ অতিথিসেবা হইতে মানবের সে কাজ সাধিত হইতে পারে। এই দেবোচিত উদারতা—এই সর্ব্বজনীন প্রীতির অনুশীলন, ইহারই নাম নৃযজ্ঞ।

৪র্থ যজ্ঞ—ভূতযজ্ঞ, সকল প্রাণীকে আহার প্রদান করা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং।
বায়সানাং কৃমীনাংচ শনকৈ নির্বপেদ্ ভুবি।
(মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায় ৯২ শ্লোক)

অর্থাৎ "অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া ধূলি না লাগে এমন করিয়া ভূমিতে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপ রোগী, কাক ও কৃমিদিগকে উহা প্রদান করিবেক।"

মানবজীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য এই যে সক্ষম ব্যক্তি অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া করিবে, সবল ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি হীনতর ব্যক্তিকে লালন পালন করিবে। এ জগতে অভাবের জন্যই অনেকস্থলে মানবসমাজ পাপাগার হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দরিদ্রতার জন্য পেটের দায়ে অথবা পরিবার প্রতিপালনের দায়ে মানুষ শঠ হয়, প্রতারক হয়—চোর হইয়াও থাকে। যদি ধনী গৃহস্থগণ মানবজীবনের কর্ত্তব্য বুঝিয়া এই রকম দুঃখী দরিদ্রদিগের আহারাদির জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন—ইহাদিগের অবস্থা ও কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া নিজেদের দয়া ও সহানুভূতি বিকাস করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের হৃদয়ের যেমন উন্নতি হয়, সমাজের হত্যা, চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপ ও দুঃখ হ্রাস হইয়া, সুখশান্তিও সেইরূপ বর্দ্ধিত হয়। দয়াবৃত্তি যতই চরিতার্থ করা যায়, মানব-হৃদয় ততই উন্নত হইয়া থাকে; দয়াবৃত্তির পরিস্ফুরণেই মানব প্রকৃত পরার্থপর হয়*; এই কারণে

* শুধু "দয়া" নহে—প্রীতিবৃত্তিই পরার্থপরতার মূল; তবে দয়াও প্রীতিমূলক। প্রীতি না হইলে দয়া জন্মে না। প্রঃ লেঃ।

দয়াবৃত্তির বিকাশের জন্য প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ ও অনুশাসন আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আর্য্যগণের উপদেশ ও অনুশাসন শ্রেষ্ঠতম বলা যায়। অন্যান্য ধর্ম্ম দীনহীনকে দয়া করিতে বলে, অসহায়কে রক্ষা করিতে বলে, দরিদ্রকে দান করিতে বলে; কিন্তু দূরদর্শী আর্য্যধর্ম্ম ইহার উপরে আরও অনেক দূর যাইতে বলে, ইতর প্রাণীদিগের অভাব বুঝিয়া তাহাদিগকে আহার যোগাইতে বলে, দুঃখিত বা অভাবগ্রস্ত জীব মাত্রেরই যথাসাধ্য উপকার করিতে বলে। এ দয়ার পাত্র কেবল গো, অশ্ব প্রভৃতি নহে—গো অশ্ব প্রভৃতি জন্তুর উপরেই দয়া করিবার বিধি থাকিলে আর্য্যধর্ম্মের এতটা শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইত না; কারণ গো অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু হইতে মানবজাতি যেরূপ উপকৃত, তাহাতে তাহাদিগকে সমুচিত স্নেহ ও যত্ন করা তো মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতার জন্য অথবা স্বার্থপূরণের জন্য কোনও প্রাণীকে যত্নাদি করিলে দয়াবৃত্তি উপযুক্তরূপে স্ফূর্ত্তি পায় না, প্রীতি ভাবও যথোচিত বিকাস লাভ করিতে পারে না; এইজন্য আর্য্যগণ পতিত, পলিত কুষ্ঠী প্রভৃতি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ, কাক কুক্কুর প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ—অধিক কি জগতের ঘৃণ্য যে কৃমি কীট তাহাকেও—সস্নেহে আহার করাইতে উপদেশ দিয়াছেন! * এই কার্য্যই গৃহস্থের ভূতযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানবের দয়াবৃত্তি সম্প্রসারিত হয়, নিঃস্বার্থ প্রীতি অভ্যাস হয়; যাহাকে লোকে "বিশ্বহিতৈষণা" বলে, ভূতযজ্ঞে মানব তাহারই শিক্ষা পাইয়া থাকেন। সেই বিশ্বহিতৈষণাই প্রকৃত "ভূতযজ্ঞ"।

৫ম যজ্ঞ—দেবযজ্ঞ, হোম বা ঈশ্বরোপাসনা। হিন্দুশাস্ত্রে "হোম" করাকেই "দেবযজ্ঞ" বলা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ঈশ্বরোপাসনা শেষ হইলে "হোম" করিতে হয়। সুতরাং "হোম" বলিলে দেবোপাসনা শেষ করাও বুঝিতে পারা যায়। "মানবজীবনে ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন কি?" একথার সম্পূর্ণ উত্তর ধর্ম্মাচার্য্যেরাই দিয়া থাকেন, তথাপি মানব মাত্রেরই এ কথার উত্তর জানা উচিত। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিরও বিবেচনায় ঈশ্বরের কার্য্যে যথাসাধ্য আত্মোৎসর্গ করাই মানবজীবনের কর্ত্তব্য; উপাসনা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের উপদেশ আমরা "নির্ভুল সত্য" বলিয়া মানিতে পারি না। এ জগতে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রীতির অনুশীলনেই মানব জন্মের সম্পূর্ণ সার্থকতা। উপাসনা হইতেই মানবের সেই ভক্তি ও প্রীতি বিকাস লাভ করে, এজন্য ভগবদ্-

* পণ্ডিতবর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার সদ্ভাব গ্রন্থে লিখিয়াছেন "একটী কৃমীকীটকে বাধিত দেখিলে যিনি নিজ হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন, তিনিই কারুণিক"। আমরাও বলি করুণাই বিশ্বব্যাপিনী। পুঃ লেঃ।

পাসনা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা মানব ভগবানের নিকটস্থ হইয়া থাকে; উপাসনাতেই ভগবানের সহিত ভক্তের প্রাণের যোগ হইয়া থাকে। আমরা সহস্র ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে পারি, হিতাহিত জ্ঞান সত্ত্বেও মোহান্ধ হইয়া, অথবা ঘটনাস্রোতে জীবন ছাড়িয়া দিয়া পথভ্রষ্ট বা তরঙ্গতাড়িত তৃণের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পারি—আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুর পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি ভক্তিভাবে ভগবানকে প্রাণের প্রাণে রাখিয়া পূজা করিতে পারি, যদি তাঁহাকে লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে গিয়া পাপবুদ্ধি, পাপকার্য্য, পাপকামনা, সবই এড়াইতে পারি, যদি ভগবানকে ভাল বাসিয়া, তিনি আমাদিগকে যে রকম দেখিতে চাহেন, ঠিক সেই রকম হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমরা—ক্ষুদ্র আমরা, নগণ্য আমরা, মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় পৌছিতে পারি। যাহার ভগবানে ভক্তি প্রীতি আছে, পাপে বিতৃষ্ণা আছে, পুণ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার সবই আছে,—মানবে প্রীতি আছে, দীনে দয়া আছে, বিশ্বহিতৈষণায় ও কর্ত্তব্যপালনে আত্মোৎসর্গ করিবার একান্ত ইচ্ছা আছে!* এমনতর ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎ প্রীতির প্রধান উপায় ভগবদুপাসনা। ধর্ম্ম-প্রাণা মীরাবাই বলিয়া গিয়াছেন,

"হরিসে লাগিরহ ভাই,
তেরা বনিতে বনিতে বনি যাই।"

এ উক্তির সত্যতা বিষয়ে কাহার সন্দেহ আছে জানি না; উপাসনা যোগে যে মানবের ভগবদ্ভক্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর—দৃঢ়তম হইতে থাকে, এ কথায় কাহার অবিশ্বাস হইবে জানি না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আর্য্যঋষিগণ "দেবযজ্ঞ" মানবের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে স্নাত ও সংযত হইয়া ভগবানের চরণবন্দনা করিয়া, তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ ও দৈনিক কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, মানব সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে এবং তাহাতে মানবাত্মায় ধর্ম্মের দশ লক্ষণ লক্ষিত হইবে,† ইহাই আর্য্যঋষিগণের প্রবর্ত্তিত "দেবযজ্ঞের" উদ্দেশ্য। এইরূপে উপাসনা যথাবিধি শেষ হইলে ভগবানের উদ্দেশে হোমক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এইরূপে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ গৃহস্থব্যক্তিকে সম্পন্ন করিতে হয়। ব্রহ্ম-

* যিনি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, তিনি এই সকল সাধুভাব গ্রহণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। যিনি ভগবদ্ভক্ত হইয়াও ভগবানের ইচ্ছামত জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্পাপ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা না করেন, তাহার ভগবদ্ভক্তির মূল্য নাই। প্রঃ লেঃ।

† ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥
মনু। ৯২। ৬।

যজ্ঞে আত্মশিক্ষা ও লোকশিক্ষা, পিতৃযজ্ঞে, গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা, নৃযজ্ঞে সর্ব্বজনীন প্রীতি, ভূতযজ্ঞে বিশ্বহিতৈষণা এবং দেবযজ্ঞে ঈশ্বরোপাসনা সাধিত হয়। নিয়মিতরূপে এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিলে মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়—মানবজন্ম সার্থক হয়। ভগবদ্ভক্ত দূরদর্শী আর্য্যগণ এই অভিপ্রায়েই পঞ্চযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াগিয়াছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পঞ্চযজ্ঞের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, এখনকার নরনারী জ্ঞানের জন্য যেমন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, অর্থের জন্য যেমন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করেন, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সেইরূপ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, ভরসা করি তাহাতেই তাঁহাদের জীবন প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিবে। যে জাতি পঞ্চযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সে জাতি ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষক নহেন, এই বিশ্বজগতেরই গুরুস্থানীয়।

লেখিকা

শ্রীমানকুমারী বসু।*

* পঞ্চযজ্ঞের পারিতোষিক রচনায় লেখিকা পারিতোষিক-যোগ্যা হইয়াছেন। বা, বো, স।

তাপমান যন্ত্র।

(৩৪৩ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর)

ইংরাজ চিকিৎসকগণ সহজে শরীরের অবস্থা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য যে তাপমান ব্যবহার করেন, তাহাকে রোগী সম্বন্ধীয় তাপমান(Clinical Thermometer) কহে। এই যন্ত্র ব্যবহারে বিনাক্লেশে শরীরের উত্তাপ ও নাড়ীর অবস্থা অবগত হওয়া যায় এবং ইহার ব্যবহার সকলেই করিতে পারেন।

মনুষ্যের বগল সর্ব্বদা গরম থাকে, এ নিমিত্ত তাপমান যন্ত্রের পারদগর্ভভাগ বগলের মধ্যে দিয়া কিয়ৎক্ষণ চাপিয়া রাখিলেই উষ্ণতা জন্য পারদ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নিবৃত্ত হইবে। পরে বগল হইতে যন্ত্রটী লইয়া পারদধাতুর বিস্তৃতি নিরীক্ষণ করিয়া দেহস্থ উষ্ণতা স্থির করিতে হইবে। সহজ অবস্থায় ৯৮ বা ৯৮॥ কিম্বা ৯৯° অংশ পর্য্যন্ত পারদ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত বিস্তৃত হইলেই জ্বর বোধ করিতে হইবে। সচরাচর জ্বরে ১০১।১০২।১০৩° শ গরম হইয়া থাকে। ইহার পর ১০৪°।১০৫°।১০৬° শ পর্য্যন্ত জ্বরে গরম হইলে বিষম জ্বর হয়। সে জ্বরে প্রায় কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারে না, অনেক সময় সহসাই মৃত্যু হয়। যখন সহজ অবস্থা ৯৯।৯৮।। বা ৯৮°শ হইতে ৯৭।৯৬।৯৫°শ

পর্য্যন্ত পারদ সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিবে, তখন বুঝিবে রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে। এই সময় উষ্ণকারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে রোগীর ৯৪।৯৩।৯২°শ পর্য্যন্ত পারদ সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইবে, তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন, পরিত্রাণলাভ দুষ্কর। যে রোগীর ৯১ কি ৯০°শ পর্য্যন্ত পারদ সঙ্কুচিত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে, তাহার মৃত্যু অবধারিত।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪২ সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠার পর।)

যে সকল ভূমিতে পূর্ব্বে কখন কোন সার দেওয়া হয় নাই, এবং যদি তাহাতে অধিক উদ্ভিজ্জ জীবিত থাকে, সেই সমস্ত উদ্ভিজ্জ বিনষ্ট করিতে হইলে, চূণ পাঁজা হইতে লইয়াই (অর্থাৎ যখন ইহা অতিশয় ক্ষয়কারী থাকে) ছড়াইতে হয়। সামান্য জমিতে দিতে হইলে, এত নূতন চূণ কেহ ব্যবহার করে না। পতিত জমির উপর ক্ষয়কারিতার গুণ দর্শে, কিন্তু ফশলের জমি অঙ্গারক অম্ল (Carbonic Acid) বিযুক্ত হইলে হানির সম্ভাবনা।

মেঃ ক্লেক, একজন কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ সাহেব সার প্রয়োগের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "যত চূণ যেরূপ পরিমিত ভূমির উপর দিতে হইবে, তাহা যেখানে অতি সহজে জল পাওয়া যাইতে পারে, এমন স্থানে গাদা করিয়া রাখিবে। ইহাতে তাহার ক্ষয়কারিতার হ্রাস হইবে। ইহা শীতল হইলে (দুই তিন দিন পরেই হয়) গাড়িতে বোঝাই করিয়া ক্ষেত্রের নিকট লইয়া যাইবে, এবং বড় কোদালের দ্বারা সমান করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিবে। লোকে সমস্ত ক্ষেত্রের উপর ছোট ছোট গাদা করিয়া রাখে, এবং তাহা এইখানে বৃষ্টিতে শিথিল হয়। কিন্তু এই প্রকরণ দূষণীয়। ইহাতে অধিক বৃষ্টি পাইলে উত্তম চূণ না হইয়া গোলা হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় সমান করিয়া ছড়াইয়া দিবার সুবিধা হয় না, এবং চূণ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশে না।" মেঃ ওয়াইট কহেন যে, ছড়াইবার সময় জমি ও চূণ উভয়েরই শুষ্ক ভাব থাকা উচিত। এক স্থানে চূণ কোন মোকর্দ্দমার জন্য কয়েক বৎসর গাদা করা ছিল, এক জাতীয় জমিতে ইহার এবং গোলা চূণের পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু চূর্ণ চূণই অপেক্ষাকৃত উপকারক স্থির হইল।

যেখানে অধিক পরিমাণে চূণ প্রস্তুত হয়, এবং সমুদয় বৎসর পাঁজা থাকে, সেখানে বড় উপযোগী ঋতুর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। শীতকালে ইমারতের

গাঁথনির জন্য ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যে চূণ প্রস্তুত হয় না। গ্রীষ্মকালই চূণ তৈয়ারের প্রসিদ্ধ সময়। মাঠে চষিবার সম্পূর্ণ এক বৎসর পূর্ব্বে ছড়াইলে চূণ জমির উপর স্থির হইয়া বসে। যদি ছড়াইবার অল্প সময় পরেই জমি চষা হয়, তাহা হইলে ইহা কর্ষিত মৃত্তিকার নীচে পড়ে এবং ক্রমে মাটির ভিতর ডুবিয়া যাইতে থাকে, সুতরাং কোন গুণ দর্শে না। এক ক্ষেত্রের কিয়দংশ চষিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে চূণ দেওয়া ছিল, এবং অবশিষ্ট অংশ এক বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া হয়; উভয় অংশেই সমান পরিমাণে দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে ছোলার ফশল হইলে, পূর্ব্বোক্ত অংশে প্রতি বীজে দশটী করিয়া এবং শেষোক্ত অংশে প্রতি বীজে ছয়টী করিয়া ফলিয়াছিল।

চূণ প্রয়োজনের পরিমাণ ভূমির উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ভাগাড় জমিতে এবং পর্ব্বতের উপরে অধিক পরিমাণে আবশ্যক। ডার্বিসায়ারে প্রতি তিনবিঘা অর্দ্ধকাঠা বা একর (Acre) জমিতে ১০০০ বুসেল (Bushel)* বা ২৩৭ মণ ২০ সের প্রয়োগ করাতে উত্তম ফল হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ৩০০ বুসেল(৭১মণ ১০ সের), কোন কোন স্থানে ৫০০ বুসেল (১১৮ মণ ৩০ সের) প্রয়োগ করিতে দেখা গিয়াছে। অন্য স্থলে ভূমির উপযোগিতা ভেদ বশতঃ (৮ মণ ২২সের হইতে ৩৮ মণ) পরিমাণের অনেক স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ স্থলে ৩৬ হইতে ১৬০ বুসেল প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

পর্ব্বতে, নামাল ভাগাড় ও কর্দ্দম ভূমিতে চূণের অধিক আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ওয়ারিকসায়ারের সেরিডেন হিথে একটী ক্ষেত্রের ত্রিশ বিঘা পাচ কাঠা জমিতে এক বৎসর তিন বার করিয়া মেষবিষ্ঠার সার দেওয়া হয়, ৩০ বিঘা ৫ কাঠা পচা গোময় দ্বারা সার করা হয়, এবং ৩০ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে চূণ প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত জমিতে ছোলা ও অন্য বীজ বপন করে। যে অংশে মেষবিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দশ ছালাও ছোলা উৎপন্ন হয় নাই, এবং অন্য বীজগুলি জড় করিবার যোগ্যই হয় নাই, যে অংশে পচা গোময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও প্রায় তদনুরূপ ফসল হয়, কিন্তু যে অংশে চূণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ছোলা ও অন্য বীজ উত্তমরূপ ফলিয়াছিল।

অনেকস্থলে এমত মাটী থাকে যে, তাহা শুষ্ক, হালকা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় মূলে পরিপূর্ণ, এবং পতিতাবস্থায় তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। এরূপ জমিতে উত্তমরূপে চূণ প্রযুক্ত হইলে মূল সকল বিনষ্ট হয় এবং জমি আঁটিয়া যায়, ও রস শোষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার পর ইহার উপর হাঁটিলে পা ডুবিয়া যায় না এবং অপেক্ষাকৃত উত্তম ও অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। চূণের দ্বারা উত্তপ্ত বালুকারও উৎপাদিকা শক্তি জন্মিয়াছে। (ক্রমশঃ)

* বুসেল—/৯॥ সের।

আহার সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রুচি।

শুক্তির মধ্যে যে শাঁস থাকে ইউফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ তুরক জাতি, তাহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এবং তাহা যে কেহ আহার করিতে পারে তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না; কিন্তু ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসীস্ এবং অন্যান্য কতকগুলি ইয়োরোপীয় জাতির নিকট উহা অতি উপাদেয় খাদ্য।

প্রশান্ত মহাসমুদ্র তীরবর্ত্তী আমেরিকার উপকূলে যে আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্ জাতি বাস করে, তাহারা পঙ্গপাল উড্ডীন হইলে অতীব আনন্দিত হয়। পঙ্গপাল তাহাদের প্রিয় খাদ্য। উহা সংগ্রহ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক কয়েক দিবস তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করা হইয়া থাকে, পরে তাহা চূর্ণ করিয়া পাত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়, এবং উহাই বহুকাল ধরিয়া ভক্ষিত হইয়া থাকে।

ফ্রাঙ্ক বকলেণ্ড নামক একজন ইংরাজ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সংকল্প করিয়াছিলেন যে পৃথিবীস্থ সকল জাতি যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, তিনি তৎসমুদায় পদার্থ আস্বাদন করিয়া দেখিবেন। তিনি এই সংকল্প যতদূর পারেন কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি নানা জাতীয় সর্পের মাংস আস্বাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহা গোমাংসের ন্যায় সুস্বাদু!

বাঁধা কপি দুই তিন মাস কাল জলে রাখিলে তাহা পচিয়া গিয়া যে পদার্থ সৃষ্ট হয়, রুশ জাতির অনেকে তাহা অতি উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা করে।

প্রশান্ত মহাসমুদ্রস্থ কোন কোন দ্বীপবাসিগণ টিকটিকি ও কুম্ভীরের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে। ব্রেজিলবাসীরা এবং শ্যামদেশীয় লোকেরা পিপীলিকার ব্যঞ্জন সুখাদ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। সিংহল দ্বীপবাসিগণ যখন মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করে, তখন মধুমক্ষিকাগুলির মধ্যে যতগুলি পারে, তাহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং মধুর সহিত কিম্বা বিনা মধুর সাহায্যে মধুমক্ষিকাগুলিও আহার করে।

চীনবাসিগণ মূষিকের মাংস আহার করিতে খুব ভাল বাসে। বিড়াল ও কুকুরের মাংসও চীনবাসিগণের অতি প্রিয় খাদ্য। চীনদেশে মাংসবিক্রেতার দোকানে ভেড়ার মাংসের সহিত বিড়াল কুকুরের মাংস বিক্রীত হইয়া থাকে। তথায় অন্যান্য মাংস অপেক্ষা কুকুর বিড়ালের মাংসের মূল্য অধিক। মূষিকগুলি টাকায় এক ডজনের হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাকালে নরমাংস ভক্ষণ রীতি প্রচলিত ছিল, এবং আজকালও কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় এজ্‌টেক্ জাতির মধ্যে এই

প্রথা প্রচলিত ছিল—যুদ্ধে যে ব্যক্তি যাহাকে হত্যা করিত,সে পরে তাহার মাংস আহার করিত। এজ্‌টেক্‌ জাতীয়দিগের সম্রাট প্রত্যহ নরমাংস ভক্ষণ করিতেন। অদ্যাবধি মেয়োরি নামক অসভ্য জাতীয় লোকেরা এ মাংস আহার করিয়া থাকে।

চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন, কোন ইংরাজ পরিব্রাজক তাহার তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলেন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তাঁহাদিগের প্রাত্যহিক আহার্য্য; লবণাক্ত কিঞ্চুলক(কেঁচো), জাপান দেশীয় পরিষ্কৃত চর্ম্ম, ডিম্ব, কুম্ভীরের মাংস, হরিণের মাংসপেশী, ভল্লুকের পদাগ্রভাগ, এবং কুক্কুরশাবকের ও বিড়ালের মাংস।

স্পেনদেশে একটী অভিনব ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহাকে স্পেনদেশীয় ভাষায় "অলা পড্রিদা" কহে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এইরূপ;—একটী প্রকাণ্ড পাত্রে জল দিয়া উহা চুল্লীর উপর বসাইয়া দিতে হইবে। জল উত্তপ্ত হইলে উহার মধ্যে এক তোলা বা দুই তোলা পরিমাণ সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও সর্ব্বপ্রকার কীট পতঙ্গ ও প্রাণীর মাংস নিক্ষেপ করা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ সমস্ত মিশ্রিত হইয়া সুসিদ্ধ হইলে তাহা ভক্ষণ করা হয়। স্পেনদেশীয় লোকেরা "অলা পড্রিদা" অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৮এ অক্টোবর পারিসের এক হোটেলে মৃগীরোগে মহারাজ দলীপ-সিংহের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে কোনও আত্মীয় ছিল না। গত ২৮এ তারিখে লণ্ডনের এলহিডেন সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে-শ্বরী ও যুবরাজ প্রতিনিধিদ্বারা মাল্যোপ-হার পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহার জীবন একটী শোকান্ত উপন্যাস। ইঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের ২ পুত্র ও ৪ কন্যা জীবিত আছেন।

২। পরলোকগত জষ্টিস টিলাঙের শূন্য-পদে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মনো-নীত হইয়াছেন। ইনি এপদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৩। হিউম সাহেব, নর্টন সাহেব ও দাদাভাই নৌরজী এই তিনজন কন-গ্রেসের উৎসাহী সভ্য একসঙ্গে গত ২৯এ অক্টোবর ব্রিণ্ডিসি ত্যাগ করিয়াছেন, শীঘ্র ভারতে উপস্থিত হইবেন।

৪। বোম্বাইয়ের সার দিনসা মাণক-জি পেটিট পারসীদিগের জন্য একটী হাসপাতাল স্থাপনের অভিপ্রায়ে একটী

সম্ভ্রান্ত কমিটীর হস্তে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এই হাসপাতাল তাঁহার পিতার নামে উৎসর্গিত হইবে।

৫। মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা লুসী বুথ যিনি ভারতে প্রচার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত তিনি শীঘ্র কলিকাতায় আসিতেছেন। স্থানীয় বিদুষী রমণীগণ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে ভাল হয়।

বামা-রচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

ভারতের পুরাতন সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি কে আর প্রতিধ্বনিত করিয়া, ভারতআকাশে বিঘোষিত করিবে? যে সকল পুরাতন কাহিনী সময়ের পরিবর্ত্তনরূপ চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে আর সংগ্রহপূর্ব্বক ভারতের মঙ্গলাচরণরূপ পর্ব্বসকল আবিষ্কার করিয়া ভারতমহিলাদিগের সৎকার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধন করিবে? সে যোগাশ্রম—সে পূজ্যপাদ ঋষিদের শান্তিময় নির্জ্জন পর্ণকুটির নাই, যেখানে বসিয়া তাঁহারা বিশ্ববিধাতার মঙ্গলগাথা গান করিতেন। যে গীতধ্বনি দেশ, দেশান্তর, নগর, প্রান্তর, বন, উপবন বিদীর্ণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে যাইয়া পৌঁছিত, যে গীতধ্বনি গন্ধবহ আপন মস্তকে ধারণ করতঃ দূর হইতে সুদূরে লইয়া গিয়া সমগ্র জগৎ পবিত্র করিত; সে বিশ্বজনীন প্রেমের গীত কে গাহিবে! যে প্রেমের পবিত্রবন্ধনে তুমি আমি চরাচর বিশ্বসংসার বাঁধা, যে প্রেম একই সুন্দরবস্তু হইতে নিঃসৃত হইয়া, পিতৃরূপে পিতার, মাতৃরূপে মাতার, ভ্রাতৃরূপে ভ্রাতার, ভগিনীরূপে ভগিনীর, স্ত্রীরূপে স্ত্রীর, পুত্ররূপে পুত্রের হৃদয়ে সুন্দররূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া এ বিশ্বসংসারকে কি এক অভিনব প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রেমরূপিণী বিশ্ববিধাত্রী মঙ্গলময়ী জননীই জানেন তিনি কোথায় নির্জ্জনে কোন্ লীলা পটের অন্তরালে থাকিয়া একটি একটি অভিনব আশ্চর্য্য আনন্দময় স্মৃতি হৃদয় মধ্যে জাগরিত করিয়া দিয়া যাহা বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা মানবপ্রাণকে আবার আন্দোলিত করিবার জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মহাত্মাদিগের স্মরণপথে আনিয়া দিতেছেন।

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্বের কথা মনে হইয়া আমার অনুপম আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। সেই দিন কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার দিন, সে দিনের কি

* পারিতোষিক-যোগ্য না হইলেও রচনাটী সংক্ষেপে মন্দ হয় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইল। বা। বো. স।

মধুময় দৃশ্য! দিব্য বিচিত্র আসনে নূতন বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সহোদর উপবেশন করিলেন, সহোদরা সহোদরের মঙ্গলকামনার্থে মঙ্গলাচরণ ও জয়ধ্বনি করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধিচন্দনে চর্চ্চিত করত মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর চরণে কায়মনোবাক্যে তাহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পরে স্বহস্তে সেই সহোদরকে নানা উপকরণ সম্বলিত প্রীতিভোজন করাইয়া আনন্দিতা হইলেন। এই কি সহোদরার সহোদরের প্রতি ভক্তি প্রেম স্নেহ প্রীতির সুন্দর দৃশ্য নয়? এমন কে আছে সংসারে, সেই দিনের সেই সুন্দর মধুময় দৃশ্য দেখিয়া, আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারেন? ইহা কি বিশ্বজনীন প্রেমের আভাস নয়? ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, দেখিয়া কে আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? আজ সেই আনন্দের দিন মনে করিয়া, বিশ্বজননীর চরণে প্রণিপাত করত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার বিশ্বজনীন ভাব যথাসাধ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। হে বিশ্ববিধাত্রী করুণাময়ী জননী! আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার পবিত্র নাম মহিমান্বিত করিতে পারি, আমাদিগকে এমন শক্তি দাও। সর্ব্বদা যেন তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন ও আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হই। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে কখনও যেন তোমা হইতে বিচলিত না হই। তুমি সর্ব্বদা আমাদের সহায় হও, তোমার পবিত্র চরণে বার বার নমস্কার করি।

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" এই পর্ব্ব বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত, কোন্ সময়ে এবং কাহা কর্তৃক এই প্রথার প্রচলন হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যিনি ইহা আবিষ্কার করেন, তিনি যে বহুদর্শী ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভাই ভগিনীর এমন সুন্দর সম্বন্ধ ও মধুর সমাবেশ আর কিছুতেই নাই। এইরূপ প্রবাদ আছে যে যমুনা আপন সহোদর যমকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন অর্চ্চনা করাতে যম মৃত্যুর অতীত হইয়াছেন। যদিচ ইহা দেশাচার মধ্যে পরিগণিত বলিয়া অনেক পাশ্চাত্যশিক্ষিত জ্ঞানিলোকেরা ইহার কথা শুনিবামাত্র নানাপ্রকার বিদ্রূপসূচক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহাহইলে ইহার মধ্যে যে গূঢ় মর্ম্ম আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

অতএব উক্ত দিনে ভ্রাতৃ অর্চ্চনা না করিলে ভ্রাতার পরমায়ু হ্রাস হয়। জনসাধারণের বিশেষতঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সহোদরার সহোদরের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রীতি থাকাতে, সহোদরের মঙ্গল কামনায় কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতৃ-অর্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত মূল তত্ত্ব নহে। অজ্ঞ-

লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত কোন বহুদর্শীব্যক্তি এই প্রবাদ রচনা করিয়াছেন। ইহা বিশ্বজনীন সম্ভাবের মূলীভূত কারণ। এই জগতে ভাই ভগিনী সম্বন্ধ যে কি অমূল্য পদার্থ এই পূর্ব্বে তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন সুন্দর মধুর সম্ভাবের সমাবেশ আর কোথায়ও আছে কি না সন্দেহ। এই দিনে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে যতই মনোমালিন্য থাকুক না কেন, সমস্ত দূরীভূত করিয়া উভয়েই উভয়কে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা ও স্নেহ করিয়া থাকেন। এমন সুন্দর সম্বন্ধ ধরাধামে আর নাই, ইহা জগদীশ্বর-প্রদত্ত সম্বন্ধ। "ভাই" এই কথাটি মনে হইলে মন আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। ভাইয়ের সুখ দেখিলে যতই বিদ্বেষভাব ও দুঃখ মনোমধ্যে থাকুক না কেন, সমস্ত দূর হইয়া মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হয়।

এক গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, একই মাতার স্তন পান করিয়া, একই যত্নে ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, এরূপ সম্ভাব স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই এমন যে স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ, লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতা ভগিনীর কতই অনিষ্ট আচরণ করিয়া থাকে ও মর্ম্মান্তিক বেদনা দেয়। ইহা বড়ই দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। উক্ত পর্ব্ব ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বহুশতাব্দি হইতে উক্ত পর্ব্ব চলিয়া আসিতেছে এবং যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধুময় ভাব ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে, তথাপি স্থানে স্থানে ইহা পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল রহিয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করতঃ ইহার মধুরতা অনুভব করিতে পারেন না, এবং ইহার মধ্যে যে গূঢ়ভাব আছে, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহা অতীব শোচনীয় বিষয়। পূর্ব্বের ন্যায় আর এখন ভ্রাতাদের ভগ্নীগণের প্রতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা স্নেহ মমতা দৃষ্ট হয় না, এবং ভগিনীগণেরও পূর্ব্বের ন্যায় ভাইয়ের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রীতির হ্রাস দেখা যায়। এমন যে দুর্লভ ভ্রাতৃসম্বন্ধ যাহা আমরা বিশ্বজননীর প্রসাদে ভূমিষ্ঠ হইয়াই লাভ করি, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অতীব শোচনীয় সন্দেহ নাই। উপসংহারে আর্য্য ভাই ভগিনীদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন এ বিষয়টি একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।
কুড়িগ্রাম, জেলা রংপুর।

অভাগা বালক*।

১

তারাও মায়ের ছেলে, বাপের সন্তান;
তারাও বিধির কার্য্যে,
এসেছিল নর-রাজ্যে,
উন্নতি, পূর্ণতা-তরে তাদেরো পরাণ!
তারাও মায়ের ছেলে, বাপের সন্তান!

২

তাদেরো উদরে ধরে অভাগী জননী;
শৈশবে সে সোণামুখ,
হেরি উছলিত সুখ,
আদরে মা চুমো দিত ব'লে "যাদুমণি"
তাদেরো গড়িত কত যতনে জননী!

৩

বাপের হৃদয়ে আশা উঠিত উথলি,
ছেলে হবে সুসন্তান,
সাধু জ্ঞানী কীর্ত্তিমান,
বংশের গৌরব হবে "বংশধর" বলি!
বাপের কতই আশা উঠিত উথলি!

৪

হা অভাগা! মা'র সেই আঁচলের ধন,
বাপের নয়নমণি,
বান্ধবের সুখ-খনি,
জীবন্ত শোকের ছবি!—এ কি বিড়ম্বন!
সয় কি এ দুঃখজালা,
সেই ছেলে বোবা কালা,
সুখসাধ-তরু হায় সমূলে পতন!
অনন্ত শোকের ভরা হৃদয়ের ধন!

৫

হতভাগা শিশো! তোরা এ ভব-ভবনে,
কেন এসেছিলি বল,
অশরণ দুরবল!
হা কুগ্রহ "গলগ্রহ" পরে করে মনে!
চাহিতে ও মুখ পরে,
মা বাপের আঁখি ঝরে,
কত বিভীষিকা জাগে জাগ্রত স্বপনে!
তা'রা চায়, চলি যায় সুদূর বিজনে!

৬

হায় কি ক্ষোভের ভরা ও কচি পরাণ,
একটী দিনের তরে,
ডাকিলি না "মা'মা" ক'রে,
বলিলি না "বাবা" কথা অভাগা সন্তান!
শত রোগ শোকে মরি,
তবু মা বাবারে স্মরি,
সকল আগুণ যেন হয় নিরবাণ!—
কিছু জানিলি না তোরা অভাগা সন্তান!

৭

বুঝিলি না নর-হৃদে কি যে সাধ আশা,
ভাই, বোন, সাথি-সনে
খেলা ধুলা আলাপনে,
পারিলি না ঢেলে দিতে প্রীতি ভালবাসা!
পাইয়া মানব-প্রাণ,
চিনিলি না ভগবান্!
"কথার কাঙ্গাল" হলি, শিখিলি না ভাষা!
বুঝিলি না মানবের কি যে সাধ আশা!

৮

এহেন বিষাদপূর্ণ ভাগ্যহীন প্রাণ—

* কলিকাতা সিটীকলেজের মূক ও বধির বালকদের শিক্ষালাভ উপলক্ষে লিখিত।

বাড়াতে জীবের জ্বালা,
এই সব বোবা কালা,
কেন গো জগতে তুমি দিলে ভগবান্ ?
খুলে কি বলিব আমি—
তুমি তো অন্তরযামী,
তোমারে যে কবে লোকে "নিঠুর পাষাণ,"
এদেরে পাঠালে ভবে কেন ভগবান্ ?

৯

না! না!—মোরা হীনমতি ক্ষুদ্রাশয় নর,
জানি না বুঝি না হরি!
তোমারেই দোষী করি,
ভাবি না যে তুমি নাথ, করুণা-সাগর!
এ যে দেখি তব বরে,
সিটী কলেজের ঘরে,
বোবা শিশু-মুখে আহা! ফুটিছে সুস্বর!
ধন্য ধন্য প্রেমময় দয়াল ঈশ্বর!

১০

অভাগারা কথা কয় চিরদিন পরে,
চির সাধ মিটাইয়ে,
শিশুকণ্ঠ প্রকাশিয়ে,
"মা"বলিয়া ডাকে আজি সোহাগের ভরে!
আনন্দে পাতিয়া হাত,
বলে "ও মা! দাও ভাত"
শুনিতে শিহরে দেহ, চোখে জল ঝরে!
বোবা ছেলে কথা কয় এতদিন পরে!

১১

কে জানে তোমার লীলা, লীলাময় হরি।
তব বরে দয়াময়!
সকলি সম্ভব হয়,
আমরা বুঝি না তাই একে আর করি!
অধম, জীবন্ত জড়
বোবা কালা হীননর,
লেখে, পড়ে, ছবি আঁকে, কি অনন্দ মরি!
মা বাপের বুকে ছোটে সুখের লহরী!

১২

তাঁরাও সহস্র ধন্য, মিলি যে ক'জন
এই সব অভাজনে,
স্নেহ ভরে, সযতনে,
পশুত্ব ঘুচায়ে দেন মানব-জীবন!
শত ক্লেশ অবহেলি,
বিঘ্ন বাধা পায়ে ঠেলি,
বিধির আদেশ শুভ, করেন পালন!
ধন্য এ উদ্যম আশা—ধন্য এ সাধন!

১৩

আমি ডাকি, আয় তোরা দেশীয় জননি!
যার কোলে ছেলে আছে,
পরের ছেলের কাছে,
মায়ের হৃদয় নিয়ে, আয় রে এখনি!
মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ,
অভাগা বালকে দেহ,
মরতে যে মা'র মায়া সংসার-পালনী।
আমি করি আবাহন,
দেশীয় ভগিনীগণ!
আয়রে এদেরো হ'তে সোদরা ভগিনী!
ভগ্নীভাব সুধাধারা
হৃদয়ে পালিছে যারা,
আসুক ছুটায়ে তারা প্রীতি-স্রোতস্বিনী!
নারী-হৃদি যার আছে,
আয় সে ব্যথীর কাছে,
ঢেলে দে মমতা, দয়া, ভারতবাসিনি!
রমণী "অবলা দীনা"
রমণী "শকতি হীনা"
তা ব'লে রমণী নহে "নিরেট পাষাণী";
দেশের পুরুষগণ,
স'পি দেহ, মন, ধন,
খাটিছে এদেরি তরে দিবস যামিনী ?
রমণী কেমনে সবে,
কেমনে নীরবে রবে,
তারা যে শিশুর মাতা, ভ্রাতার ভগিনী!
তাই ডাকি, আয় হেথা. ভারতবাসিনী!

শ্রী মা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৭ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১৩০০—ডিসেম্বর ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রাজ প্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড লান্সডাউন সস্ত্রীক ও সদল সিমলা শৈল হইতে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। নবজিত ব্রহ্মরাজ্যে রাজপ্রতিনিধির এই প্রথম পদার্পণ, খুব সমারোহ হইবার কথা।

বেলুচিস্থানের নূতন ব্যবস্থা—গত ১০ই নবেম্বর কোয়েটার এজেণ্ট সার জেমস ব্রাউন পদচ্যুত খুদাদাদ খাঁর পুত্র মীর মামুদ খাঁকে খিলাতের সিংহাসনে অভিষেক করিয়াছেন। তিনি বেলুচিস্থানে সর্দ্দারগণসহ ইংরাজরাজভক্ত হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী—ইনি স্কটলণ্ডে ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া উচ্চ উপাধি সকল লাভ করিয়াছেন—পূর্ব্বেই আমরা জানাইয়াছি। গত ১৬ই নবেম্বর ইনি সুস্থশরীরে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইনি দক্ষতার সহিত চিকিৎসাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনার উন্নতি ও দেশের হিতসাধন করুন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

ইংরাজের জয়—ইংরাজ চার্টার্ড কোম্পানী আফ্রিকার দক্ষিণে মেটাবিলি দেশে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিতে যাওয়াতে তত্রত্য অসভ্যজাতিদিগের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ বাধে, ইংরাজপক্ষ জয়যুক্ত হইয়াছেন।

সর্পদংশনের চিকিৎসা—মান্দ্রাজের চিঙ্গলিপটের ডাক্তার টমাসের নিকট মৃতবৎ এক সর্পদষ্ট ব্রাহ্মণকে আনা হয়, তিনি তাহার গাত্রের স্থানে স্থানে ছিন্ন করিয়া কুঁচলা বিষমিশ্রিত

জলের পিচকারী দেন, ইহাতে সে ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ পরে সচেতন হইয়া বাঁচিয়া উঠে। "বিষস্য বিষমৌষধং।"

কাপ্তেন রোহিণী—মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী লুসী বুথ ভারতের প্রচার-কার্য্যের প্রধান ভার লইয়া অতি উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। গত ২১এ নবেম্বর বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তিনি অল্পবয়স্কা বালিকা হইয়া যেরূপ নিষ্ঠাবতী, ত্যাগপরায়ণা ও ভারতের হিতব্রতে অনুরাগিণী, তাহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি।

ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ।

পরমেশ্বরকে জানিবার অধিকার সকলেরই আছে এবং সকলেই তাঁহাকে অনুসন্ধান করে। কিন্তু জ্ঞানীরাই তাঁহাকে যথার্থ জানিতে পারেন, অজ্ঞানীরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই বিষয়ে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বলিতেছি।

একদা দেবতারা ও অসুরেরা মনে মনে সংকল্প করিলেন যে আমরা সেই মহান্ আত্মাকে অনুসন্ধান করিব যাঁহাকে জানিলে স্বর্গাদি সকল লোক ও মোক্ষাদি সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরদিগের মধ্যে বিরোচন প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া প্রজাপতির নিকট সমিৎ হস্তে * লইয়া গমন করিলেন। তাঁহারা হিংসাবশতঃ পরস্পরের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র পথ দিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ প্রজাপতি গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যা শেষ হইলে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছ? তাঁহারা উত্তর করিলেন—আপনি বলিয়াছেন যে "যে আত্মা অপহত-পাপ, অজর, অমর, শোক, ক্ষুৎপিপাসা-বর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁহার সকল লোক ও সকল কামনা প্রাপ্তি হয়।" হে ভগবন্! আমরা সেই জ্ঞান লাভেচ্ছায় এখানে আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছি।

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই সেই

* পূর্ব্বকালে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য গুরুসন্নিধানে যাইবার সময় শিষ্যগণ সমিৎ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া গমন করিতেন।

আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনি অভয়, তিনি ব্রহ্ম।

ইন্দ্র ও বিরোচন মনে করিলেন যে চক্ষুতে যে ছায়া দেখা যায়, তাহারই কথা বুঝি প্রজাপতি কহিলেন; সেইজন্য তাঁহারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জলেতে অথবা আদর্শে যে ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহাই কি আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন উভয়েতেই সেই আত্মা দৃষ্ট হন।

প্রজাপতি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বলিলেন ঐ জলপূর্ণ পাত্রে আত্মাকে গিয়া দেখ; যদি তাহাকে না দেখিতে পাও, তবে আমার নিকট পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিও। তাঁহারা সেই জলপূর্ণ পাত্রে দেখিতে লাগিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিলে? তাঁহারা বলিলেন, ভগবন্! আমাদেরই ছায়া আলোম আনখ পর্য্যন্ত দেখিতেছি।

প্রজাপতি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের শরীর পরিষ্কৃত করিয়া, সুন্দর বেশভূষাদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া ঐ জলে দর্শন কর। তাহারা তদ্রূপ করিলে পর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিলে? তাঁহারা বলিলেন ভগবন্! আমরা যেমন পরিষ্কৃত ও স্বালঙ্কৃত সুসজ্জিত হইয়াছিলাম, জলেতে সেইরূপ দেখিলাম।

প্রজাপতি বলিলেন উহাই সেই আত্মা. উহাই অমৃত এবং অভয়। ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মদর্শন করিয়াছি ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনেকেই এইরূপ ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন! প্রজাপতি মনে মনে করিলেন, যেহেতু ইহারা ব্রহ্মকে না জানিয়া এবং উপলব্ধি না করিয়া চলিয়া গেল, ইহাদের পরাজয় হইবে। ইহারা শরীরকেই আত্মা মনে করিল, সুতরাং আত্মসুখ, আত্মমর্য্যাদা, আত্মযশ ঘোষণাই ইহাদের পরমধর্ম্ম হইবে—ইহারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিবে না।

এদিকে বিরোচন ব্রহ্মকে জানিয়াছি এই আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া অসুরদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি সেই অমৃত অভয় পুরুষকে জানিয়াছি শ্রবণ কর। দেহই ব্রহ্ম, এই জগতে দেহেরই পূজা, দেহেরই পরিচর্য্যা করিবে। দেহের পূজা ও পরিচর্য্যা করিলে ইহলোক ও পরলোক জয় করা যায়। অসুরেরা এই কথা উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান মনে করিল এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল। তদবধি অসুরেরা দান করে না, সৎকর্ম্ম করে না, যজ্ঞ করে না। আহার বিহার বেশভূষা আমোদ প্রমোদই তাহাদের ধর্ম্ম। মৃতদেহকে গন্ধমাল্য বেশভূষাদ্বারা সুসজ্জিত করে। এই সকল অনুষ্ঠানদ্বারা তাহারা সকল লোক ও সকল কামনা প্রাপ্ত হইবে মনে করে।

কিন্তু ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকট গেলেন না। তিনি মনে মনে ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এই যে ছায়া দেখিলাম

যখন শরীরে ভূষণ থাকে, তখন তাহা ভূষিত বোধ হয়; শরীর সুসজ্জিত হইলে তাহা সুসজ্জিত, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত, অন্ধ হইলে অন্ধ, অপরিষ্কৃত বা ক্লেদযুক্ত হইলে অপরিষ্কৃত বা ক্লেদযুক্ত, ছিন্নহস্ত, ছিন্ন পদ হইলে ছায়াও ঐরূপ হয় এবং এই শরীরের বিনাশ হইলে ইহারও বিনাশ হয়, তখন ইহাকে জানিয়া ফল কি? ইন্দ্রের মনে এই সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি পুনর্ব্বার প্রজাপতিসমীপে গমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মঘবন্! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া বিরোচনের সহিত গমন করিয়াছিলে, পুনর্ব্বার কি অভিপ্রায়ে প্রত্যাগমন করিলে? ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! এই ছায়া শরীরেরই পরিবর্ত্তন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাতে কোন আত্মলক্ষণ দেখিতেছি না। তখন প্রজাপতি বলিলেন হে মঘবন্! তুমি যথার্থ বুঝিয়াছ। তুমি আর দ্বাত্রিংশ বর্ষ তপস্যা কর, পরে আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিব। ইন্দ্র দ্বাত্রিংশ বর্ষ তথায় অবস্থিতি করিলে পর প্রজাপতি বলিলেন, যিনি স্বপ্নাবস্থায় নানা ভোগ্য বিষয় উপভোগ করেন, তিনি সেই আত্মা, তিনি অমৃত, তিনি অভয়, তিনিই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার আবার সংশয় উপস্থিত হইল। যিনি স্বপ্নেতে ভোগ করেন, শরীর অন্ধ হইলে তিনি অন্ধ হন না, ক্লেদযুক্ত হইলে ক্লেদযুক্ত হন না, ছিন্নহস্তপদ হইলে ছিন্নহস্তপদ হন না এবং ধ্বংস হইলে ধ্বংস হন না বটে, কিন্তু স্বপ্নেতে তিনি শোক করেন, ক্রন্দন করেন, বিনাশ আশঙ্কা করেন, তবে ইহাই বা অমৃত অভয় কিরূপে হইতে পারে? অতএব তিনি পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গেলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন্! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার কি অভিপ্রায়ে আসিলে? ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে আত্মার কথা বলিয়াছেন তিনি যদিও শরীর অন্ধ হইলে অন্ধ হন না, চক্ষু নাসিকা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে তাহার ক্লেদ নির্গত হয় না, হস্তপদ ছিন্ন হইলে তাহার তদ্রূপ হয় না, শরীর বিনাশ হইলে তাহার বিনাশ হয় না; কিন্তু সেই স্বপ্নাত্মা আহত ও বিচ্ছিন্ন হয়, শরীর তাহার প্রিয় আশ্রয় জ্ঞান হয় এবং তিনি শোক করেন—রোদন করেন, অতএব তাঁহাকে জানিয়া ফল কি? প্রজাপতি উত্তর করিলেন, তুমি যথার্থ বুঝিয়াছ; তুমি পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশ বর্ষ তপস্যা কর, পরে আমি তোমাকে উপদেশ করিব।

ইন্দ্রের তপস্যা শেষ হইলে প্রজাপতি বলিলেন, যাঁহাতে বিশ্রাম করিয়া আত্মা সুপ্রসন্ন হয় আর স্বপ্ন দেখ না, তিনিই এই আত্মা; তিনি অমর ও অভয়, তিনি ব্রহ্ম।

ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুনর্ব্বার সংশয় হইল যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় ঐ সুষুপ্তাত্মার আত্মজ্ঞান থাকে না, ভূতাদি বাহ্যবস্তুর জ্ঞান থাকে না, তৎকালে তিনি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইবেন? সেইজন্য তিনি প্রজাপতির নিকট পুনর্ব্বার আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার সন্দেহ অবগত করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থিতি কর, তাহার পর আমি তোমাকে প্রকৃত ব্রহ্মের বিষয় শিক্ষা দিব। ইন্দ্র ঐ পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিলে পর প্রজাপতি বলিলেন হে মঘবন্! এই শরীর নশ্বর ইহা অমর ও অশরীরী আত্মার আবাসস্থান। এই শরীর প্রিয় ও অপ্রিয়ের অধীন। এই প্রিয় ও অপ্রিয় অবস্থাদ্বয়কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু আত্মা প্রিয় অপ্রিয়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্র অশরীরী। কিন্তু যেমন উহারা সূর্য্যরশ্মিদ্বারা ঐ আকাশ হইতে সমুত্থান করিয়া স্বস্ব রূপ ধারণ করে, সেইরূপে আত্মা সেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষের জ্যোতিদ্বারা এই শরীর হইতে সমুত্থান করতঃ স্বীয় যথার্থরূপ ধারণ করেন। তিনি উত্তম পুরুষ, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগ করেন, শরীরকে ভুলিয়া যান। যেমন অশ্বসকল যানে যুক্ত থাকে, সেইরূপ এই আত্মা শরীরে যুক্ত। যিনি বাহ্যবস্তু দর্শন করিবার ইচ্ছা করেন; তিনি আত্মা; যিনি গন্ধ আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা; যিনি বাক্য কহিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা; যিনি শব্দ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা; যিনি মনন করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা। মনঃ দিব্যচক্ষু; এই চক্ষুদ্বারা আত্মা সকল কামনার বিষয় ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। দেবতারা এই ব্রহ্মলোকে উত্থান করিয়া আত্মার আত্মা সেই পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা সকললোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল।

বিবী ফসেট্।

ইনি কে? ইঁহার বিশেষ পরিচয় ভারতবাসীকে দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইনি ভারতহিতৈষী মৃত মহাত্মা হেনরি ফসেটের সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী এবং রত্নপ্রসবিনী বিবি মিলিসেন্ট গ্যারেট ফসেট। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সফক্ বিভাগস্থ অর্বরো গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার পিতা নিউসন গ্যারেট অল্ডিবরো নগরের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব মেয়র বা মাজিষ্ট্রেট। প্রথমে ইনি একজন সামান্যা শিক্ষয়িত্রী সকাশে অল্পমাত্র শিক্ষালাভ করেন। পিতা-মাতা অবসর

পাইলে যখন গৃহে মিলিত হইতেন, মাতা মোজা বুনিতেন, ও পিতা মাতা উভয়েই কথোপকথনচ্ছলে ইহাকে ও ইহাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরা (যিনি এক্ষণে ডাক্তার বিবি গ্যারেট এণ্ডারসন্) উভয়কে শিক্ষাদান করিতেন। কবিতা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহাঁরা অধ্যয়ন করিতেন। কিরূপ অন্নচেষ্টায় ইহাঁর শিক্ষা যে পরিস্ফুট হইয়াছিল, ইহাই তাহার পরিচয়। একদিন ইহাঁর ভগিনী মোজা বুনিতেছেন, ইনি সেক্সপিয়র প্রণীত "ওথেলো" পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ একজন দীর্ঘকায় বলবান্ যুবক তথায় উপস্থিত। পাঠক পাঠিকাকে এই মহাত্মার পরিচয় এখানে দিতে হইবে কি? ইনিই আমাদিগের ভাবী বন্ধু মহাত্মা হেনরি ফসেট। ইনি এরূপ এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক বালিকাকে উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। আমাদিগের দেশে সকলে বলেন যে, জন্ম, মৃত্যু বিবাহ ঈশ্বর পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়া রাখেন। ইহাঁদিগেরও তাহাই হইল। ইনি উহাঁর বর, উনি ইহাঁর কন্যা। বিধাতার যখন নির্বন্ধ, তখন কোনও মতে কেহ কি তাহা খণ্ডন করিতে পারে? বিবাহ সম্পন্ন হইল।

স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উপর যাবজ্জীবন নির্ভর করিতেন। পরস্পরের উদার রাজনীতিতে পরস্পরে উপকৃত হইয়াছিলেন। স্ত্রী-স্বত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর জীবনের মহদুদ্দেশ্য। স্বামীও তাহার অনুমোদন করিতেন ও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। আবার যে শাস্ত্রে স্বামী বিশারদ, তাহা স্ত্রী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতেন। তিনি তাঁহার অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। শুধু তাহা নহে, বিবি ফসেট স্বয়ং অর্থনীতি বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আশা করা যায় এই পুস্তক খানি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। অগ্রে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া ফসেট কখনও কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিতেন না। এমন স্ত্রী হইলে কে না এইরূপ করিয়া থাকেন? একদা একস্থানে সভা হইতেছে, বিবি ফসেট বক্তৃতা করিতেছেন, বক্তৃতায় মুগ্ধ একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলা বলিয়া উঠিলেন যে "স্ত্রীতেই ফসেট গৌরবান্বিত।" আর একজন আর এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "ফসেট (অন্ধতাবশতঃ) স্ত্রীকে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহাকে ভাবিলেই যথেষ্ট।"

(ক্রমশঃ)

প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতা।

(শালুম্ব্রা সর্দ্দার)

রাজস্থানের মহারত্ন অমরাত্মা প্রতাপ সিংহের সর্ব্বসমেত সতরটী পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অমর সিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাণা প্রতাপ সিংহের মন একটী ঘোর আশঙ্কায় আকুল হইয়াছিল, এই আশঙ্কা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহকেলইয়া; কেন না তাঁহার পরোলোক গমনান্তে অমর সিংহই মিবারের উত্তরাধিকারী। মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রিয় মাতৃভূমি মিবারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চিন্তা করিতেছিলেন। অমর সিংহকে তিনি এই গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না, সুতরাং মৃত্যু শয়নেও তিনি মিবারের ভাবী অবস্থা কল্পনা করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রতাপ সিংহ সর্ব্বক্ষণ পুত্র অমর সিংহের চালচলন দর্শন ও আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে অমরের দ্বারা চিতোর উদ্ধার হইবে না; অধিকন্তু ভাবনা, স্বীয় স্বাধীনতা তিনি তুর্কির করে প্রদান করিয়া না বসেন। অমর অলস—অমর বিলাসী; পাছে তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের কঠোর বনবাসব্রত বিফল হইয়া মাতৃভূমি তুর্কির করায়ত্ত হয়,—পাছে অমর আলস্যে দিন কাটাইবার জন্য, বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তুর্কির করে মাতৃভূমিকে অর্পণ করিয়া কুটীরের পরিবর্ত্তে অট্টালিকায় বাস করেন।* কালের করাল গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার নাই, উত্তম, মধ্যম, অধম তোমার আমার নিকট বিচার্য্য, কিন্তু কাল সে সমস্ত বিচার করে না, তাহার বিশাল উদর অনন্তকাল অপূর্ণ, তাহার বুভুক্ষা অনন্তকাল বিস্তৃত, তাহার লোল রসনা অনন্ত কাল ভীষণ, তাহার ঘোর দংষ্ট্রা অনন্তকাল সাধু অসাধু, কুলতিলক কুলাঙ্গার, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকলকেই চর্ব্বণে চূর্ণ করিতেছে। যখন স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহের মুমূর্ষু অবস্থায় শীর্ণকঙ্কাল সকল তাড়িত বেগে কম্পিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, তখন রাণার সর্দ্দারগণ ব্যাকুলিতচিত্তে বাষ্পাকুলিতনয়নে তাঁহার ব্যথিত চিত্তকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শালুম্ব্রা সর্দ্দার কাতরবচনে তাঁহার অন্তিম শয়নেও শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় প্রতাপসিংহ ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন যে "কুমার অমরসিংহ সুখাভ্যস্ত, আলস্যপরায়ণ ও বিলাসী, তাহাদ্বারা যবনগ্রাস হইতে মাতৃ-

* মিবারপতি প্রতাপ সিংহের প্রতিজ্ঞা ছিল, যত দিন চিতোর উদ্ধার না হয়, তত দিন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিবেন।

ভূমিকে রক্ষা করিয়া পিতৃপুরুষগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব, তবে যদি আপনারা মিবারের শুভ্র যশঃরক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে আমি শান্তচিত্তে মৃত্যু শয়নে শায়িত হই।" রাণার বাক্য শেষ হইলে সকল সর্দ্দার একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! আমরা বাপ্পারাওলের পবিত্র সিংহাসনের দিব্য লইয়া শপথ করিতেছি, যতদিন একজন মাত্র জীবিত থাকিব, তত দিন কোন মতেই তুর্কিগণ মিবার ভূমি অধিকার করিতে পারিবে না।" রাণা প্রতাপসিংহ সর্দ্দারগণের এই বাক্যে আশ্বস্তচিত্তে শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ করিলেন।

রাজপুত-কুল-গৌরব, রাজস্থানের উজ্জ্বল নক্ষত্র রাণা প্রতাপসিংহ ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় অমর সিংহ তদীয় সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি সিংহাসন আরোহণ করিলে অমরাত্মা প্রতাপের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। অমর সিংহ পেশোলার ক্ষুদ্র কুটীরগুলি পরিত্যাগ করিয়া "অমর মহল" নামক একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় চাটুকারগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অমর সিংহ যদিও শৈশবাবধি পিতার বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোগল সম্রাট আকবর জীবনের শেষ সময় কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করায় মিবার ভূমিতে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতেছিল। চিতোর উদ্ধার না করিয়া প্রতাপের আত্মজের সে শান্তি উপভোগ করা নিতান্ত অনুচিত, তবুও অমর স্বেচ্ছায় সে শান্তিভঙ্গ করিলেন না। পঞ্চাশ বৎসর কাল মোগলকুলশেখর আকবর প্রকৃষ্ট প্রণালীতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। * জাহাঙ্গীর তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। অচিরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রণভেরী মিবারের প্রান্তদেশে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ভারত সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোগলপতির অধিকার বিস্তৃত ছিল, কেবল মিবারই মোগলের অধীনতা স্বীকার করে নাই। বোধ হয় সেই জন্যই জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র তাঁহার বিশাল অনীকিনী মিবারের প্রতিকূলে চালিত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর অমরের ন্যায় শান্তি উপভোগ করিতে ভাল বাসিলেন না। মিবার করায়ত্ত করিবার জন্য তাঁহার পিতার প্রাণপণ যত্ন ছিল, তিনিও সেই পথে অগ্রসর হইলেন। অমর সিংহের যে মাতৃভূমির প্রতি মমতা ছিল না অথবা শুভ্র যশঃ ইচ্ছা একেবারে ছিল না এমত নহে, কিন্তু চাটুকারগণের প্রলোভন বাক্যে ও নিজের আলস্যপরতন্ত্রতায় তিনি স্বকর্ত্তব্যে বিরত থাকিলেন। তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নিরুৎসাহ দেখিয়া সর্দ্দারগণ দারুণ অভিতপ্ত হইয়া উঠি-

* রাণা প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর আট বৎসর পরে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়।

লেন। তাঁহারা প্রতাপের নিকট যে শপথ লইয়াছিলেন তাহারই বা কি করেন! রাজার অনভিমতে যুদ্ধ করিলে প্রতাপের পুত্রের রাজসম্মান থাকে কৈ? আবার যুদ্ধ না করিলে প্রতাপের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষাই বা হয় কি প্রকারে? সর্দ্দারগণ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন; দুঃখে, ক্ষোভে ও রোষে অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কোন প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিলেন না। চন্দাবৎ বীর শালুম্ব্রা সর্দ্দার আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনার্থে রাজরোষকে অগ্রাহ্য করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে রাণা অমর সিংহকে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! দ্বারে শত্রু দণ্ডায়মান, বাপ্পারাওলের বংশধর, বীরপুঙ্গব প্রতাপ সিংহের পুত্র ও মিবার রাজ্যের অধিপতি হইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? আপনি এইরূপে কি স্বীয় কুলগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? একবার স্মরণ করুন দেখি, আপনি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—কাহার শোণিত আপনার ধমনী শিরায় প্রবাহিত। স্বদেশবৈরী মোগলদল আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, আর আপনি কিনা চাটুকার দলে পরিবৃত হইয়া ভীরু, বীর্য্যহীন কাপুরুষের ন্যায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন! ভাবিতেছেন কি? মুসলমানগণ আপনার রাজ্য বিধ্বংস করিবে, জীবনস্বরূপিণী রাজপুতমহিলাগণকে কলঙ্কস্পর্শে কলঙ্কিত করিবে, আপনার প্রজাবর্গকে নিপীড়ন করিবে, পবিত্র দেবালয় সমূহ ভগ্ন করিবে, ধর্ম্মপুস্তক সকল দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশি করিবে, এমন কি হিন্দুর ক্রিয়া কলাপ প্রতিরোধ করিয়া "হিন্দু" নাম বিলুপ্ত করিবে, আর আপনি জীবিত থাকিয়া তাহাই দর্শন করিবেন! মহারাজ! এ বিলাসের ও আলস্যের সময় নহে, এখন আলস্য পরিহার করুন, বিলাস সুখ ত্যাগ করুন, রণে অগ্রসর হইয়া শিশোদীয় কুলের বিমল যশোভাতি রক্ষা করুন্।"

সামন্তশিরোমণি শালুম্ব্রাপতির এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতায় সভাস্থ সকল ব্যক্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অমর সিংহের চৈতন্যোদয় হইল না। তখন শালুম্ব্রা সর্দ্দার রাণাকে কাষ্ঠের পুত্তলের ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিলেন। তাহাতে অমর সিংহ শালুম্ব্রাপতিকে "রাজদ্রোহী রাজাবমাননাকারী" বলিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু শালুম্ব্রা সর্দ্দার অক্ষুব্ধমনে পূর্ব্বের ন্যায় বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব, আপনাকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতেই হইবে, উঠুন, এই অশ্বে আরোহণ করুন" এই বলিয়া শালুম্ব্রাপতি বলপূর্ব্বক অমরকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া সদলে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। রাণা রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে নির্ব্বাক্

হইলেন এবং ইহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া তাঁহার আরক্তনয়নদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; তিনি সে অশ্রু কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিলে রাণার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাঁহার মনোবিকার দূরে গেল। তিনি আত্মকৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং শালুম্ব্রা সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সর্দ্দার শিরোমণি! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি শিশোদীয় কুলের যথার্থ হিতকারী, পিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে এত কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদ্বারা তাঁহার সেই গৌরব বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে; এ সময় আপনি আমার চৈতন্যোদয় করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হে সর্দ্দারমণ্ডলী! আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন; পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, মিবারের গৌরব রক্ষার্থে তাঁহার পুত্র জীবিত আছে, চলুন আমরা মিবারের গিরিপ্রদেশ কম্পিত করিয়া মোগল সেনার সম্মুখীন হই।" রাণার এই উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া রাজপুতগণ দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্ হইলেন ও দেবীর নামক ক্ষেত্রে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা মুসলমানগণের ধূমোদ্গীরণকারী অনলবর্ষী কামান সমূহ ভেদ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন উভয় পক্ষে ভয়াবহ সংগ্রাম চলিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় রাণা অমর সিংহ বিশাল মোগলবাহিনীর উপর জয়লাভ করিয়া সদলে সগৌরবে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সম্বৎ ১৬৬৪, (খৃ ১৬০৮) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যদি শালুম্ব্রাপতি নিজের কর্ত্তব্য না বুঝিতে পারিতেন, যদি তিনি প্রভুর প্রকৃত হিতের দিকে না চাহিয়া তোষামোদকারীদিগের ন্যায় চাটুবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধনে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এইদিনে মিবারের কি শোচনীয় দশা ঘটিত! ধন্য শালুম্ব্রাপতি! ধন্য তোমার প্রভুভক্তি, ধন্য তোমার স্বদেশ প্রেম, ধন্য তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান! আজ তোমারই কর্ত্তব্যপরায়ণতা গুণে প্রভুর জড়ভাব দূর হইয়া চৈতন্যোদয় হইল—তোমারই বীর্য্যে আজ মিবারের গৌরব রক্ষিত হইল। কু. রা।

সতী ও শান্তি।

(৩৪৫ সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ কাল অনেক মেয়েকে কাচের এক রকম শিশিতে করিয়া দুধ খাওয়াইতে দেখা যায়। ঐ সকল কাচের শিশিকে মেয়েরা সচরাচর "মাইপোষ" বলিয়া থাকে। উহার মুখে একটি রবারের নল